নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

জানা-অজানা সফরে

৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ২৪ মাঘ – ৩০ মাঘ, ১৪৩২ ঃ ৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি , ২০২৬

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 15, 7 February - 13 February 2026

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পুলিশের শীর্ষ স্তরে রদবদল হল রাজ্যে। রাজীব কুমারের

জায়গায় ভারপ্রাপ্ত ডিজি পদে এলেন ১৯৯৩ ব্যাচের আইপিএস পীযুষ পান্ডে। মনোজ বর্মাকে সরিয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার হলেন সুপ্রতিম সরকার।

রবিবার : উত্তরবঙ্গের বাগডোগরার গোসাঁইপুরে এসে

শিলিগুড়ি চিকেনস নেক নিয়ে কড়া হুশিয়ারি দিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন এটা ভারতের জমি। যারা স্লোগান দিচ্ছিলো তাদের ধরা হয়েছে। আরও পদক্ষেপ কড়া হবে।

সোমবার : সামনে কিছু রাজ্যে ভোট, তাই আশা ছিল বাড়তি সুবিধা

মিলবে ভোট রাজ্যগুলিতে। কিন্তু সে পথে না গিয়ে সংস্কারপন্থী বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। সাম্প্রতিক ভারত-ইইউ চুক্তি রূপায়নের লক্ষ্য এই বাজেট বলে মনে করছেন অর্থ বিশেষজ্ঞরা।

মঙ্গলবার : দু একটি ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া নির্বিঘ্নে শুরু হল এবারের

মাধ্যমিক পরীক্ষা। পর্ষদ সভাপতি জানিয়েছেন, শিক্ষকরা অনেকেই বিএলওর কাজ সামলে পরীক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন, তাই পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকলেও অসুবিধা হয়নি।

বুধবার : কয়লা পাচারের একটি মামলায় আসানসোল, দুর্গাপুর,

পান্ডবেশ্বর সহ পশ্চিম বর্ধমানের একাধিক ব্যবসায়ীর জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ল্যাপটপ, কম্পিউটার, মোবাইল, নথি ও বিপুল পরিমান নগদ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি।

বৃহস্পতিবার: পর্যবেক্ষক বদলে রাজ্যের আবেদন বাতিল করে দিল

নির্বাচন কমিশন। কমিশন প্রস্তাবিত ২৫ জনের তালিকার বদলে বিকল্প ১৭০ জনের নাম পাঠায় রাজ্য। সেই তালিকাও বাতিল করে দিয়েছে কমিশন। ছাড় দেওয়া হয়নি স্বরাষ্ট্রসচিবকেও।

শুক্রবার: শুনানী শেষ হয়ে গিয়েছিল চার মাস আগে। শেষ পর্যন্ত

রায় বেরোলো। প্রতিষ্ঠিত হল ডিএর আইনি অধিকার। কেন্দ্রীয় হার মেনে সমস্ত বকেয়া ডিএ কর্মীদের দিতেই হবে বলে রায় দিয়েছে সুপ্রীম কোর্ট। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জয় পেয়ে খুশি সরকারি কর্মী মহলে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

নাগপাশে শাসক!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৪ বছরের বাম অপশাসনকে রুখে দিয়ে ২০১১ সালে বাংলার ক্ষমতায় এসেছিল তৃণমূল সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা ব্যানার্জিকে বাংলার মসনদে পেয়ে মানুষ নানা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। সততার প্রতীক হিসাবে আম বাঙালির মনে তখন মমতা ব্যানার্জির উজ্জ্বল মুখাবয়ব। কিন্তু ১৫ বছর যেতে না যেতেই সেই স্বপ্নের তৃণমূল সরকার এখন অনেকটাই ব্যাক ফুটে চলে যাচ্ছে। সামনেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন যত কাছে আসছে নানা সমস্যার নাগপাশে ক্রমশ জড়িয়ে যাচ্ছে শাসক দল ও সরকার। প্রথমত, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবাংলায় নতুন করে বড় শিল্প কল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র নানা ভাতার মাধ্যমে ছাত্র যুব এবং বয়স্কদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। আগামী শিক্ষিত যুবক যুবতীরা কোন পথে যাবে সে ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য দিশা নেই। এমনকি রাজ্যে আগে যে সমস্ত শিল্প কল-কারখানা ছিল তারাও ক্রমশ অন্যত্র সরে যেতে শুরু করেছে। তাই বাংলায় কর্মসংস্থান না থাকায় লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী অন্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে কিংবা জীবিকার স্বার্থে পরিযায়ী শ্রমিকের আক্ষা পাচ্ছেন। রাজ্য সরকার সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন মেলা-খেলা-দান-খয়রাতির মাধ্যমে ব্যস্ত থাকছে। এর পাশাপাশি নানা দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছে শাসকদল এবং রাজ্য সরকার। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি, বালি পাচার, রেশন দুর্নীতি, কয়লা কেলেঙ্কারিতে রাজ্য সরকারের একাধিক আমলা এবং মন্ত্রী ইতিমধ্যেই জেল খেটেছেন। সুপ্রিম কোর্টে ২৬ হাজার শিক্ষকের পদ বাতিল হয়ে গেছে। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হলেও এখনো পর্যন্ত নানা জটিলতার কারণে নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়নি। আর জি কর হাসপাতাল সহ নানা সরকারি কলেজে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় বারবার অভিযুক্ত হয়েছে এ রাজ্যের শাসক দল। বিশেষ করে অভয়াকাণ্ড দেশ তথা বিদেশেও প্রতিবাদের ঝড় তোলে। যদিও এখনও অভয়াকাণ্ডে ন্যায্য বিচার পায়নি অভয়ার পরিবার। এরপর পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সাধারণ মানুষ। শাসকদলের হাতে নিগৃহীত হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। সন্দেশখালীর বেতাজ বাদশা শাহজাহান শেখের কালো পর্দা ফাঁস হওয়ার ঘটনায় গোটা রাজ্য তথা দেশ এক অন্য চিত্র দেখেছে।

এরপর দুয়ের পাতায়

কেন্দ্রীয় শাসনের ফাঁস শক্ত হচ্ছে বাংলায়

ওঙ্কার মিত্র

সময় ভোটের দড়ি ধরে যত টানছে ততই যেন কেন্দ্রীয় শাসনের ফাঁস আরও আরও শক্ত হয়ে চেপে বসছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে। এই সুযোগ অবশ্য করে দিচ্ছে বাংলার আইন শৃঙ্খলার অবনতি, অপরাধ প্রবণতা, দুর্নীতিবাজদের স্বাধীনতা ও প্রশাসনিক দুর্বলতা। বিধানসভার ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। লাগামহীন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, নারী নির্যাতন, ভোট পরবর্তী হিংসা আগেই ডেকে নিয়ে এসেছে সিবিআই, ইডি ও এনআইএকে। কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে কাটমানি ও তাকে নিয়ে যথেচ্ছাচার সুযোগ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধের। এবার এসআইআরের মত একটি সাংবিধানিক সরকারি কাজের বিরোধিতার নামে করা চরম অসহযোগিতা ডেকে নিয়ে এল কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের শাসন ও কমিশনের রক্তচক্ষু। এখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বারবার আদালতে গিয়েও এই ফাঁস আলগা করা যাচ্ছে না। বরং আরও চেপে বসছে প্রশাসনের গলায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের আশঙ্কা ভোটের ঠিক আগে এই ফাঁস আরও শক্ত হয়ে দমবন্ধ অবস্থা তৈরি করবে।

অথচ কয়েকদিন আগেও আমরা বিরোধীদের সুরে সুর মিলিয়ে রাজনীতিবিদদের মুখে সেটিংয়ের গল্প শুনছিলাম। সংবিধানের ৩৫৬ বা ৩৫৫ ধারা লাগু করার সুযোগ থাকলেও কিভাবে কেন্দ্রের শাসক দল রাজ্যের শাসক দলকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার মুখরোচক কাহিনী রচিত হচ্ছিল।

এরপর দুয়ের পাতায়

অনুদান ও রাজনীতিতে বিপন্ন সরকারি শিক্ষা

আরিফুল ইসলাম

সময় বহমান। তৃণমূল কংগ্রেস তিন টার্ম মিলিয়ে রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আছে প্রায় ১৫টা বছর। কিন্তু সরকারি বিদ্যালয়, সরকারি পোষিত বিদ্যালয়, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়, ক্রিশ্চান মিশনারি বিদ্যালয় যেটাই বলুন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ও উন্নয়নের কাঁটা যেন এক জায়গায় এসে থমকে আছে। বর্তমান এই তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসে ২০১১ সালের মে মাসে সেই সময় সরকারি একাধিক ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক ফী বাবদ ধার্য করা ছিল মাত্র ২৪০ টাকা। শুনলে অবাক হবেন, আজ ২০২৬ সালেও সেই অঙ্কের কোনওরকম পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ মাসে মাত্র ২০ টাকা খরচে মাথা পিছু সস্তায় পড়াশুনার কথা শুনতে আমরা আত্মতৃপ্তি পেতেই পারি বটে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির রূঢ় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। গত ১৫ বছরে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও বিদ্যালয়ের সংগৃহীত অর্থে ব্যাপক মরচে ধরেছে শুধু নয়। আজ এই

শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গেল দাউদপুর জ্যোতিষপুর জুনিয়র হাই স্কুল

অসামঞ্জস্য বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক গভীর সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছে।

সাধারণ হিসাবানুযায়ী যদি বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে 'সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ধরা হয়, তবে ২০১১ সালের ২৪০ টাকার বর্তমান ক্রয় ক্ষমতা হওয়া উচিত কমপক্ষে ৫০০ টাকা। অর্থাৎ আজ যে শিক্ষার্থীকে মাসে ২০ টাকা দিতে হচ্ছে। অথচ বাস্তব পরিস্থিতিতে তা ন্যূনতম ৪০-৫০ টাকা হওয়া উচিত।

এরপর দুয়ের পাতায়

সেতু তৈরি করলেন গ্রামবাসীরা নিজেই

মলয় সুর

ভোট আসে, ভোট যায়। প্রতিবার নিয়ম করে নেতারা আশ্বাস দিয়ে যান, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কোনওদিনই পূরণ হয় না। তাই সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে বানিয়ে ফেললেন বাঁশের সেতু। তার উপর দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করছেন কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। সেতুটি দামোদর নদীর উপর রয়েছে। সেতুর ওপারে হাওড়া জেলা ডিহিভুরসুট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। এপারে হুগলীর উদয়নারায়ণপুরের জাঁদা গ্রাম। এখানকার বাসিন্দারা দামোদর নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের জন্য

দীর্ঘ বছর ধরে দাবি জানিয়ে আসছেন। বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ১ কিলোমিটার সেতু নির্মাণ করলেও বর্ষার সময় সেই সেতু ভেঙে যায়। ফলে দুই দিকের বাসিন্দারাই সমস্যায় পড়েন। বাজার হাট করা, ছেলে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া আসা করতে ভীষণ সমস্যা হয়। এখানে গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে, এখানকার বাসিন্দাদের ঘুরে হাসপাতালে যেতে হয়। যাঁরা চাষবাস করেন তাঁদেরও মাঠে যেতে সমস্যা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, সেতু নির্মাণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক সবার কাছেই দরবার করেছেন তাঁরা। ভোটের আগে শাসক ও বিরোধী সব দলের নেতারাই সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিয়ে যান, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কিন্তু নেতাদের মুখ থেকে একটা কথাই শুনতে পাওয়া যায়। কয়েক মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, কিন্তু সেতু নির্মাণের কাজ আজও শুরু হয়নি। তাই সম্প্রতি গ্রামবাসীরাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেরাই বাঁশ ও কাঠের সেতু নির্মাণ করেছেন। এই ধরনের বাঁশ ও কাঠের সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে গেলে টাকা দিতে হয়। বিশেষ করে সেখানে গ্রামে যদি কোনও মেলা বসে। তবে মুমূর্ষু রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেক দেরি হয়। আগে বামরা যখন ক্ষমতায় ছিল, সিপিএমের কোনও নেতা এখানে ভোটের প্রচারে এলে সেতু নির্মাণের আশ্বাস দিতেন। তৃণমূলের জামানাতেও তার কোনও বদল হয়নি। সবাই শুধু কথা দিয়ে যায়, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। স্থানীয় বিজেপির নেতা সুশান্ত ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শুধু খেলা, মেলা, উৎসব নিয়েই মেতে রয়েছে, কিন্তু সেতু তৈরির টাকা নেই।

বাজার বন্ধের হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্দশাগ্রস্ত বাড়ি বা সরকারি-বেসরকারি বাজার নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও নির্দেশিকা কী জারি হল? উত্তর ও মধ্য কলকাতায় একশো ১৫০-২০০ বছরের পুরনো ভাঙা বাড়ি ও বাজার বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে 'দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে হয়ে আছে, সেটায় কলকাতা পৌরসংস্থা কী কোনও দিশা দেখাবে? পৌরপ্রতিনিধি মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার যেসব বাজারের অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে আছে, এবার তা বন্ধ করতে চায় পৌরসংস্থা। সামান্য ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। মহানাগরিকের অভিযোগ, এইসব বাজার বেসরকারি মালিকানাধীন। বারবার তাঁদের বাজার সংস্কারের জন্য বলা হচ্ছে। বাজার মালিকেরাও সাড়াশব্দ করছে না। এই অবস্থায় কলকাতার বিপজ্জনক সব বেসরকারি বাজার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছে পৌরসংস্থা। তিনি আরও জানান, পৌর এলাকার বাজারগুলির মধ্যে কতগুলি বাজারের অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন বেকবাগানের পার্কসার্কাস মার্কেট। এটা পৌরসংস্থা নতুন করে গড়ে তুলবে। ল্যান্সডাউন মার্কেটটি খালি করা নিয়ে ২০ বছর ধরে প্রজেক্টটি আটকে রয়েছে। লেক মার্কেটটিও পিপিপি (পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ) মডেলে নির্মাণ করতে অনেকটা সময় লেগে গিয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে পৌরসংস্থা নিজেরাই টিম তৈরি করে, থার্ড পার্টিকে দিয়ে ডিপিআর তৈরি করে নিজেরাই সেটাকে নির্মাণ করবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

ভাতার কাছে হেরে গেল উন্নয়ন

কুনাল মালিক

ভোটমুখী বিহারের দিকে তাকিয়ে আশা ছিল এবার ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাজেট এ বাংলার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে। কিন্তু কিছু রেল প্রকল্প ছাড়া তেমন কিছুই মেলেনি।

ভোটমুখী বাজেট

আশা ছিল রাজ্যের বাজেটে কিছু দিশা মিলবে কিন্তু রাও হল না।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রাজ্য সরকার ৫ ফেব্রুয়ারি যে অন্তবর্তীকালীন বাজেট ঘোষণা করলো তা এক কথায় 'ভাতাময়'। ৩ কোটি মহিলাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে আরো ৫০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ যারা ১০০০ টাকা পাচ্ছিলেন তারা পাবেন ১৫০০ টাকা এবং এসসি-এসটি মহিলারা পাবেন ১৭০০ টাকা। এছাড়াও সিভিক ভলেন্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ, গ্রীন পুলিশ, আশাকর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, প্যারা টিচার, শিক্ষা বন্ধু সকলেরই সাম্মানিক ১০০০ টাকা করে বাড়িয়ে দেওয়া হল। তবে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পে যে ৫০০ টাকা বাড়ানো হল সেটা ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই কার্যকর হয়ে যাবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আগামী এপ্রিল মাস থেকে লাগু হবে ভাতা। নতুন আরো একটি প্রকল্প আনা হল 'যুবসাথী' নামে। সেটা অবশ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে লাগু হবে। ২১ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মাধ্যমিক পাস কর্মহীন যুবক-যুবতীরা যারা কর্মসংস্থা নিশ্চিত করতে পারেননি সর্বাধিক ৫ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য ১৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে।

বিরোধী রাজনৈতিক শিবির এই প্রসঙ্গে অবশ্য বলছেন এটা আসলে 'খুড়োর কল'। অর্থাৎ বিধানসভা নির্বাচনে শাসক দল যদি জয়লাভ করে তাহলেই এই ভাতা চালু হবে। কিন্তু নির্বাচনের আগে এই ভাতা বাস্তবায়িত হবে না। তাছাড়া এই বাজেট এপ্রিল থেকে ৩ মাসের অন্তবর্তী বাজেট। আগষ্টের আগে ফের একটি বাজেট পেশ হবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

আবাসে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে কাটমানি চাওয়ার অভিযোগে এক ভিলেজ পুলিশ সহ পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৪ ফেব্রুয়ারি পাইকর থানায় অভিযোগ দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় মেম্বারের স্বামী এবং এক ভিলেজ পুলিশকে গ্রেপ্তার করে পাইকর থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম বাবু এলিয়ার শামসুদ্দিন এবং ওবায়দুল রহমান দুজনেরই বাড়ি পাইকর থানার মোগলেসপুর গ্রামে। রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

কোর্টে ২৫, বাজেটে ৪! ডিএ ধন্দ জারি এখনও

নিজস্ব প্রতিনিধি : অতীতে ডিএ, বোনাস, ইনক্রিমেন্ট সরকারি কর্মীদের অলীক স্বপ্ন ছিল। বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসব অধিকার অর্জিত হয়েছে। তারপরেও সেসব অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনাও মোটেই নির্মূল হয়ে যায়নি। তাই সেই প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাঁচাতে বারবার দ্বারস্থ হতে হচ্ছে আদালতে। তবে তাতেও যে বিপদ কেটেছে তা মনে হয় না।

সেই জন্যই বৃহস্পতিবার সুপ্রীম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মীদের সমস্ত বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার রায় দিলেও ধন্দ কাটেনি। সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ অবিলম্বে বকেয়ার ২৫ শতাংশ এবং বাকি ৭৫ শতাংশের প্রথম কিস্তি আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে দিতে নির্দেশ দিলেও বেশিরভাগেরই প্রশ্ন আদালত উপেক্ষায় সিদ্ধহস্ত এই সরকার আদৌ ডিএ দেবে কি? এই আশঙ্কার জন্ম দিচ্ছে রাজ্য সরকারের এবারের বাজেট ও আদালতের রায় নিয়ে রাজ্যের উল্টো পথে যাওয়ার ইঙ্গিত। প্রথমত, আদালতের রায়কে পাত্তা না দিয়ে রাজ্য বাজেটে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে ৪ শতাংশ ডিএ। পরেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রায় নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলে নি। উল্টে রায় খতিয়ে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে এক কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে বলেছেন, আদালত তো মে মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছে। অর্থাৎ আদালত নির্ধারিত মার্চ মাসকে উপেক্ষা করে তিনি মে মাসকেই সময়সীমা হিসাবে ধরছেন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ, যদি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তার আগে ক্ষমতায় ফের ফিরে আসেন তবে এসব দাবি জনমতের দোহাই দিয়ে তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারবেন, আর যদি না ফেরেন তাহলে তিনি দায়মুক্ত। আইনজীবীদের মতে এবার সুপ্রীম নির্দেশ মেনে ডিএ দেওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই সরকারের। বেরোবার সব দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের মতে ডিএ দিতে গেলে রাজ্যের অর্থনীতিতে ত্রাহি রব উঠবে। হয় সরকার সময় কাটাবার জন্য মরিয়া চেষ্টা চালাবে নয়তো নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করবে।

এরপর দুয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যমণ্ডিত চটশিল্পের চরম দুর্দশা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

বিগত ৩-৪ মাস যাবৎ শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত চট শিল্পের ভয়ঙ্কর দুর্দশা চলছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম এই শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক পরিবার এবং ৪০ লক্ষ পাটচাষি পরিবার যুক্ত রয়েছে। প্রাকৃতিক তন্তু পাট হল স্বাস্থ্যকর প্রাকৃতিক সম্পদ, যার দ্বারা দেশের খাদ্য সামগ্রী যেমন চাল, গম, ডাল, চিনি, আটা সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেজিংয়ের বস্তা, ব্যাগ, চটের কাপড় ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী তৈরি হয়। এই সমস্ত পাটের বস্তার প্রায় ৭০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া দেশের খাদ্য সামগ্রী মজুত করার জন্য কিনে নেয়। বিদেশেও পাটের বস্তা এবং চট কাপড়ের ভালো বাজার আছে।

বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক অমল সেন বলেন, কিন্তু আমাদের দেশের সরকারের সঠিক পাটনীতি না থাকায় এই পাটজাত বস্তার পরিবর্তে অস্বাস্থ্যকর এবং পরিবেশ দূষণকারী সিন্থেটিক বা প্লাস্টিক বস্তার ঢালাও ছাড়পত্র পাচ্ছে। কর্পোরেট বা একচেটিয়া মালিকরা অধিক লাভের জন্য সিন্থেটিক বস্তার ব্যবসার দিকেই ঝুঁকছে বেশি। সরকার চালিত এন জে এম সি তুলে দেওয়া হয়েছে। মুনাফালোভী ব্যক্তি মালিকরা তাই পাটশিল্পকে লুটের বাজারে পরিণত করে ফেলেছে।

এই প্রেক্ষাপটেই চটকলগুলি গত

বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকেই বন্ধ হতে শুরু করে। ন্যায্য মূল্যে কাঁচা পাট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ উৎপাদিত কাঁচাপাটের অধিকাংশই কালোবাজারি মজুতদারদের অধীনে চলে গিয়েছে। ব্ল্যাক মার্কেটিংয়ের ফলে কাঁচা পাটের কৃত্রিম অভাব ও ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে পাটের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া। কাঁচা পাটের অভাব দেখিয়ে চটকল মালিকরা ইতিমধ্যেই ২০টি বড় চটকলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষে যে দুটি মিল বন্ধ হয়, তার মধ্যে একটি হল উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটির প্রবর্তক জুট মিল এবং অন্যটি হল হুগলির অ্যান্ডাস জুট মিল। প্রথমটিতে শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার এবং দ্বিতীয়টির শ্রমিক সংখ্যা ৪ হাজার। এখন এরা সবাই কর্মহীন। অন্য মিলগুলি চলছে আংশিকভাবে। কোথাও ৫দিন, কোথাও ৪ দিন, কোথাও আবার ৩ দিন। এখন প্রায় সব মিলিয়ে ২ লক্ষ চটকল শ্রমিক গেটের বাইরে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটাচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট মানস দে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার জুট মিলগুলি নিয়ে একটু আলাদা চিন্তাভাবনা করছে। ইতিমধ্যে মেটিরিয়ালের দাম কিছুটা বাড়ানো হয়েছে। মিলশ্রমিক এবং কাঁচামালের যোগানদাররা একে অন্যের পরিপূরক। এ কারণে মিল শ্রমিকরা এখন অনেকটা খুশি। জুট শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য অর্জুন সিং লড়াই করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলে কিছু কিছু কাজ করিয়ে নিয়ে আসছেন।' এ ব্যাপারে সিটু ও তৃণমূল ট্রেড ইউনিয়নের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

অর্থনীতি

বাজেট পরবর্তী ঝোড়ো হাওয়া ও ভারত–মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট এবং বিশ্ব রাজনীতির নতুন মেরুকরণ– এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে ভারতীয় শেয়ার বাজার বর্তমানে এক অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, কর্পোরেট আয়ের হার এখনও সন্তোষজনক। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং ব্যাঙ্কিং সেক্টরের ব্লু–চিপ শেয়ারগুলোর ভিত্তি বেশ মজবুত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারত–মার্কিন নতুন বাণিজ্য চুক্তি, যা আইটি এবং রপ্তানি নির্ভর সেক্টরগুলোতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে।

গত ১ ফেব্রুয়ারি রবিবাসরীয় বিশেষ বাজেট অধিবেশনে বাজারের রক্তক্ষরণ বিনিয়োগকারীদের চিন্তায় রাখলেও, পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় দৃশ্যপট অনেকটাই বদলে গেছে। এবারের বাজেটে সরকারের ১২.২ লক্ষ কোটি টাকার মূলধনী ব্যয় এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের অঙ্গীকার দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য ইতিবাচক বার্তা। তবে বাজারের তাৎক্ষণিক পতনের মূলে ছিল ফিউচার অ্যান্ড অপশনস ট্রেডিংয়ের ওপর সিকিউরিটি ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স বৃদ্ধি এবং বাইব্যাক করের নতুন নিয়ম।

পরপর তিনদিন গোল্ড এবং সিলভারে ক্রমাগত পতনের পরে আবার উপরের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে। কাঁচা তেলের দাম অনেকটা কমে যাবার পরে আবার হালকা বৃদ্ধি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক নিফটি নিচের দিকে ২৫,৫০০ এবং উপরের দিকে ২৬,২০০ এই রেঞ্জের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। তবে কৃষিক্ষেত্রে আমেরিকাকে প্রবেশ করতে দিলে তা যে ভারতীয় চাষীদের পক্ষে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্যাপার এক্সপো

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩০ জানুয়ারি থেকে পয়লা ফেব্রুয়ারি ৩ দিনের বি–টু–বি ও বি–টু–সি ব্যবসায়িক প্রদর্শনী 'ব্যাপার এক্সপো ২.০' অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের ব্র্যান্ড, নির্মাতা, পরিবেশক ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে প্রথমদিনেই জমজমাট হয়ে ওঠেছিল এই এক্সপো। পণ্য ও পরিষেবার প্রদর্শনের পাশাপাশি নেটওয়ার্কিং ও বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে ডঃ বিবেক বিন্দ্রা, সোনু শর্মা, ব্রিজেশ আগরওয়াল–সহ একাধিক বিশিষ্ট বক্তা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নেতৃত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। আয়োজকদের মতে, এই এক্সপো ভবিষ্যতে ব্যবসায়িক উদ্ভাবন ও অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠবে।

বাজার বন্ধের হুঁশিয়ারি

প্রথম পাতার পর

এখন কলকাতা পৌরসংস্থার বাজারগুলি এভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বেসরকারি বাজারের অসুবিধা হল ব্যক্তি–মালিকানা। যেমন ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারে মাঝে মধ্যে চাঙর ভেঙে পড়ছে। বাজারটি নতুন করে নির্মাণে সহায়তা করা হবে বলা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে মালিকানা নিয়ে সমস্যায় আটকে রয়েছে। এরকম আরও কয়েকটি বাজার রয়েছে। বেসরকারি বাজার উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার, দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট বাজার, বাস্তুহারা বাজার, মধ্য কলকাতার বহুবাজার, লেবুতলা মার্কেট, শিশির বাজার এরকম একাধিক বাজার বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে।

ভাতার কাছে হেরে গেল

প্রথম পাতার পর

তা হলে আগস্টের প্রশ্ন আসছে কি করে! এছাড়াও আজকের এই বাজেটে বলা হয়েছে যে কর্মরত অবস্থায় কোন অঙ্গনওয়ারী কর্মী বা সহায়কের মৃত্যু হলে তার পরিবারবর্গকে ৫ লক্ষ টাকা এককালীন দেওয়া হবে। আশা কর্মীদের ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটিও মঞ্জুর করা হয়েছে। গিগ কর্মীদেরও স্বাস্থ্য সাথীর ছাতার তলায় আনা প্রচেষ্টা নেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। ক্ষেতমজুরদের জন্য বছরে ৪০০০ টাকা করে ভাতা ২ টি কিস্তিতে দেওয়া হবে। পূর্বতন 'কর্মশ্রী' প্রকল্প যেটা এখন নাম 'মহাত্মাশ্রী' প্রকল্প সেক্ষেত্রে ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এই বাজেট সম্পূর্ণ দিশাহীন, মিথ্যা একটা দলিল, এখানে কর্মসংস্থানের কোন লক্ষ্য নেই। প্রসঙ্গত ওইদিনই সুপ্রিম কোর্ট ডিএ মামলায় এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় হারে বকেয়া ডি এ আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে ২৫ শতাংশ প্রদান করতে হবে, বাদবাকি তিন মাসের মধ্যে দিতে হবে। কি স্তু এই দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিলেন, যে ৪ শতাংশ ডিএ রাজ্য কর্মচারীদের প্রদান করা হবে। এই ঘোষণাতেও ভীষণ চটেছে ডিএ মামলা নিয়ে যারা দীঘদিন আন্দোলন করছেন যৌথ সংগ্রাম মঞ্চ।

এর বাইরে রাজ্যে মূলধনী ব্যয়ে কোনো স্থায়ী উন্নয়নের প্রস্তাব নেই। নতুন পরিকাঠামো তৈরির কোনো সুখবর দিতে পারেনি বাজেট। অর্থাৎ শিক্ষিত খেটে খাওয়া বাঙালির জন্য এই বাজেট দিতে পারেনি কর্মসংস্থানের দিশা। ভাতার কাছে ১০ গোলে গো–হারান হেরেছে স্থায়ী উন্নয়ন। ভাতার এই জয় বর্তমানে শাসক দলকে বৈতরণী পার করতে পারবে কি না তা জানা যাবে কয়েক মাস পর।

ডিএ ধন্দ জারি এখনও

প্রথম পাতার পর

তবে শুধু ডিএ নয়, এই রায়ে আরও দুটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে। প্রথমত ডিএ প্রদান 'আইন স্বীকৃত অধিকার' বলে মান্যতা পেয়েছে। আর দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় সূচক মেনেই যে ডিএ দিতে হবে তাও পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ফলে কর্মীদের মনোবল আরও বেড়েছে। তাঁরা বলে দিয়েছে কি করে দাবি আদায় করতে হয় তা বুঝিয়ে দেবে সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মীদের অর্জিত অধিকার বাঁচাতে আরও একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড যে ভোটের আগে ঘটতে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রেলে ২২ হাজার গ্রুপ 'ডি'

রঞ্জিৎ ঘোষ, নয়া দিল্লি : কলকাতা, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, ভুবনেশ্বর সহ সারা ভারতের ১৭টি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলে গ্রুপ–ডি (অ্যাসিস্ট্যান্ট–এস অ্যান্ড টি), অ্যাসিস্ট্যান্ট (ওয়ার্কশপ), অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রিজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো শেড (ডিজেল), অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো শেড (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট অপারেশন্স (ইলেক্ট্রিক্যাল), অ্যাসিস্ট্যান্ট পি. ওয়ে, অ্যাসিস্ট্যান্ট টি এল অ্যান্ড এ.সি. (ওয়ার্কশপ), অ্যাসিস্ট্যান্ট টি এল অ্যান্ড এ.সি., অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রাক মেশিন, অ্যাসিস্ট্যান্ট টি আর ডি, পয়েন্টসম্যান বি ও ট্রাকমেন্টেনার– ইত্যাদি পদে ২২,০০০ জন ছেলেমেয়ে নেওয়ার দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে ৩১ জানুয়ারি থেকে। চলবে ২ মার্চ পর্যন্ত। রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারপার্সনস আগে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিলেন, রেলওয়ে দরখাস্ত নেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারপার্সনস এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, রেলে ২২ হাজার গ্রুপ–ডি পদের দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে ৩১ জানুয়ারি থেকে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এন.সি.ভি.টি. বা, এস.সি.ভি.টি.র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে যে কোনো ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ হলে কিংবা এন.সি.ভি.টি.র অনুমোদিত ন্যাশনাল অ্যাপ্রেন্টিসশিপ সার্টিফিকেট (এন.এ.সি.) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। রেলে গ্রুপ–ডি পদের জন্য আই.টি.আই. পাশ হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তাই মাধ্যমিক পাশরা যেমন দরখাস্ত করতে পারবেন, ঠিক তেমনি আই.টি.আই. পাশ হলেও দরখাস্ত করতে পারবেন।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৬" এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি–রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ–বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে, অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসরা আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি দরকার পদ অনুযায়ী A2, A3, B1, C1. মূল মাইনে: ১৮,০০০ টাকা। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং CEN No. 09/2025. কোন রেলে কোন ক্যাটেগরিতে কটি শূন্যপদ তা সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে পাবেন ৩১ জানুয়ারি থেকে।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন হবে। কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে অনলাইনে, জুলাই–আগস্ট মাস নাগাদ। এই পরীক্ষায় ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স)–২০টি, (২) অঙ্ক–২৫টি, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং–৩০টি, (৪) জেনারেল সায়েন্স–২৫টি। সময় থাকবে দেড় ঘণ্টা। কলকাতা, রাঁচি, গুয়াহাটি রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় থাকবে ছেলেদের বেলায়– (ক) ৩৫ কেজি ওজনের বস্তুকে নিয়ে ২ মিনিটে ১০০ মিটার দূরত্ব লিফট ও বহন করা (এক বার সুযোগ পাবেন), (খ) ৪ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ১,০০০ মিটার দৌড়তে হবে (এক সুযোগে)।

মেয়েদের বেলায় (ক) ২০ কেজি ওজনের বস্তুকে নিয়ে ২ মিনিটে ১০০ মিটার দূরত্ব লিফট ও বহন করা (এক বার সুযোগ পাবেন), (খ)৫ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে ১,০০০ মিটার দৌড়তে হবে (এক সুযোগে)। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন। সব শেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০–৫০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৫০–১০০ কেবির মধ্যে) আর তপশিলীদের বেলায় কাস্ট সার্টিফিকেট (৫০–১০০ কেবির মধ্যে) স্ক্যান করে নেবেন। তখন পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। দরখাস্ত করতে ভুল হলে সংশোধন করার সুযোগ পাবেন।

সাধারণ প্রার্থীরা প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, সংখ্যালঘু বা, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল প্রার্থীরা ২৫০ টাকা ফেরৎ পাবেন।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় কোন ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন : কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে:

www.rrbkolkata.gov.in, রাঁচি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbranchi.gov.in, পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbpatna.gov.in, গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbguwa-hati.gov.in, আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাই টে : www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbajmer.gov.in, প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbald.gov.in, বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbnc.gov.in, ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbbilas-pur.nic.in, চণ্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbchennai.gov.in, গোরখপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbgkp.gov.in, মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbmumbai.gov.in, সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায় এই ওয়েবসাইটে: www.rrbsecunderabad.gov.in

শাসনের ফাঁস ক্রমশ শক্ত হচ্ছে

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার গড়িমসিতে জনমনে প্রতিষ্ঠাও পাচ্ছিল এই সেটিং কাহিনী। কিন্তু এসব গেরো যে রাখা রয়েছে ভোট সময়ের জন্য তা সম্ভবত আঁচও করতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা।

আসলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাজ্য সরকারকে দুর্বল করার কৌশল এখন অতীত। কংগ্রেস আমলে এইসব ধারার যথেচ্ছ ব্যবহার প্রমাণ করেছে এতে বরং হিতে বিপরীত হয়। পশ্চিমবঙ্গেও এর বহু ব্যবহার অতীতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কোনো সুরাহা করতে পারেনি। উল্টে কংগ্রেসকেই রাজ্য থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। আর এই রাষ্ট্রপতি শাসন জারির নেশা বাড়লে শেষ পর্যন্ত তা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখিয়ে দিয়েছে জরুরী অবস্থার অন্ধকার দিনগুলো। ভারতের রাজনীতিতে সেই ট্রমা আজও কাটেনি। এখন রাজনীতিতে অন্য সময় চলছে। তাই মুখ্যমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেও গণতান্ত্রিক সরকার ফেলা হয় না দিল্লিতে। এই ফেডারল স্ট্রাকচারে আছে শুধু সময়ের অপেক্ষা। দুর্বলতার সুযোগ পেলেই আইনের সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরে কাহিল করে দিতে হবে যাতে বঞ্চনার সলতেতে আগুন লাগে। ব্যাস, সংসদীয় গণতন্ত্রে এরপর যা করার ক্ষুব্ধ জনগণই করে দেবে। শুধু তাদের মত প্রকাশের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঠিক এই পর্যায়টাই এখন চলছে এই বাংলায়।

কূটনীতির এই পথ ধরে বিস্ফোরণ, ধারাবাহিক হিংসা, নানা দুর্নীতি ও পক্ষপাত দুষ্ট রাজ্য তদন্তের সুযোগে এনআইএ, সিবিআই এবং ইডি তদন্তের নামে এ রাজ্যের গোপন খুঁটিনাটি জানার অধিকার পেয়ে গেছে। সর্বক্ষণ নজরদারি করার ছাড়পত্রও মিলেছে ঘন ঘন আসা যাওয়ার সুযোগে। এই নিরীক্ষণ আরও গভীর হয়েছে নারী নির্যাতনের তদন্তগুলো হাতে এসে যাওয়ায়। এর বাইরে আরও একটা বড় সুযোগ এনে দিল বরাদ্দের নয়–ছয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের হিসাবপত্র দেখতে রাজ্যে চলে এল কেন্দ্রীয় দল। জেনে গেল রাজ্যের অর্থনীতির হাল হকিকৎ। তথ্য বলল, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পেলে এরাজ্যে বঞ্চনা বাড়বে, বাড়বে ক্ষোভ বিক্ষোভ যা সামাল দেওয়ার আর্থিক ক্ষমতা নেই এই সরকারের। কাটমানিখোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতেই পথ পরিষ্কার হল, কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়ে পঙ্গু করে দেওয়া হল রাজ্যকে। কিন্তু প্রকল্প বন্ধ করা যাবে না। না দিলে ভোট যাবে, দিলে ঋণ বাড়বে। এ এক শাঁখের করাত অবস্থা। জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করলো সরকার। ফর্মুলা ধরে এবার শুধু জনমত জানানোর ক্ষেত্রটা পরিষ্কার করে দিতে হবে। এসে গেল এসআইআর। চালু হল ভুয়ো ভোটার বাদ দিয়ে তালিকা শুদ্ধিকরণের কাজ। সেখানেও সুযোগ হারালো রাজ্য। যে কাজ ছিল রাজ্য প্রশাসনের কর্মীদের দখলে অসহযোগিতার ফলে সেটাই চলে গেল পর্যবেক্ষকদের নামে কেন্দ্রীয় কর্মীদের শাসনে। এখন গেল গেল রব তুলে আকাশ বাতাস কাঁপালেও কিছু হবে না।

বাকি ছিল রাজ্য অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ মারপ্যাচ। তহবিলের এধার–ওধার করে ঋণ নিয়ে চলছিল সামাল দেওয়া। বকেয়া ডিএ আদায়ের সুযোগে এবার সেটাতেও হাত বসাতে চলেছে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত কমিটি। বিচারপতিদের ঘেরাটোপে রাজ্যের অর্থনীতির খুঁটিনাটি এবার খুলে যাবে দেশের অডিটর জেনারেলের সামনে। এতদিন চেয়ে চেয়ে রাজ্য সরকারের হিসাবের তথ্য না পাওয়ার অভিযোগ করতো ক্যাগ। এবার সম্ভবত তাদের সেই আক্ষেপ মিটতে চলেছে। অর্থাৎ পুলিশ থেকে শুরু করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তথ্যভান্ডার এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দখলে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রের মোদী সরকারের থেকে ৩ বছরের বড়। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের আমলে তৃণমূল সরকারের জন্ম হলেও ঘর করতে হচ্ছে এমন একটা সরকারের সঙ্গে যাদের রাজনৈতিক মেধা ও ক্ষমতা কংগ্রেসের থেকে শতগুণ বেশি। যদিও নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে মমতা ব্যানার্জির সম্পর্ক ভালো বলেই সকলে জানতো। ফুল, মিষ্টি, পোশাক কি না বিনিময় হয়েছে তাঁদের মধ্যে। মোদীজিও প্রথম প্রথম দিদি ও মোদীর দুই লাড্ডুর কথা বলতেন। ভেবেছিলেন অটলজীর হাত ধরে বেড়ে ওঠা মমতা তাঁর বন্ধু হয়ে কাজ করবে। কিন্তু তিনি হয়তো বুঝতে পারেননি ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে মমতার কাছে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা অনেক বড়। তাই তিনি বার বার শিবির বদলেছেন, কাছের মানুষদের ত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা করেননি। আবার যাকে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক সুবিধা হবে তার 'দুষ্টুমি' মেনে নিয়েও পাশে থেকেছেন। ফলে লড়াই এখন অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে। বকলমে কেন্দ্রীয় শাসনেই এবারে ভোটের লড়াই মরণপণ হবে তাতে সন্দেহ নেই। কেন্দ্র–রাজ্য সংঘাত রক্তক্ষয়ী হওয়ার সম্ভবনাও প্রবল। আর এই লড়াইতে হয়ত বলি হবে আরও কিছু বঙ্গবাসী। ভোটের আগে এহেন আতঙ্কই কুরে কুরে খাচ্ছে বঙ্গবাসীকে।

নাগপাশে শাসক

প্রথম পাতার পর

যা দেখে অনেকেই মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ আইনের শাসন থেকে শাসকের আইনে পর্যবসিত হচ্ছে। উপযুক্ত কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা না করে সরকারি অর্থে দীঘাতে জগন্নাথ ধাম করে সেখানকার প্রসাদ রাজ্যের বিভিন্ন রেশনের মাধ্যমে বিলি করাকে কেন্দ্র করেও ব্যাপক বিতর্ক ছড়িয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর নিয়ে যে প্রক্রিয়া চলছে তা নিয়েও বারবার কেন্দ্র সরকার এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত বারে বারে সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসছে। রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক মন্দার বাজারে সুপ্রিম কোর্টের ডিএ মামলার রায়ে আবারো সজোরে ধাক্কা খেলো রাজ্য সরকার। অনেকেই বলছেন ঠিক সময়ে যদি এসআইআর সম্পন্ন না হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন নির্বাচন রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে হতে পারে। যেটা রাজ্য সরকারের কাছে আরো বড় একটা প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সম্প্রতি কলকাতায় ইডির অভিযানে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং হাজরি হয়ে ফাইল নিয়ে চলে যায়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেও রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানি আছে। সেই শুনানির দিকেও রাজ্যবাসী তাকিয়ে থাকবে। সব মিলিয়ে একটা কথা বলাই যায় বিভিন্ন সমস্যার নাগপাশে ক্রমশ্য জড়িয়ে যাচ্ছে শাসক দল ও সরকার। এখন দেখার এই নাগপাশের বন্ধনকে ছিন্ন করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আবার শেষ হাসি হাসতে পারে কিনা শাসক তৃণমূল সরকার!

বিপন্ন সরকারি শিক্ষা

প্রথম পাতার পর

অথচ আয়ের পথ সীমিত রেখে সরকার বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বরাদ্দ 'কম্পোজিট গ্র্যান্ড'। সহজ কথায় বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য সরকার আগে যেখানে ১০০ টাকা খরচ করতো, এখন সেই ১০০ টাকার অবমূল্যায়নে তা দাঁড়াচ্ছে ২০–২৫ টাকা। প্রাথমিক থেকে মহাবিদ্যালয় হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই সরকারের এই আর্থিক অনীহা বা ঔদাসীন্য আজ জলের মতো পরিষ্কার।

রাজ্য সরকারের এক শ্রেণির শীর্ষ আধিকারিকদের যুক্তি হল, তারা শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী বা সবুজ সাথীর মতো জনমোহিনী প্রকল্পগুলিতে বিপুল অর্থ ব্যয় করছেন। এছাড়াও পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে সরকার রাজনৈতিক বাহবা কুড়োলেও, বিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের মেরুদন্ডের সার্বিক স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে মোটেই লক্ষ্য নেই। অর্থাৎ বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে যে অর্থ স্বাভাবিক নিয়মে সরকারের যোগান দেওয়ার কথা, তাতে চূড়ান্ত অনীহা প্রকাশ পায়। ফলে গত ১৫ বছর আগের তুলনায় বর্তমানের আকাশ ছোঁয়া দামের কাগজ অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রীর ভার বইতে গিয়ে চূড়ান্ত নাজেহাল হচ্ছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আগে একাদশ–দ্বাদশ শ্রেণির প্রশ্নপত্র উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নিজস্ব খরচে সরবরাহ করতো। এখন একাদশ শ্রেণির ফার্স্ট ও সেকেন্ড সেমিস্টারের প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে পরীক্ষা নেওয়ার যাবতীয় দায়দায়িত্ব বিদ্যালয়ের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও যাবতীয় খরচও বিদ্যালয়ের ঘাড়ে। এছাড়াও আজকের দিনে প্রতিটি স্কুলে স্টেশনারি বাবদ প্রচুর অর্থ খরচ করতেই হয়। উল্টে এই সকল সামগ্রীর ওপর রাজ্য সরকার যারপরনাই জিএসটি আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ও তৎপর। অথচ অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নিরাপত্তা কর্মী, সাফাই কর্মীর মতো জরুরিভিত্তিক খরচ সরকারি তালিকায় নেই। এছাড়াও আছে বাৎসরিক পরিকাঠামোগত খরচ এটাতেও সরকারি কোনও ফান্ড নেই। সুতরাং সব দায়ভার স্কুলগুলির ওপর নিজের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। বেসরকারি বাংলা বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি কলমের এক খোঁচায় বেতন বৃদ্ধি করে নিতে পারে। সেখানে গ্রাম বাংলায় এই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে বা সরকারি পোষিত বিদ্যালয়ে রাতারাতি বেতন বৃদ্ধি করার বাধ্যবাধকতা আছে। তাহলে এলাকায় দ্রুত প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

একদিকে অনুদান অন্য দিকে ভোট রাজনীতির প্যাঁচে পরে 'বাংলার স্কুলে'র আজ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। এর সঙ্গে চরম বিপন্ন সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা। সুতরাং সরকার যদি আন্তরিক ভাবে এই সিস্টেমের দ্রুত পরিবর্তন না করে, তাহলে শুধুমাত্র পরিকাঠামোর অভাবে বাংলার সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা একদিন শুকিয়ে মরতে বাধ্য।

নাম পরিবর্তন

আমার প্রকৃত নাম দেবদাস মুখার্জী পিতা মৃত চুনীলাল মুখার্জী, গ্রাম– কাষ্ঠমহল, পোষ্ট– উত্তর কাষ্ঠমহল, থানা– বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার স্থায়ী বাসিন্দা। ভুলবশত আমার ভোটার কার্ড এবং কিছু জমির কাগজপত্রে আমার নাম দেবদাস মুখোপাধ্যায় পিতা মৃত চুনীলাল মুখোপাধ্যায় উল্লেখ আছে। গত ২৯/০১/২০২৬ আলিপুরে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এফিডেভিট বলে দেবদাস মুখার্জী পিতা চুনীলাল মুখার্জী এবং দেবদাস মুখোপাধ্যায় পিতা চুনীলাল মুখোপাধ্যায় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি রঞ্জিত রায়, আমার পুত্রের নাম রিভব রায়, জন্ম ১৮.১২.২০২৪ জন্ম সার্টিফিকেট এ ভুলবশত আছে রিভব। গত ১৫ ১০ ২০২৫ তারিখে আলিপুরে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কাছে এফিডেভিট বলে পুত্রের নাম রিভব থেকে রিভব রায় নামে পরিচিত হল। রিভব ও রিভব রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

৭ ফেব্রুয়ারি – ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

মেষ রাশি : এই সপ্তাহে আপনাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং ক্ষমতা সকলের কাছে স্পষ্ট হবে। আপনার ব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও, আপনি এমন কার্যকলাপের জন্য সময় বের করবেন যা আপনার আগ্রহের।

বৃষ রাশি : কিছুক্ষণ ধরে চলমান জটিলতাগুলি এখন সমাধান হতে শুরু করবে। আপনি কোনও নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। সমস্ত দিক সাবধানে বিবেচনা করার পরেই নিজেকে এবং অন্যদের মূল্যায়ন করুন, এর ফলে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

মিথুন রাশি : এই সপ্তাহটি বিনোদন এবং প্রিয় কার্যকলাপে কাটানো হবে, যা মনকে খুশি রাখবে। কিছু কাজ বিচক্ষণতার সাথে করলে আরও ভালো সাফল্য আসতে পারে। কোথাও থেকে আপনি সুসংবাদও পেতে পারেন। গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং স্নেহ বজায় থাকবে।

কর্কট রাশি : এই সপ্তাহে, আপনি আপনার বেশিরভাগ সময় সামাজিক ও সামাজিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে ভাগ্যের চেয়ে কর্মের উপর আপনার বিশ্বাস, উপকারী হবে। এই সময়ে ভ্রমণ স্থগিত করা ভাল হবে।

সিংহ রাশি : আপনি আপনার দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি এনে দেবে। নিকটাত্মীয়দের সাথে মানসিক বন্ধন বৃদ্ধি পাবে এবং সম্পর্ক আরও মধুর হয়ে উঠবে। অতিথিদের আতিথ্য করে আপনার সময়ও ভালো কাটবে। আপনার নেতিবাচকতা থেকে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। এই সময়ে ভ্রমণ স্থগিত করা ভাল হবে।

কন্যা রাশি : এই সপ্তাহে দীর্ঘস্থায়ী যেকোনো সমস্যা সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে, স্বস্তি বয়ে আনবে। আপনার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসর প্রসারিত হবে। আত্মীয়স্বজনরা আপনার বাড়িতে ঘন ঘন আসবেন এবং তাদের মিথস্ক্রিয়া একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার সন্তানদের যেকোনো কার্যকলাপ সন্তুষ্টি বয়ে আনবে।

তুলা রাশি : যদি আপনি কোনও বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেন, তাহলে সময়টি অনুকূল। আপনি আপনার পারিবারিক দায়িত্বগুলি ভালভাবে পালন করবেন। আপনি আপনার পছন্দের কাজের জন্য সময় বের করবেন, যা আপনাকে মানসিকভাবে হালকা এবং খুশি বোধ করবে। আইনি বিষয় এবং নথিপত্রগুলি গুছিয়ে রাখুন, অন্যথায় আপনি জরিমানা বা জটিলতার মুখোমুখি হতে পারেন।

বৃশ্চিক রাশি : এই সপ্তাহে একটি পুরানো সমস্যা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে হবে এবং আপনার মনে ইতিবাচকতা বিরাজ করবে। আপনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকবেন। আপনার সন্তানদের সমস্যাগুলি শোনার এবং সমাধান খুঁজে বের করার জন্যও আপনি সময় নেবেন। যদি আপনার কাজের চাপ বেশি হয়, তাহলে কাজ ভাগ করে নিন এবং নিজেকে কিছুটা বিশ্রাম দিন।

ধনু রাশি : অন্যদের পরামর্শ শুনুন, তবে আপনার সিদ্ধান্তগুলিকে অগ্রাধিকার দিলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। পরিবর্তনের প্রভাব গ্রহণ করা উপকারী হবে। আপনি কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ পেতে পারেন। আপনার অহংকারকে আপনার পরিবারের সাথে হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না। আপনার সন্তানদের তিরস্কার করার পরিবর্তে তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

মকর রাশি : এই সপ্তাহে আয়ের একটি উৎস আবার শুরু হতে পারে। সম্পত্তি বা গৃহস্থালীর জিনিসপত্র কিনতে সময় লাগবে। আপনার নির্দেশনায় শিশুরা সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে, তাদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে। অলসতার কারণে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ মিস করতে পারেন, যার ফলে ক্ষতি হতে পারে। বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার সাথে কাজ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ইতিবাচক কথোপকথন ঘটবে। প্রিয় বন্ধুকে সাহায্য করলে মানসিক শান্তি আসবে। কর্মসংস্থান খুঁজছেন এমন তরুণরা আশার আলো দেখতে পাবেন। অতীতের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা আপনার মনে প্রভাব ফেলতে পারে, যা সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে। অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি দ্বন্দ্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

মীন রাশি : এটি একটি ব্যস্ত সপ্তাহ হবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করলে স্বস্তি আসবে। আপনার বিশেষ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি ভাল সময়। অন্যদের কথা চিন্তা না করে আপনার লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করলে নতুন সাফল্য পেতে পারেন। সামান্য অসাবধানতা আপনাকে আপনার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে, তাই শান্ত মন বজায় রাখুন।

শব্দবার্তা ৩৭৭

১	■	■	২		৩		
	■	■		■		■	■
৪				■		■	■
	■	■	■	■	৫		৬
৭		৮	■	■	■	■	
■	■		■	৯			
■	■		■		■	■	
১০					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২. একজাতীয় করা ৪. বড়ো রাজা, সম্রাট ৫. অবনতি ৭. যাত্রীদের মালপত্র ৯. গরুড় ১০. পা ফেলা।

উপর–নীচ

১. এমন নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখুন ২. পাঠ ৩. ভ্রমর ৬. নতুন যুগ ৮. জনসাধারণের ৯. মধ্যে মধ্যে স্থাপিত।

সমাধান : ৩৭৬

পাশাপাশি : ১. অনুদার ৪. ঘর ৫. শরৎচন্দ্র ৭. লোভন ৯. কুৎসা ১০. অনতাবড়ি ১১. ধার ১২. ইরদম

উপর–নীচ : ১. অর ২. দাশরথি ৩. গজেন্দ্র ৪. ঘনীভবন ৬. চমৎকার ৮. ভবপার ১০. আমোদ ১১. ধাম

জেলায় জেলায়

ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ চালুর দাবি

অভীক মিত্র , বীরভূম : দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ চালু করার দাবি উঠলো। ২৭ জানুয়ারি রেলবোর্ড সিউড়ি থেকে নলা(ভায়া– চন্দ্রপুর, বক্রেশ্বর, রাজনগর, কুন্ডহিত) নতুন রেললাইনের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে বা সমীক্ষার কাজ এবং ডিটেল প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরির কাজে সম্মতি দিয়েছে। ৭৩ কিলোমিটার রেলপথের ফাইনাল লোকেশন সার্ভে জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে ভারতীয় রেল মন্ত্রক। পলাশস্থলী স্টেশন ঝাড়খন্ড রাজ্যের জামতাড়া জেলার অন্তর্গত। অন্ডাল–সাইথিয়া রেলপথের ভীমগড় স্টেশন থেকে রেললাইন আলাদা হয়ে হজরতপুর, রসোয়ান, বড়রাগ্রাম, লছমনপুর রোড স্টেশন হয়ে ট্রেন চলে যেত পলাশস্থলী স্টেশন পর্যন্ত। ২৭ কিলোমিটার ছিল এই রেলপথ। সারাদিনে ৪টি ট্রেন চলতো। ১৯৫৩ সালে চালু হয়েছিল এই রেলপথ। যাত্রী ট্রেন না চললেও হজরতপুর পর্যন্ত আজও মালগাড়ি চলে। বড়রা গ্রামের পরের এলাকায় পরিত্যক্ত খনি থেকে কয়লা তুলতে তুলতে এই রেললাইনের তলায় মাটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ২০০২ সালে এই রেলপথে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। ঝাড়খন্ড সরকারও এই রেলপথ চালু করার দাবি জানিয়েছে কিন্তু লাইনের বিপজ্জনক অবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০২৩ সালে বন্ধ থাকা এই রেলপথের রেললাইন চুরি করার অভিযোগে শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের জেরা করে কৈথির ঝোপজঙ্গল থেকে রেললাইনের ৩০টি টুকরো উদ্ধার করা হয়। ২০২২ সালের মার্চ মাসে আসানসোল ডিভিশনের তৎকালীন ডিআরএম পারমানন্দ শর্মা ধানবাদের মুখ্য খনি উপদেষ্টা এবং আসানসোল বিভাগের অন্যান্য শাখা আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পরিদর্শন করেছিলেন। ভীমগড়–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবিতে একাধিকবার রেলমন্ত্রকের দ্বারস্থ হয়েছেন দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা। পূর্ব রেলের এক আধিকারিক বলেন, হজরতপুরের পর থেকে কয়লা তোলার জন্য রেললাইনের নীচের অংশ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, নিরাপত্তার কারণে ট্রেন বন্ধ আছে। রেল দপ্তর চেষ্টা করছে ভবিষ্যতে ট্রেন চালু হতে পারে। ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আসানসোলের একটি বেসরকারি লজে বিহার, ঝাড়খন্ড ও পশ্চিমবঙ্গের সাংসদদের নিয়ে পূর্ব রেলের করা বৈঠকে পূর্ব রেলের জিএম এবং আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএমের উপস্থিতিতে দুমকা লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ নলিন সোরেন অন্ডাল–পলাশস্থলী রেলপথ পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছিলেন।

অবৈধ মধুচক্রের অভিযোগে আটক ১৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: বোলপুরের প্রান্তিক এলাকায় এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার মালিকানাধীন হোটেলে হানা দিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্যের সন্ধান পেল শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে বুধবার রাতে ওই হোটেলে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় সেখানে অবৈধ মধুচক্র চলছিল বলে অভিযোগ উঠে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোটেল থেকে মোট ৯ জন যুবতীকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ৪ জন যুবককেও আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। আটক সকলকে থানায় নিয়ে গিয়ে বিস্তারিতভাবে জেরা করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের দাবি, ‘দীর্ঘদিন ধরেই ওই হোটেলকে ঘিরে সন্দেহজনক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। পুলিশের অভিযানের পর সেই সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে।’ যদিও এখনো পর্যন্ত হোটেল মালিক তথা সংশ্লিষ্ট তৃণমূল নেতার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ‘প্রাথমিক তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। এই অবৈধ চক্রের সঙ্গে আর কারা কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আর্থিক লেনদেন ও সংগঠিত অপরাধের দিকটিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ সূত্রে আরও জানানো হয়েছে, তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে প্রয়োজনে আগামীদিনে আরও গ্রেপ্তার হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন।

বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার ১

বিশাল দাস, বীরভূম : বীরভূমের বোলপুরে নিষিদ্ধ মাদক ও নেশাদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমে বড়সড় সাফল্য পেল বোলপুর থানার পুলিশ। ৪ ফেব্রুয়ারি রাতভর তল্লাশি চালিয়ে বোলপুরের উদয়ন পল্লী এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কোরেক্স কফ সিরাপ। পুলিশ সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া বোতলের সংখ্যা প্রায় ৪০,৭৪০। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী অবৈধভাবে মজুত করা হয়েছিল।

ঘটনায় পুলিশ মুন্না সিং নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত শান্তিনিকেতন থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কেন এবং কী উদ্দেশ্যে এত পরিমাণ নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সেখানে মজুত রাখা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বোলপুর থানার পুলিশ

জানিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কারবারের মূল পাণ্ডাদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। জেলাজুড়ে মাদক বিরোধী এই কড়া অভিযানে পুলিশের এই সাফল্যকে সাধুবাদ জানাই।

আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেপ্তার ৫

হাবিব তানভির, রামপুরহাট : আবারও বড় সাফল্য পেল রামপুরহাট থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও একাধকি মারাত্মক অস্ত্রসহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই অভিযানে দুই রাজ্যের ৫টি থানার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। পুলিশ জানায়, সোমবার রাতের দিকে রামপুরহাট থানার –১৪ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন টেলদা ব্রিজের কাছে কয়েকজন সন্দেহজনকভাবে জড়ো হয়েছিল। সেখান থেকেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধৃতদের মধ্যে ৪ জন বীরভূম জেলার বিভিন্ন থানার বাসিন্দা এবং একজন ঝাড়খণ্ডের জামতারা জেলার বাসিন্দা। ধৃতরা হলেন লোকপুর থানার সাগরভাঙা গ্রামের যাদব রায়, ঝাড়খণ্ডের জামতারা জেলার বাগডোহরি থানার মুরাবেরিয়া গ্রামের প্রসেনজিৎ গোপ, কাঁকরতলা থানার হরিয়েকতলা গ্রামের শেখ আলারাখা ও শেখ নাজমুল এবং দুবরাজপুর থানার চিতগ্রাম গ্রামের নজরুল খান। পুলিশ অভিযানে ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র (ইম্প্রোভাইজড রিভলভার), একটি ভোজালি, একটি লোহার রড, একটি লোহার চেন ও একটি বাঁশের লাঠি উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতরা কোনো বড়সড় অপরাধের উদ্দেশ্যেই ওই এলাকায় জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। মঙ্গলবার পাঁচজনকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

নদীর চর কেটে বিক্রির অভিযোগ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : সবার অলক্ষ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে নদীর চরের মাটি কেটে তা বিক্রি করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে কাকদ্বীপের স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বুদ্ধপুর এলাকায়। অভিযোগ, দিনের পর দিন কিছু অসাধু ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে কালনাগিনী নদীর চর থেকে মাটি কেটে তা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে দিচ্ছে। শুধু দিনে নয়, রাতের অন্ধকারেও লুকিয়ে এই বেআইনি কাজ চালানো হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন ভোররাতে কালনাগিনী নদীর চরের বিস্তীর্ণ অংশ থেকে মাটি কেটে তা নদীর পাড় সংলগ্ন রাস্তার ধারে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর দিনের বেলায় সেই মাটি ভ্যান, ট্রলি কিংবা ছোট গাড়িতে করে বিভিন্ন নির্মাণস্থলে নিয়ে গিয়ে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। গত কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের।

এই লাগাতার মাটি কাটার ফলে নদীর চর জুড়ে তৈরি হয়েছে বড় বড় গর্ত। কোথাও সেই গর্তগুলো পুকুরের মতো গভীর ও প্রশস্ত আকার ধারণ করেছে। এর ফলে

নদীর স্বাভাবিক গঠন যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই আগামীদিনে গোটা এলাকার অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পরিবেশ সচেতন মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নদীর চর প্রাকৃতিক বাঁধের মতো কাজ করে। এই চর ক্ষতিগ্রস্ত হলে নদীর নোনা জল সহজেই গ্রামে ঢুকে পড়বে। এতে চাষের জমি নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি বসতবাড়ি, রাস্তা ও জনজীবন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় এমনিতেই নদীভাঙন ও লবণাক্ত জলের প্রভাব দিন দিন বাড়ছে। তার উপর পরিকল্পনাহীন ও বেআইনি মাটি কাটার ফলে বিপদের আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। মাঝেমধ্যে পুলিশ এলাকায় এলে মাটি কাটার কাজ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু পুলিশ বা প্রশাসনের নজর সরে গেলেই ফের একই কায়দায় শুরু হয়ে যায় চরের মাটি কাটার কাজ। প্রভাবশালী অসাধু ব্যক্তি যুক্ত থাকায় সাধারণ মানুষ ভয়ে মুখ খুলতে পাচ্ছেন না।

এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দা বলেন, “এই চরটাই আমাদের গ্রামের ঢাল। এটা কেটে নিয়ে গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই গোটা গ্রাম নোনা জলে তলিয়ে যাবে। তখন কেউ দায় নেবে না। এখনই প্রশাসনের কড়া ব্যবস্থা দরকার।’

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আদৌ এই বেআইনি মাটি কাটা বন্ধ হয় কি না। গ্রামবাসীদের আশা, দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে পরিবেশ রক্ষা পাবে এবং ভবিষ্যতে বড় কোনও বিপর্যয়ের হাত থেকে গ্রামকে বাঁচানো সম্ভব হবে।

বিজেপির পঞ্চায়েত, কুলপিতে আবাসের ঘর পেল না কেউ

অরিজিৎ মণ্ডল, কুলপি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি বিধানসভার অন্তর্গত কুলপি ব্লকের মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৪ টি এই ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৩

টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলার বাড়ির ঘর পেয়েছে প্রায় ৮ হাজারের বেশি। এদের মধ্যে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত কুলপি গ্রাম পঞ্চায়েত যার লোক সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার সেখানে একটাও ঘর আসেনি। পুরোপুরি পঞ্চায়েত বাদ হয়ে গেছে বাংলার প্রকল্পের বাড়ি। কি কারণে বাদ প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষ, বিধায়ক কেউ বুঝতে পারেনি। তবে এটা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা আইএসএফ বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করেন ওই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি লিড দিয়েছিল সেই কারণে এদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও বিধানসভা এবং লোকসভা ভোটের লিড দেওয়ার কারণে কি বাদ গেল সেটাই উঠেছে এখন প্রশ্ন। এটা নিয়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছে আইএসএল। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ রাজনৈতিক তরজা থাকবেই এই পঞ্চায়েত এলাকার গরীব মানুষরা কি আগামীদিনের বাংলা বাড়ি প্রকল্পের বাড়ি কি আদৌ পাবে? সেটা নিয়েই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

নিখোঁজ মৎস্যজীবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি : গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত সাতজেলিয়া পঞ্চায়েতের সুকুমারী উত্তর পাড়া গ্রামে প্রদীপ মণ্ডল (৩৫) ৩ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবনের চামটা জঙ্গল সংলগ্ন নদীখাঁড়িতে প্রতিবেশী সন্তোষ মণ্ডল ও দুঃখীরাম মণ্ডল দুই সঙ্গীকে নিয়ে সুন্দরবের গহীণ জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে গিয়েছিলেন মাছকাঁকড়া ধরতে। সেই সময় একটি বাঘ সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। টার্গেট করতে থাকে প্রদীপকে। সুযোগ বুঝে পিছন থেকে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই মৎস্যজীবির ঘাড়ের উপর। তাকে টানতে টানতে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। দুই সঙ্গী আক্রান্তকে বাঁচাতে নৌকার দাঁড় আর গাছের ডাল নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ প্রায় একঘন্টা চলে বাঘে মানুষের লড়াই। বাঘ তার শিকার ছাড়তে নারাজ। অগত্যা বার বার হুঙ্কার দিয়ে অপর দুই মৎস্যজীবির উপর আক্রমণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে

পড়ে। বেগতিক বুঝে রণে ভঙ্গদেয় সঙ্গীরা। বাঘ তার শিকার নিয়ে গহীন জঙ্গলে চলে যায়। সঙ্গীরা নৌকায় উঠে পড়ে। দাঁড় বেয়ে রাতেই গ্রামের ঘাটে ফিরে আসে। খবর দেয় আক্রান্ত মৎস্যজীবির পরিবারে। ঘটনার খবর পেয়ে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবার। অন্যদিকে বুধবার সকালে দেহ উদ্ধারের জন্য গ্রাম থেকে লোকজন সুন্দরবন জঙ্গলে যায়। তবে বিকাল পর্যন্ত উদ্ধার হয়নি নিখোঁজ মৎস্যজীবির দেহ।

নিখোঁজ মৎস্যজীবির অন্তঃস্বত্বা স্ত্রী ববিতা বর্মন মণ্ডল জানিয়েছেন,‘পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিলনে তাঁর স্বামী।সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিখোঁজ হয়েছেন। সংসারের হাল ধরার একমাত্র প্রদীপ নিভে গিয়েছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভেসে যেতে হবে।’

তাকে মুখ করে লড়তে চাইছে কংগ্রেস জানেন না অধীর চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবার একাই লড়ার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে একলা চলো"র কথা। এ নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে। তিনি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরীকে মুখ করে তারা ময়দানে নামবে। এর উত্তরে অধীরবাবু জানিয়েছেন, এই বিষয়টি তার জানা নেই। এ নিয়ে তাকে কেউ কিছু জানায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে তিনি লড়াই করবেন কিনা, এর উত্তরে অধীরবাবু জানিয়েছেন, এ নিয়ে তিনি কিছু ভাবনা–চিন্তা করেননি। অধীর চৌধুরী বলেন, ‘প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব যেটা বলেছে, সেটা ক্যামেরার কথা। পার্টির মিটিং–এ তারা সেকথা বলেনি। বা কোথাও বলেছে কিনা আমার জানা নেই। অন্তত আমাকে তো বলেনি। এখন ক্যামেরার সামনে যদি কেউ কিছু বলে, তার জন্য আমি দায়ী থাকতে পারব না। আমাকে অফিসিয়ালি এটা জানানো হয়নি। না পার্টির উপরের স্তর থেকে জানানো হয়েছে, না মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে, না ফোনে, না ম্যাসেজে। আমি জানিনা, আপনাদের কাছে শুনছি।’ মুর্শিদাবাদে কংগ্রেসের একলা লড়াই করার মতো অবস্থা রয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে অধীর চৌধুরী বলেন, ‘মুর্শিদাবাদ নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তো কিছু বলা যাবেনা। আমি সার্বিকভাবে বলতে পারি। আলাদা করে কিছু বলতে পারি না। মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস নিজের ক্ষমতায় একা লড়তে পারে। এখানে কোনো ভুল নেই। তার মানে এটা নয়, আমি কারও সঙ্গে সমঝোতার বিরুদ্ধে কথা বলছি। সার্বিক পরিস্থিতি যারা বিচার, বিশ্লেষণ করে, তাদের যে পর্যবেক্ষণ, সেটা আমাকে একজন কর্মী হিসাবে আমাকে মানতে হবে।

রাজ্যে কংগ্রেসের একলা চলোর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে, অধীর চৌধুরী এদিন সাংবাদিকদের বলেন, ‘২০১৬ সালে আমি যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ছিলাম, তখন কি করেছিলাম, আপনারা সবাই জানেন। সিপিএমের সঙ্গে আমি এবং সূর্যকান্তবাবুরা মিলেমিশে জোট করেছিলাম। ২০১৬ সালে আমরা বিরোধী দলের তকমা পেয়েছিলাম। তখন থেকে এতদিন পর্যন্ত নানা টানাপোড়েনের পর রাজনীতি চলছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের যে সার্ভে, সেই সার্ভে অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে একা লড়াটা সঠিক বলে মনে হয়েছে। তাই আমি একজন কংগ্রেস পার্টির কর্মী হিসেবে আমার উপরের নেতৃত্ব যা মনে করে, আমি সেটা পালন করে থাকি। এটাই আমার ধর্ম এবং স্বভাব। তাই পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস, পশ্চিমবঙ্গে যে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গের যারা পর্যবেক্ষক তারা সব সার্ভে করে দেখেছে, বাংলায় একা লড়াটা শ্রেয়। তাই তারা একা লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি তাদের এই সিদ্ধান্তকে বলেছি, আপনারা যদি সবাই মিলে মনে করে থাকেন, একা লড়া যেতে পারে, আমিও একা লড়ব।’

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

মিহিরলাল সুরাই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ নেই, রোগী নেই, আছে কেবল সাইন বোর্ড

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি পরিচালিত গার্ডেনরীচের মিহিরলাল সুরাই স্মারক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে নষ্ট হতে চলেছে বলে স্থানীয় অভিযোগে প্রকাশ। এ বিষয়ে জানার জন্য সরেজমিনে হাজির হ"লে উক্ত কেন্দ্রের জনৈক মুখপাত্র জানালেন, ৬৩ সালে সুরাই পরিবারের নিকট থেকে ফতেপুর ২য় লেনে একটা দান স্বরূপ কিছু জমি পাওয়া গেলে ৬৫ সালে প্রায় ৫৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। তখন ওখানে রোগীর চিকিৎসা ছাড়াও কাপড়, দুধ, রুটি বিতরণ করা হোত। ইতিমধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি এক্সরে মেসিন কেনা হয়। উক্ত সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালক মণ্ডলী ৭০ থেকে ৭৪ পন্ত প্রায় ১৮ হাজার এবং ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালানো হয়। ঐ টাকাতেই চারপাশের দেওয়াল গাঁথাইয়েছে।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা দেখা গেল তা খুবই হতাশা ব্যাঞ্জক। বর্তমানে ডাক্তার, নার্স অ্যাকাউট্যান্ট কেউ নেই। রোগীও আসে না। ফলে, ওষুধপত্র ক্রয় ও তার ব্যবহার নেই বললেই চলে। যন্ত্রপাতি এবং এক্সরে মেসিনটা ব্যবহারের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অভিযোগে আরো প্রকাশ, একজন দারোয়ান আছে বটে, কিন্তু সেও ঠিকমত বেতন পায় না। এই অবস্থাতে অনুদানের অর্থ কিভাবে যে ব্যয় হচ্ছে সেটাই আশ্চর্য্যের বিষয়। স্থানীয় জনসাধারণের বক্তব্য, উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সরকার গ্রহণ করে একটা আদর্শ মাতৃসদন গড়ে তুলুন। কারণ, গার্ডেনরীচ পৌরসভা পরিচালিত একটা মাত্র মাতৃসদন প্রায় দুই লক্ষ গার্ডেনরীচবাসীর চাহিদা মেটাতে অক্ষম।

১০ম বর্ষ, ০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬, শনিবার, ১০ সংখ্যা

১২ বছর পর নিয়োগপত্র পেলেন টেট উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : দীর্ঘ ১২ বছরের লড়াই শেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের তৎপরতায় অবশেষে নিয়োগপত্র পেলেন ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণরা। ৩ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ২৬৪ জন প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান অজিত নায়েক চাকরি প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতা এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় মেধার ভিত্তিতে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। অজিত নায়েক আরও বলেন, এর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান আরও উন্নত হবে। দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতার অবসান ঘটিয়ে যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে তিনি মন্তব্য করেন। দীর্ঘ ১২ বছর

পর নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে খুশি ও স্বস্তি প্রকাশ করেন প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। অনেকেই জানান, দীর্ঘ অপেক্ষা ও আন্দোলনের পর এই নিয়োগ তাঁদের কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

পুড়ে ছাই লক্ষীকান্তপুর বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মন্দিরবাজার : গভীর রাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত একাধিক দোকান। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিন ২৪ পরগনার মন্দির বাজারব থানার লক্ষীকান্তপুর বাজার এলাকায়। জানা যায়, ৪ ফেব্রুয়ারি গভীররাতে হঠাৎই লক্ষীকান্তপুর বাজারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন স্থানীয়রা। নিমেষেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে। ঘটনার জেরে এলাকার একাধকি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরে ডায়মন্ডহারবার ও জয়নগর থেকে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে গভীর রাতে আগুন লাগার ঘটনায় ভস্মীভূত হয়েছে একাধকি দোকান। লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ক্ষতি হয় বেশ কয়েকটি মুদি দোকান, সারের দোকান, মাদুরের দোকান থেকে শুরু করে অস্থায়ী ট্রাফিক গার্ডের ঘোরো। আগুন লাগার কারন জানতে ঘটনার তদন্তে দমকল ও মন্দির বাজার থানার পুলিশ। অন্যদিকে বুধবার দিন সকালেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসে মন্দিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক জয়দেব হালদার সহ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক।

পরপর দুঃসাহসীক ঘটনায় সাধারণের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : প্রথমে শাসকদলের রাজ্য ‘হেভিওয়েট’ নেতার দামি স্মার্টফোন চুরি হয়ে গেল। তারপর ৪ দিনের মাথায় চেম্বারের মধ্যেই এক হাতুড়ে চিকিৎসক খুন। দু'টি ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থল জেলা পুলিশ–প্রশাসনিক সদর দপ্তরের নাকের ডগায়। বর্ধমান শহরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রকাশ্য দিবালোকে পরপর দুঃসাহসী ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কার্যত প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও পুলিশ–প্রশাসন প্রতিটি ঘটনার পরপরই যথাবিহিত তদন্তে নেমে গা ঘামালেও ছাপোষা সাধারণ মানুষগুলির আতঙ্ক কিন্তু কিছুতেই পিছু ছাড়ছেই না। তাদের আশঙ্কা, বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গেই তালমিলিয়ে রাজ্যজুড়ে নানাক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যও বৃদ্ধি পাবে। জঙ্গি কার্যকলাপে একসময় বর্ধমান শহরের খাগড়াগড়ের নাম জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর চোরাচালান সহ নানাবিধ বেআইনী কার্যকলাপ নিয়ে প্রায়শই সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয় বর্ধমান। মঙ্গলবার বর্ধমান জেলা সদরে জনবহুল এলাকায় ভরদুপুরে হাড়হিম করা খুনের ঘটনা নিঃসন্দেহে আরও একবার শহরবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। এদিন শহরের বাদামতলা এলাকায় এক হাতুড়ে চিকিৎসক তাঁর নিজের চেম্বারের মধ্যেই আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃতের নাম রাজা ভৌমিক (৪৬)। শহরেরই বাসিন্দা ওই চিকিৎসক সাধারণ মানুষের কাছে ‘হাড়ের ডাক্তার’ রূপে পরিচিতি ছিলেন। শহরের পার্শ্ববর্তী শক্তিগড় থানার আমড়া এলাকার বাসিন্দা জীবন রুইদাস নামে এক ব্যক্তি সশস্ত্র অবস্থায় ওই চিকিৎসককে আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। চোখের পলকে ঘটনার পরপরই জীবন দ্রুতবেগে চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে বর্ধমান থানায় গিয়ে নাকি আত্মসমর্পণ করেন। এর কিছুক্ষণ পর বর্ধমান থানার পুলিশ অভিযুক্তকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে চেম্বার থেকে ওই চিকিৎসকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে এবং দেহটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে দেহটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অন্যদিকে, ‘এসআইআর’ রূপায়ণের নামে জেলার ‘মূলবাসী’ আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ১০ হাজার মানুষও পদে পদে হয়রানির শিকার, এই অভিযোগ তুলে বর্ধমান শহরে লাগাতার অনশন কর্মসূচি পালন করছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অনশন মঞ্চেই সুযোগ বুঝে রাজ্যের এক ‘হেভিওয়েট’ আদিবাসী নেতার স্মার্টফোন হাতিয়ে চম্পট দিল এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ও এসটি সেলের পক্ষ থেকে বর্ধমান সদর শহরের কেন্দ্রস্থলে মঞ্চ বেঁধে টানা

অনশন কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। দলের আদিবাসী সেলের রাজ্য শীর্ষ নেতা তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি দেবু টুডু নিজেই অনশন কর্মসূচি পালন করছিলেন। টানা প্রতিবাদ কর্মসূচির ৭ম দিন শনিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বছর বাইশের এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক মঞ্চে উঠে দেবু টুডুর স্মার্টফোনটি চুরি করে চম্পট দেয়। অনশন মঞ্চে বসেই দেবু টুডু সেদিন ঘটনা প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমার পাশেই মোবাইল ফোনটি রাখা ছিল। অচেনা ছেলেটি মঞ্চে উঠে বীরসা মুণ্ডা, সিধু, কানুর ছবিতে প্রণাম করে। তারপর একফাঁকে আমার মোবাইল ফোনটি চুরি করে পালিয়ে যায়। স্মার্টফোনে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। শাসকদলের প্রতিবাদ মঞ্চেই এরকম দুঃসাহসী চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত। তারা নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে আরও একবার আঙুল তুলেছে। এমনকি, নিচুতলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরাও এব্যাপারে পুলিশের ঢিলেঢালা নজরদারি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদিকে, সোমবার বিকেলে ওই প্রতিবাদ মঞ্চে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর দলীয় অনশন কর্মসূচিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, ০৭ ফেব্রুয়ারি– ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ভোটের আমি, ভোটের তুমি

সামনের মহাভোটের আগে বাংলার আবহাওয়া প্রাপ্তি–প্রতিশ্রুতি আর অপ্রাপ্তির মাঝেই রাজনৈতিক জোট ভাঙা–গড়ার লড়াই–এর প্রস্তুতি তুঙ্গে। সরকারি কর্মচারীদের বৈধ আইনগত মহার্ঘ ভাতা বা ডিয়ারনেস অ্যালায়েন্স (ডি.এ.) নিয়ে বছরের পর বছর পথে নেমে আন্দোলন রাজ্যবাসী দেখেছে। একদা মুখ্যমন্ত্রী এই দাবিকে 'ঘেউ ঘেউ' বলে শোরগোল ফেলে দিয়েছিলেন। অবশেষে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে সরকারি কর্মীদের দাবির প্রতি মর্যাদা দান করেছেন। সুপ্রিম রায় ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরেই পশ্চিমবঙ্গের 'ভোট অন অ্যাকাউন্ট' বাজেট পেশ করা হল। কেন্দ্রীয় বাজেটকে মুখ্যমন্ত্রী দিশাহীন 'হাম্পটি ডাম্পটি' বাজেট বলে কয়েকদিন আগেই হৈচৈ করেছিলেন। রাজনীতির নিয়ম মেনেই রাজ্য বাজেটের নানা ক্ষেত্রে ভাতা প্রদান নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে।

আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যসরকারের এটাই শেষ বাজেট। বরাবরের মত জাতপাতের বিভাজন এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। তফশিলী জাতি, উপজাতিদের জন্য লক্ষীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা সাধারণ ঘরের লক্ষীদের থেকে বেশী। মমতার সরকার ব্যতিক্রমী হতে পারল না এক্ষেত্রে। তবে আগামী ১৫ আগস্ট থেকে যুবসাথী প্রকল্পটি বেশ কৌতূহলকর। কারণ ২১ থেকে ৪২ বছর পর্যন্ত বেকার ভাতা চালুর নতুন সিদ্ধান্ত আছে সরকারের। মাধ্যমিক পাশ এবং পাঁচবছর পর্যন্ত দেড় হাজার টাকা প্রদানের কর্মসূচি বর্তমান সরকার নিয়েছে। বেকারদের পক্ষে সরকারের দাঁড়ানো সর্বদাই সমর্থনযোগ্য কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি কী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির পর্যায় পর্যবসিত হল না। বিরোধী রাজনীতিকরা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন ডিএ,লক্ষীর ভাণ্ডার ইত্যাদি ভোটের আগেই প্রাপ্তিযোগ হলে যুবসাথী নয় কেন ?

বিধানসভা ভোটের আগে এই কয়েকটা মাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক অঘটনও ঘটে যেতে পারে। যেমন ইন্ডি জোট বিপর্যয়ের মুখে। নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে বর্তমান টানা পোড়েন কোন পর্যায়ে শেষ হবে তা সময়ই বলবে।

পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম ইতিমধ্যে রাজনৈতিকভাবে আড়াআড়ি ভেঙে গেছে। এই বিভাজন গণতন্ত্রের পক্ষে কতটা সুস্থ সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। সাধারণ মানুষের সাধারণ চাহিদা গুলি পূরণ হলেই তারা তুষ্ট। কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা আর দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন সাধারণভাবে কাম্য হলেও চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক তা রাজ্যবাসী বুঝে গেছে। দাদা ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয় 'ভোটের আমি, ভোটের তুমি ভোট দিয়ে যায় চেনা'। সেই 'চেনা'র জন্যই ভোটরঙ্গে বাংলা এখন অপেক্ষা করছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'স্থিতি প্রকরণ'

চিত্তের এই দৃশ্যদর্শন নিরুদ্ধ হলে পুরুষ ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারে। বাহ্যদৃশ্য দর্শনই চিত্তের কাজ। চিত্তরূপ মনের আদি ও অন্ত যখন অসৎ, তখন তার মধ্যভাগও নিশ্চয়ই অসৎ। মনের এই অসৎরূপ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে কেউই দুঃখ–বন্ধন নিবারণ করতে পারে না। জগতের অন্তরে যে আত্মার অধিষ্ঠান আছে, তা বোধ না করলে জগৎ দুঃখগর্ভা হয়ে থাকে। জল ও তরঙ্গ যে এক, তা বোধ না করাই অজ্ঞতা। আপাতঃদৃষ্টিতে ভিন্নদর্শন হলেও সবই এক, এমন বোধ যাঁর হয়েছে, তিনিই জ্ঞানবান। উৎকৃষ্টে লোভ ও নিকৃষ্টে বিরূপতায় দুঃখ–বন্ধন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে ভেদাভেদ বিদূরিত হয়ে অনন্ত জ্ঞানের উদয় হয়। সেই অবস্থায় কোন অভাববোধ থাকে না, ফলে প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি জনিত কোন দুঃখও থাকে না। দুঃখের মূল অভাববোধ, অভাববোধের মূল হল রাগ–দ্বেষ। মনের আশ্রয়ে থেকে, মন দ্বারা রাগ–দ্বেষ ইত্যাদি অসৎভাব রচিত ও লালিত হয়। তাই মন যে অসৎ, তা সিদ্ধ হল। সুতরাং সেই অসৎ মনের উচ্ছেদে শোক করা উচিৎ নয়। বন্ধু যদি স্নেহশূন্য হয়, তবে তাকে উপেক্ষায় দোষ হয় না, তাই দৃশ্যদর্শনে আসক্ত না হয়ে তা উপেক্ষা করলে তোমার লাভ বৈ ক্ষতি হবে না। স্নেহশূন্য বন্ধুর সুখ–দুঃখে কেউ সুখ বা দুঃখ অনুভব করে না, তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তেমনই দৃশ্যগত বা দেহগত সুখ–দুঃখে পুরুষ সুখদুঃখ অনুভব করে না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে অভেদ দর্শনের জ্ঞানই সত্য ও শিবস্বরূপ, এমন ভাব সুনিশ্চিত হলে মন উপশান্ত হয়। মনোরূপী ঝড় যদি প্রশমিত হয়, তবে দেহরূপ ধুলাবালির তাণ্ডব আর থাকে না। বাসনার ক্ষয়ে চিত্ত স্বীয় চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ ক"রে চৈতন্যে আত্মসমর্পন করে। ফলে জড়স্বভাব চিত্ত জড়তা ত্যাগ ক"রে চৈতন্যময় হয়ে যায়। এই অবস্থা স্থায়ী হলে আনন্দময় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই পুরুষ তখন পরমাত্মার জ্যোতিঃতে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত দেখেন। এইভাবেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ তাঁর মনের মলসমূহ বিধৌত ক"রে জীবন্মুক্ত ভাবে দেহনগরে সানন্দে বিরাজ করেন।

রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ। জগতের অতীত চিন্ময় আত্মাতে এই জগৎ কিভাবে অবস্থান করে, আমার বোধবৃদ্ধির জন্য আপনি আবার তা সবিস্তারে বলুন। বশিষ্ঠ বললেন,–তরঙ্গ হল জলের বিকার বা পরিণাম, জল থেকে উদ্ভূত হয়ে জলেই তরঙ্গ বিলীন হয়। স্থিরজলে তরঙ্গ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। সেই ভাবেই স্থিরস্বভাব আত্মাতে অস্থির জগৎ অব্যক্ত রূপে থাকে। জগৎ বা সৃষ্টি সমূহ চিন্ময় আত্মা হতে উদগত হয়ে আত্মাতেই বিলীন হয়। আত্মতত্ত্বে জগৎ আত্মরূপে থাকে, তাই বলা যায় আত্মা হতে জগৎ পৃথক্ নয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

'প্রতিটা দিনই আমার কাজের দিন'

উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতির সঙ্গে কথা বলেছেন ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গে এক শ্রেণীর মানুষ, তা যে উচ্চ শিক্ষিত, অর্ধ–শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত – যাই হোন না কেন, – প্রায়শঃই বলে থাকেন এরাজ্যে শিক্ষা–দীক্ষা বলে আর কিছু রইল না। রাজ্যটা একেবারে রসাতলে চলে গেছে। হয়ত তাঁদের কথা কিছুটা হলেও সত্যি; হতে পারে বহুলাংশেই সত্যি। রাজ্যে শিক্ষক–শিক্ষিকার অপ্রতুলতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা, পরিকাঠামো ব্যবস্থায় ঘাটতি, পঠন–পাঠনের মানের অধোগতি, ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই পড়াশুনার প্রতি অনিহা, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষক–শিক্ষিকার 'ফাঁকি বাজি' মানসিকতা একেবারে অস্বীকার করার নয়। তবে, এতসব সমস্যা, প্রশাসনিক জটিলতা, বিশ্বায়ন ও নগরায়নের হাতছানি, মুঠো ফোনের দাপাদাপি সত্ত্বেও এক শ্রেণীর শিক্ষক ও অধ্যাপক আমাদের রাজ্যে আছেন যারা সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তাহে সাত দিন ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা ধরে নিরলসভাবে মনোযোগের সাথে উন্নয়নমূলক কাজ, পড়াশুনা ও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং যাঁরা বলেন – 'বাব্বা – এত কাজের চাপ!... আর পারছি না' অথবা 'রাজ্যের হাল একেবারে বেহাল' তাদের উদ্দেশ্যে বর্তমান লেখকের বিনম্র অনুরোধ যে তাঁরা যেন স্বচোক্ষে দেখে আসেন একজন বিজ্ঞান সাধককে, যিনি রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের দ্বিতলে অবস্থান করেন। এনার নাম অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার মাইতি।

ইনি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। এনার তত্ত্বাবধানে প্রায় ২০ জন গবেষক ছাত্র–ছাত্রী দিন–রাত গবেষণা করে চলেছেন। আজ পর্যন্ত এনার পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২০৮টি গবেষণা–সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রেফার্ড অ্যাকাডেমিক জার্নাল–এ; ইনি মোট বই–এর চ্যাপ্টার লিখেছেন ৭৫টি এবং তিনি সম্পাদনা করেছেন তিনটি গবেষণা গ্রন্থ। বর্তমান লেখক যখন অধ্যাপক মাইতিকে প্রশ্ন করেন– বর্তমানে আপনার বয়স কত? তিনি স্মিত হেসে জবাব দিয়ে বললেন 'এখন আমার বয়স ৫৪। আমি ৪২ বছর বয়সে পূর্ণ অধ্যাপক হয়েছি।' অধ্যাপক মাইতির গবেষণার প্রতি আগ্রহ, তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ড এবং ব্যাপক প্রকাশনার স্বীকৃতিস্বরূপ স্বয়ং রাজ্যপালের দপ্তর থেকে ২০২৩ সালে ওনাকে বীরভূম জেলার বোলপুরে অবস্থিত বিশ্ব বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ করা হয় ৩ অক্টোবর তারিখে। এ প্রসঙ্গে ওনাকে প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন,'হঠাৎই একদিন রাজ্যপালের দপ্তর থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাওয়া হয়, 'আমি বিশ্ব বাংলা বিশ্ব বিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে যোগদান করতে ইচ্ছুক কিনা। আমি কাল বিলম্ব না করে বললাম – 'আমি ইচ্ছুক'। আর তারপর দিনই বোলপুরে গিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর পদে যোগদান করি।'

মোট ২৫ বছর অধ্যাপনাকালে এত বড় কৃতিত্বের গোপন রহস্য কি তা জানতে চাইলে উনি বলেন, 'আমার কাছে শনিবার বা রবিবার

অথবা স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস বলে আলাদা করে কিছু নেই। প্রতিটি দিন–ই আমার কাছে কাজের দিন।' বর্তমান প্রবন্ধের লেখক ২৬ জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে বিকাল ৩ টের সময় রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে দেখা যায় অধ্যাপক মাইতি স্কলারদের সঙ্গে কাজ করছেন। এ যেন এক বিরল ও ব্যতিক্রমী দৃশ্য। বর্তমানে যেখানে ছাত্র–শিক্ষক দূরত্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে সেখানে ইনি নিজে হাতে মোট ৮৫ জন গবেষকের গবেষণার সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে ৪২ জন গবেষক ইতিমধ্যেই পিএইচডি ডিগ্রি পেয়ে গেছেন। বর্তমানে ১৮ জন গবেষক গবেষণারত রয়েছেন আর তাঁর হাত দিয়ে পোষ্ট ডক্টরেট ফেলো হয়েছেন ৩৫ জন এবং বর্তমানে ৪ জন ওঁনার অধীনে পোষ্ট ডক্টরেট করছেন। যে কোন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের নিকট এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার। বিগত ২৫ বছর অধ্যাপনাকালে ইনি মোট ১৩টি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার, সম্মান ও স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন, যার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল ফেলো অফ রয়াল সোসাইটি অফ কেমিষ্ট্রি (এফআরএসসি) ও আমেরিকার ক্যামিকেল সোসাইটি (এসিএস)মেম্বারশিপ অ্যাডওয়ার্ড (ইউএসএ–২০১৫)। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা ও জার্নালের এডিটর–ইন–চীফ, এডিটর, অ্যাসোসিয়েটেড এডিটর ও এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য। অনেকেই অবাক হবেন যে – ইনি উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব নেবার পরও একইভাবে গবেষণা, এডিটোরিয়াল ও অন্যান্য সমস্ত দায়িত্ব সমানভাবে পালন করে চলেছেন। প্রশাসনিক এত বড় পদে থেকেও প্রশাসনের সমস্ত রকম 'ঝামেলা' সামলেও হাসিমুখে গবেষকদের থিসিস পরীক্ষা করা, তার সাথে বক্তৃতা করা। বিভিন্ন দেশে–বিদেশে সেমিনার–কনফারেন্সে ও অন্যত্র অতিথি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা শুধু বিস্ময়করই নয়; সাধারণ মানুষের কাছে তা কল্পনাতীতও বটে। এ বিষয়ে ওনাকে প্রশ্ন করা হলে উনি বলেন, 'আমি দেশ–বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার ও কনফারেন্সে বক্তৃতা (টক) দিই। এমনকি বিভিন্ন স্কুলেও যাই ছাত্র–ছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ দেবার জন্য।' এ যেন আমাদের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ড.এ.পি.জে.আব্দুল কালামের প্রতিবিম্ব। এ হেন অধ্যাপক–উপাচার্য প্রকৃত অর্থেই একজন কর্মযোগী, ছাত্র–দরদী ও মহান মানব প্রেমী। বর্তমানে ভারতের প্রয়োজন এরকম আরো কয়েক হাজার বিজ্ঞানী যাঁরা দেশকে আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

দেশ দেশান্তরে

যুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত

ওমানের মধ্যস্থতায় ইরান যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা

ঋজু দাস : ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে গভীর মতপার্থক্যের আবহে ৬ ফেব্রুয়ারি ওমানের মাস্কাটে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় বসতে চলেছে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র। কূটনৈতিক উদ্যোগের কথা উভয়পক্ষ বললেও আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়েই মতভেদ স্পষ্ট, ফলে অগ্রগতি কঠিন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এর মধ্যেই উইটকফ কেবল পারমাণবিক ইস্যু নিয়েই কথা বলবেন। আলোচনার আগে আরাঘচি বলেন, 'সমান মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্মান ছাড়া টেকসই চুক্তি সম্ভব নয়।'

গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান দাবি করেছে, তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ রেখেছে। তবুও

মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র চাইছে আলোচনায় পারমাণবিক কর্মসূচির পাশাপাশি ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, আঞ্চলিক সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত হোক। তবে ইরান জানিয়েছে, তাদের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ও মার্কিন দূত স্টিভ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর মোতায়েন ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুঁশিয়ারিতে উত্তেজনা তুঙ্গে। ইরান পাল্টা সতর্ক করে বলেছে, কোনও হামলা হলে কড়া জবাব দেওয়া হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে ইরানের অনড় অবস্থান আলোচনাকে আরও জটিল করছে। ফলে কূটনীতির ব্যর্থতা হলে সামরিক সংঘাতের ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।

শ্রীরামপুর ও হুগলি: সবুজ ফাইল পাল্টানো দরকার

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল। এবার ত্রয়োদশ কিস্তি...

'আমিই আইন। আমিই আদালত। আমিই সংবিধান। আমিই রাজ্য। আমিই রাষ্ট্র। আর বাকি সব? উত্তর একটাই, বাকি সব বকওয়াস।'

এমন অদ্ভুতুড়ে জায়গা আদতে কোনটি? আর আলোচনার খাতিরে এ হেন হরে–করো–কম্বা আমি"টাই বা কে?

জবাব একেবারে স্পষ্ট। একাংশ বিরোধীদের প্রায় দ্বিধাহীন বক্তব্য, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি সে যে আমার পশ্চিমবাংলা রে। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এটি হল তথাকথিত এক অন্যতম বহুল চর্চিত অঙ্গরাজ্য। অন্যদিকে, আমি বলতে তো সেই মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী তথা বঙ্গভূমির নব্য মনীষী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কেই বা হতে পারে? অন্তত রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তো হাবে ভাবে এমনটাই যে নাগাড়ে বলে চলেছেন একেবারে জনসমক্ষে।

যদিও বিরোধী দলনেতার মন্তব্যের সামঞ্জস্যে এপার বাংলা জুড়ে ঘটনা বহুল সাদৃশ্য স্বরূপ প্রাচুর্য কিন্তু রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। এই যেমন ধরুন না, একেবারে হালফিল উমপা। মুখ্যমন্ত্রীর ফাইল চুরির দৃষ্টান্তহীন গরমাগরম চুটকি মশলা। সরি সরি। এখানে চুরির কথা কাম্য ভাষ্য মোটেও নয়। আম আদমির কাঁধে কটা মাথা আছে, যে এ হেন আলটপকা মন্তব্য করে পাড় পেয়ে যাবে? ইয়ে মানে এসব তো রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলে বেড়াচ্ছেন যত্রতত্র বহাল তবিয়তে। তাই এ নয়ন ডরে ডরে করে এই একটু এখানে এসব নিয়ে আলোচনা করা আর কি!

ঘটনাক্রমে আই প্যাক মালিকের ঘরে ও অফিসে সম্প্রতি হানা দিয়েছিল ইডি। কয়লা ঘোটালার তদন্তের স্বার্থে। অন্তত ইডি পরিবারের তো এমনটাই দাবি। ওমা! আচমকা সেখানে সটাং হাজির মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী বলে কথা। সুতরাং সপারিষদ পুলিশ হস্তীরাও উনার পায়ে পায়ে পা মিলিয়েছেন পার্টির কাজে। মানে? পার্টির কাজে পুলিশ বলতে কি বোঝাচ্ছেন! উফ্ সেই এক কথা। আমরা এসব বলেছি নাকি? বলেছেন তো কুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই তো যেচে প্রেস ব্রিফিং নিজে দিয়েছেন। তৃণমূলের হয়ে এখানে তাঁর আগমন। দলের স্ট্র্যাটেজি হাইজ্যাক করতে এসেছিল ইডি। বিজেপির দালাল হয়ে। তাই তিনি এই সবুজ ফাইল তদন্ত স্থল থেকে উদ্ধার করেছেন।

তা না হয় মানলাম এসব পলিটিক্যাল কচকচানির কত শত কথা কাহিনী। বলি কি, এসবের সঙ্গে শ্রীরামপুর লোকসভা অঞ্চলের নির্বাচনী হাল হকিকতের আবার কি সম্পর্ক? আছে বাবা সম্পর্কের মেলবন্ধন তো আছেই। ওই যে গো, ইডিও তো নাছোড়। ম্যাডাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এমন হটকেক ফাইল কাণ্ড নিয়ে ইডি একেবারে ঠুসে দিল মামলা কলকাতা হাইকোর্টে। এখানেই তো মজারু ট্যুইস্টে আবির্ভাব ঘটেছে আরেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অর্থাৎ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যে বিবাদী পক্ষ অর্থাৎ তৃণমূল সুপ্রিমোর আইনজীবী হয়ে সওয়াল করেন সংশ্লিষ্ট এজলাসে। শেষমেষ সেখানে মামলা হয়ে গেল ডিসমিস। অগত্যা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন কোর্ট ফ্লোর থেকে বের হয়ে, কলকাতা উচ্চ আদালতে এই মামলা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

কিন্তু শ্রীরামপুরের মাটিতে এই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট রাজনীতি কিন্তু এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট এভারগ্রীন। এখানে যে তিনি তৃণমূল শিবিরের অপরাজেয় একচ্ছত্র একাই সবে ধন নীলমণি পাণ্ডব। ঘাসমহলের দিদিভাইয়ের অতি বিশ্বস্ত অনুচরও। তার উপর তিনি যে এই এলাকার একটানা সাংসদও। সুতরাং ইডি দুয়ার হয়ে সবুজ ফাইল কিসসা থেকে কলকাতা উচ্চ আদালত, সেখান হতে আইনজীবী কল্যাণ মারফৎ শ্রীরামপুর লোকসভা এলাকার একটা লম্বা লিঙ্ক তো আর অস্বীকার করা যায় না। হাজার হলেও আসন্ন বিধানসভা ভোট বাজারের ইস্যু বিপণির আক্রমণাত্মক ফাঁক ফোকরে। এই আইনজীবীর বদান্যতায়।

শ্রীরামপুরের এই সাংসদ নিঃসন্দেহেই আদালত যুদ্ধের তাগিদে তৃণমূলের তরফে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় যোদ্ধা। তেমনই কৃষ্ণনগরের দলীয় সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা বিতর্কে তিনি জড়িয়ে গেলে, বিরোধী ক্যাম্পের আইটি টিম কিন্তু তা নিয়ে ট্রোল করতে পিছু হটে না। এমনকি শ্রীরামপুরে সর্বশেষ সংসদীয় নির্বাচনের ভোট প্রচারের মেয়াদকালে, উত্তরপাড়া আসনের দলের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে ভোট ময়দানে নামতে তিনি নিষেধ করেছিলেন বলে শোনা যায়। যদিও এসব অকথিত কারণ নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি শ্রীরামপুরের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। বিজেপিও ঘুর পথে তৃণমূল দলের কল্যাণ কেন্দ্রিক এইসব অন্তকোন্দল চুপিসারে এখনও পাল্টা প্রচারের অস্ত্র হিসেবে সমানে কাজে লাগিয়ে চলছে মসৃণ ভাবে।

এদিকে, রাজ্য বিধানসভা ভোটের অন্যতম হাইপ্রোফাইল আসন হল সিঙ্গুর। এটি হুগলি লোকসভার অন্তর্গত। বামফ্রন্ট জমানা পতনের প্রধানতম স্থপতি কেন্দ্রও হল এই অঞ্চলটি। অন্যদিকে রাজ্যের শিল্প নৈরাজ্যের একক শনিগ্রহের দৃষ্টান্তও যে সিঙ্গুর। এবার নাকি তৃণমূল সরকারকে উখাড়কে ফেক দেনা হ্যায় স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে বিজেপি তো সম্প্রতি মেগা শো করে ফেলল টাটা গোষ্ঠীর পরিত্যক্ত এই মহল্লায়। ভোটের নিঘণ্ট বলবৎ হবার আগেই তড়িঘড়ি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে পোডিয়ামের সামনে দাঁড় করিয়ে। যে সভাস্থলেরই অদূরে এখনও যে একটু একটু বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাপসী মালিকের ধর্ষিত দেহের কূট দগ্ধ গন্ধ।

সে কারণেই সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী ওই আঞ্চলিক পাবলিক পালস বুঝতে পেরে ভাষণের প্রথম অংশে গোদা বাংলায় বলে বসলেন, পাল্টানো দরকার। তাঁর অনুরোধে আমজনতা খোলা মনে বললেন, চাই বিজেপি সরকার। একইসঙ্গে সার্বিক হুগলির প্রসঙ্গ টেনে নরেন্দ্র মোদী এমনতর সোজা সাপটা গলা মেলানোর সিকোয়েন্স ফের আরও একবার তৈরি করলেন বক্তৃতার একেবারে শেষ অংশেও। আসলে জনতা জনার্দনের গেরুয়া প্রীতিকে বারে বারে এমন জনসংযোগের তাওয়ায় সেঁকে নিতে কসুর

করার সুযোগকে ছাড়ে। মাটিটার নাম আসলে সিঙ্গুর। এখানকার বৈধব্য শিল্পের ইতিহাস প্রধানমন্ত্রীর বিলক্ষণ জানা। তা মাথায় রেখেই তিনি সিঙ্গুরবাসীকে আশ্বস্ত করলেন মোদী কি গ্যারান্টি কার্ডে, রাজ্যে বিজেপি এলে প্রতি জেলার একটি করে প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিল্পকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। জুট শিল্প থেকে বিভিন্ন শিল্পায়ন সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র ও মৎস চাষেও বাংলার মরা গাঙে জোয়ার আনবে ডবল ইঞ্জিন সরকার। এমনকি এখানে বিজেপির অলরাউন্ডার হয়ে ভোটের আবহে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তিনি এও বলেন, বিজেপি বিহারে সম্প্রতি জঙ্গলরাজ আটকে দিয়েছে। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা। এখানে টিএমসি সরকার চলছে। এখানকার মহাজঙ্গল রাজের পরিবর্তন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। আপনাদের একেকটা ভোট রাজ্যের দুর্নীতিবাজদের বিদায় তরান্বিত করবেই।"

হুগলির একদা অখ্যাত অধুনা খ্যাত সিঙ্গুর যখন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ডাইরেক্ট ক্যাচ করতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে এই হুগলি লোকসভার তথ্য তালাশ না করে কি আর জো আছে?

মধ্যবর্তী একটা সময়। ১৯৮৪ সাল। সারা দেশ জুড়ে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর স্মরণে শোকের সহানুভূতির দমকা বাতাস বয়ে গিয়েছিল। তারই ভোট আনুকূল্যে সেবার হুগলি লোকসভা নির্বাচনে জিতে যায় কংগ্রেস। ব্যাস এখানে আপাতত এটুকু কৃতিত্ব ছাড়া কংগ্রেস কার্যত সাইনবোর্ডে পরিণত হয়ে রয়ে গেছে। কারণ সেই ১৯৫৭ সালের পর থেকে এখানে কংগ্রেসের আর দ্বিতীয়বার সিকে ছেড়েনি। ওই সময় কাল থেকে ২০০৪ সাল, মাঝের ১৯৮৪ পর্ব বাদ দিলে বামেদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল এই লোকসভাটি। তারপর আর সেখানে বামেদের আতস কাঁচের তলাতেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ২০১৯ সালে এখান থেকে প্রথমবারের মতো হঠাৎ বিজেপি পার্লামেন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। বাকি ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০২৪ সালে ঘন সবুজ ঘাসে ছেয়ে গিয়েছে হুগলির ভোট–কোর্ট।

গত লোকসভায় এখানে ১৮,৫৮,০৬৭ জন ভোটার ছিল। তারমধ্যে ৪৬.৩১% ভোট মুষ্ঠিবদ্ধ করে নেয় তৃণমূল। ফলে তারা ৭,০২,৭৪৪ জনের শুভেচ্ছা করায়ত্ব করতে পেরেছিল। উল্টো দিকে বিজেপি প্রার্থীর কপালে জোটে ৪১.২৪% জনের শুভকামনা। যার অর্থ কমুণ্ডলের ভাগ্যে জুটেছিল ৬,২২,৮৯১ জনের সৌহার্দ্য কামনা। সুতরাং ওই কেন্দ্র থেকে ৭৯,৮৫৩টি বেশি ভোট পেয়ে তৃণমূল জো জিতা ওহি সিকান্দার হয়ে উঠেছিল ২০২৪ সালে।

২০১৯ সাল যদি আচমকা সাফল্যের বেঞ্চমার্ক ধরা হয় তাহলে ২০২১ সাল অবশ্যই দলগত অন্তর্জলী যাত্রার সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপন। অন্তত বিজেপির ক্ষেত্রে। ব্যবধানটা মাত্র ২ বছর। প্রথমটি লোকসভা ভোট আর দ্বিতীয়টি বিধানসভা নির্বাচন। কেন এই কথাটি উঠে এলো শুনবেন? হুগলি লোকসভা ক্ষেত্রে যে ৭টি বিধানসভা এলাকা রয়েছে সেগুলো হল সিঙ্গুর, চন্দননগর, চুঁচুড়া, বলাগড়, পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম এবং ধনিয়াখালি নামক আসন। এর প্রত্যেকটির দৌড়ে ২০২১ সালে বিজেপি হার মেনে নিতে বাধ্য হয় তৃণমূলের কাছে। সংখ্যানুক্রমে এইসব কেন্দ্রে টিএমসির জয়ের ব্যবধান ছিল ২৫,৯২৩, ৩১,০২৯, ১৮,৪১৭, ৫,৭৮৪, ৩১,৮৫৮, ৯,৭৭২ ও ৩০,১৫৯টি ভোট।

হুগলি লোকসভা অন্তর্ভুক্ত ক্ষেত্রে দীর্ঘ একতরফা বাম জমানা যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে এই অঞ্চলের রঙ বদলেছে বারেবারে। ২০০৯ সাল থেকে। পরবর্তী ১৫ বছরের প্রেক্ষাপটে। কখনও তা হয়ে উঠেছে গৈরিক। আবার সময় ফেরে সেখানে দেখা গেছে হরিৎ দাপট। এ যেন দেড় দশকের এক বর্ণময় ডিং ডং খেলা হবে খেলা হবে ভোট পর্বে। সুতরাং টিএমসি আশা করতেই পারে সাতের মধ্য সাতটিকে দলীয় জালে ঠিক তুলে ফেলবে। কিন্তু বিজেপি মুরুব্বীরাও কিন্তু সাতরঙা রামধনু আঁকতে শুরু করেছে শিক্ষক ঘোটালা, ন্যানোকে টাটা করা সহ কয়লা, রেশন, গরু, অভয়া, তোলাবাজি প্রভৃতি ইস্যুতে শান দিয়ে। তবে এবার কার ভাগে কটা গচ্ছিত হবে তা নিশ্চিত করে জানতে আগামীর ফলাফলের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। কারণ হুগলি যে চলতি বছরেও যথেষ্ট আনপ্রেডিক্টেবল ভোটিং ললিপপ।

হুগলির গা ঘেঁষে রয়ে গেছে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র। আর সেখানকার ভোট চালচিত্র আলোচনা করতে গেলে একটা কথাই মনে উঁকি দেয়, কল্যাণ আছে কল্যাণেই। এটা যেন একটা নিজস্ব ব্যক্তি ঘরানা যা ইতিমধ্যেই হরগৌরী মিলনের মতো মিশে গেছে তৃণমূলের ছত্রে ছত্রে। অনন্ত এই মুলুকের জন্য তো বটেই। শ্রীরামপুরের ভোট তা সে লোকসভা বা বিধানসভা ভোট, যাই হোক না কেন, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা স্থানীয় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এড়ানো সম্ভব নয়। শাসক বা বিরোধী যেই হোক না কেন। আফটার অল সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় তো বটেই।

১৯৭১, ১৯৭৭, ১৯৮০ সালে সিপিএমের দীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম বারের মতো শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে হ্যাটট্রিক সাংসদ হয়েছিলেন। এরপর ১৯৮৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দল টানা দুইবারের বেশি জিততে পারেনি। কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই লোকসভা কেন্দ্রে পরিপূর্ণ একক ব্যক্তিক্রমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এ নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ এবং ২০২৪ পরপর এই কেন্দ্র থেকে তিনি চতুর্থবার বিজয়ী হয়েছেন।

এ যাবৎ সর্বশেষ লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে মোট ভোটদাতারা ছিলেন ১৯,২৬,৬৪৫ জন। তৃণমূল এখানে থাবা বসায় ৪৫.৬৫% ভোট। ফলে সরাসরি ৬,৭৩,৯৭০টি ভোট চলে যায় সবুজ ইনবক্সে। বিজেপি সেখানে মুঠো বন্দি করে ৩৩.৮০% ভোট। যার মানে গেরুয়া বক্সে সঞ্চিত হয় ৪,৯৯,১৪০ জনের উচ্ছ্বাস। অগত্যা ১,৭৪,৮৩০টি ভোটের ফারাকে বিজেপিকে মেনে নিতে হয় যে তারা তৃণমূলের কাছে হেরে গেছে।

শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রটি বেশ অদ্ভুত। হাওড়া জেলা থেকে দুটি এবং হুগলি জেলা হতে পাঁচটি বিধানসভা আসন নিয়ে এই সংসদীয় কেন্দ্রটি গঠিত হয়। মূলতঃ এই লোকসভা অঞ্চলে বিশাল সংখ্যক অবাঙালি সম্প্রদায়ের অস্তিত্বটাও ভীষণ ভাবে নজর কাড়ে। এখানকার ৭টি আসন বলতে জগৎবল্লভপুর, ডোমজুড়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, চাঁপদানি, চণ্ডীতলা এবং জাঙ্গিপাড়া আসনগুলো বিগত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে পরিপূর্ণ ভাবে বিজয়ীর সম্মান দিয়েছে উজাড় করে। ওইসব আসনে সেবার বিজেপির পরাজয় ঘটে যথাক্রমে ২৬,৬১০, ৫৮,৭১৩, ৪২,৬২০, ৯,০৪০, ৭,৮২১, ৮,৫৯১, ৩৫,৩৫০, ২৮,০২০টি ভোটের পার্থক্যে।

ফলে পরিসংখ্যান গত পর্যায়ে এই ৭টি বিধানসভা আসনে তৃণমূল কিন্তু একচেটিয়া অ্যাডভান্টেজ উপভোগ করছে আগামী গ্রীষ্মের আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল বিজয়ের বাসনায়। কিন্তু ভোটের ময়দানে অ্যাডভান্টেজ উপভোগ করা আর গণদেবতার মুডকে নিজের বুক পকেটে ভরে রাখা যেন তেল ও জলের রসায়ণের আকার নেয়। আসলে সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে এখানকার আসনগুলোতেও কিন্তু বর্তমানে ব্যাপকভাবে কাজ করছে প্রায় দেড় দশকের অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সির জোড়ালো হাওয়া। এই হাওয়া মোরগকে কতটা পোষ মানাতে পাড়বে বিজেপি এখন সেটাই হল কোটি টাকার প্রশ্ন।

উত্তরের আঙিনায়

পয়লা ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ২৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা, শহরের বিশিষ্ট সমাজসেবী ও 'মহাবীর বৃদ্ধাশ্রম'–এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সম্পতমল সঞ্চেতির হাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে প্রেরিত চিঠি ও স্মারক সামগ্রী সহ রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে দেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব।

২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অর্থানুকূল্যে পুরনিগমের অন্তর্গত ৩৪নং ওয়ার্ডের ডি.এস কলোনীতে এবং সূর্যসেন কলোনীতে নবনির্মিত ২টি পৌর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদ সদস্য(স্বাস্থ্য) দুলাল দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ। পুর নিগম কর্তৃক এই দুটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র উদ্বোধন হওয়াতে এলাকার দুস্থ মানুষ বা অন্যান্যরাও সুষ্ঠু চিকিৎসা পরিষেবা পাবে বলে আশা। শিলিগুড়ি পুর নিগম এই কাজের প্রশংসা করেন এলাকাবাসীরা।

সিপিআইএমের বিক্ষোভ

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৫ নম্বর বরোর সামনে বিক্ষোভ দেখালো

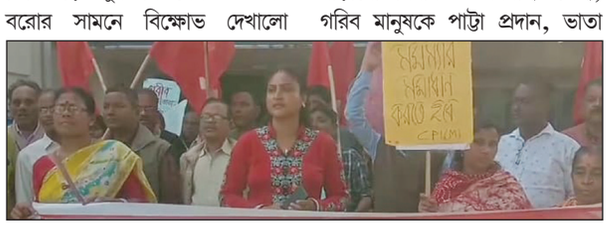

সিপিআইএম ডাবগ্রাম ৩ নম্বরে এরিয়া কমিটি। রাস্তায় পথ বাতির সংখ্যা বাড়ানো, খারাপ হয়ে যাওয়া পথবাতিগুলি মেরামত করা, পানীয় জলের টাইমকলের সংখ্যা বৃদ্ধি বাড়ানো নিয়মিত সরবরাহ ব্যবস্থা, গরিব মানুষকে পাট্টা প্রদান, ভাতা দেওয়া, রাস্তাঘাট সংস্কার সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে মিছিল করে ৫ নম্বর বরোর সামনে বিক্ষভ প্রদর্শন করেন তারা, পরবর্তীতে ডেপুটেশন কর্মসূচি করেন।

খাদি মেলায় গ্রামীণ শিল্পের জাগরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অর্থনীতি ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আরও সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আবারও শুরু হলো বহু প্রতীক্ষিত খাদি মেলা ২০২৬। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মেলা প্রাঙ্গণ

পাটুলি মেলা গ্রাউন্ডে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরের মতো এবারও এই মেলা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিল্পী, কারিগর ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য এক বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে। মেলার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ, কৃষি ও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, খাদি গ্রামীণ পর্ষদের অতিরিক্ত সচিব মৃদুল হালদার, যাদবপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, বিধানসভার উপমুখ্য সচেতক দেবাশীষ কুমার, সহ আধিকারিক বিশ্বজিৎ সরকার আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই মেলা চলবে ৩–২৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। মেলা প্রাঙ্গণে এবারে প্রায় ১৮০টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার উদ্যোক্তারা তাঁদের হাতে তৈরি খাদি বস্ত্র, গ্রামীণ হস্তশিল্প, মাটির সামগ্রী, তাঁতের পোশাক, প্রাকৃতিক প্রসাধনী, ঘর সাজানোর জিনিস, জুট প্রোডাক্ট, বাঁশ ও কাঠের শিল্পকর্ম সহ নানাবিধ সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এই মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের পরিচিতি বাড়ছে এবং সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হচ্ছে।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

মোবাইল ফেরালো শিয়ালদহ জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের আইন শৃঙ্খলা র৭অর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তো আছেই। এর পাশাপাশি নতুন বছরের একেবারে প্রথম মাসেই। হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরতের সেঞ্চুরি পার করলো শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের অন্তর্গত শিয়ালদহ

জিআরপি থানা। ৩১ জানুয়ারি 'ফিরে পাওয়া' কর্মসূচির মাধ্যমে শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের ডিএসপি(সদর), শিয়ালদহ স্টেশন ডিরেক্টর, শিয়ালদহ স্টেশন ম্যানেজার, আরপিরফের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক, শিয়ালদহ জিআরপির আইসি দীপক কুমার পাইক সহ শিয়ালদহ আরপিএফ ও জিআরপির বিভিন্ন পুলিশ ও সিভিক কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে বিভিন্নভাবে হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া ১১৪টি মোবাইল উদ্ধার করে সেগুলি মোবাইলের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যা চলতি বছরের গোড়াতেই একটা বড় সাফল্য বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীদের দাবি। এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহ জিআরপির আইসি বলেন, 'এটা আমার একার কৃতিত্ব নয়। এটা একটা টিম ওয়ার্ক। এই সাফল্যের দাবিদার থানার সমস্ত কর্মীবৃন্দ।'

অবশেষে সুন্দরবনে দেখা মিলল বিরল শকুনের

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুইজারল্যান্ড এবং নেদারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন দুই পাখি প্রেমী। পাখির ছবি তোলার জন্য তারা উপস্থিত ছলিনে এই বিশ্বের বৃহত্তম ব–দ্বীপ ম্যানগ্রোভের জঙ্গলে। ২৩–২৭ জানুয়ারী সুন্দরবনের শুরু হয়েছিল চতুর্থ পাখি উৎসব। যেখানে মূলত বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের ছবি তোলাই মূল উদ্দেশ্য। প্রতিটি দলে ৪ জন করে ফটোগ্রাফার পাখিদের ছবি তুলেছেন। কয়েকদিন যাবত তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীর খাঁড়িতে ঘুরে পরিযায়ী এবং স্থানীয়

সমস্ত পাখির ছবি তুলেছেন। সব মিলিয়ে এবার এই পাখির সব থেকে প্রায় ৩৫ হাজার পাখির ছবি তোলা হয়েছে। যার মধ্যে প্রায় পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাওয়া শকুনের ছবিও পাওয়া গিয়েছে। সুন্দরবনের একসঙ্গে দুটি শকুনের ছবি পাওয়ায় যথারীতি উচ্ছ্বসিত পাখিপ্রেমীরা। কারণ বেশ কয়েক বছর ধরে শকুনের অস্তিত্ব চোখে পড়ছিল না সুন্দরবন এলাকায়। বনদপ্তর এর পরিসংখ্যান বলছে সুন্দরবনে প্রথম পাখি উৎসবে ১৪৫ টি প্রজাতির পাখির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই সময় পাখির ছবি তোলা হয়েছিল প্রায় ছয় হাজারের কাছাকাছি। তবে সর্বশেষ ২০২৫ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১৫৪ টি প্রজাতির পাখি ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। তবে সেই সময় পাখির ছবি তোলা হয়েছিল ৩০ হাজারের কাছাকাছি। ১২ টি বিপন্ন প্রজাতির পাখির ছবি পাওয়া গিয়েছে এই পাখি উৎসবের মধ্যে দিয়ে। শুধু পাখির ছবি তোলা নয়, সঙ্গে সঙ্গে জলবায়ু আবহাওয়া এবং কোন পাখি কতটা ব্যাসার্ধের মধ্যে বসবাস করে থাকেন তাও পরিমাপ করার চেষ্টা করা হবে। সব বিশ্লেষণ করেই পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে সর্বশেষ পরিসংখ্যান রিপোর্ট।

এ বিষয়ে ব্যাঘ্র প্রকল্পের ক্ষেত্র অধিকর্তা রাজেন্দ্র জাখর বলেন, 'বিদেশীদের কাছে পাখি উৎসবের আগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছে কতটা জনপ্রিয় হয়েছে সুন্দরবনের এই পাখি উৎসব। শুধু পাখি উৎসব নয় পাখিদের বিভিন্ন প্রজাতি চেনানো এবং নতুন প্রজাতি খুঁজে বের করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

সূচনা হল ভদ্রেশ্বর পৌরসভার একগুচ্ছ প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকার সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় মোট ৮৩টি রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হতে চলেছে। এই প্রকল্পে প্রায় ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় এক প্রেস কনফারেন্সে এই তথ্য জানান ভদ্রেশ্বর পৌরসভার পৌরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী। তিনি জানান, পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত রাস্তার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়েছে এবং কিছু কিছু এলাকায় কাজ শুরুও হয়ে গেছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই এই সমস্ত রাস্তার কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে পৌরসভা কাজ শুরু করেছে। তিনি আশাবাদী যে নধিারিত সময়ের মধ্যেই কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে এবং এর ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত অনেকটাই নিরাপদ হবে।

এছাড়াও তিনি জানান, ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকায় 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের অধীনে প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় নিকাশী নালা নির্মাণ ও সংস্কার, পার্ক উন্নয়ন, পাড়ার রাস্তা নির্মাণ, স্কুল বিল্ডিংয়ের উন্নতি, হাইমাস্ট (হাইম্যাক্স) লাইট স্থাপন, সহ আরও একাধকি জনস্বার্থমূলক কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে। পৌরপ্রধান প্রলয় চক্রবর্তী আরও বলেন, 'ভদ্রেশ্বর

পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের সার্বিক উন্নয়ন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতেই এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।'

এই প্রেস কনফারেন্সে ভদ্রেশ্বর পৌরসভার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জহরলাল ঘোষ বলেন, পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রশাসনিক স্তর থেকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। সব মিলিয়ে, পথশ্রী ও আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান–এই দুই প্রকল্পের মাধ্যমে ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকায় উন্নয়নের নতুন দিশা খুলতে চলেছে বলে মনে করছেন পৌর প্রশাসন ও এলাকার বাসিন্দারা।

সদ্য ভদ্রেশ্বর পৌরসভা পরিচালিত অংকুর হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ চালু হল যা কলকাতার চার্ণক সংস্থা আপাতত ২০ টি শয্যায় চিকিৎসাধীন হবে। এটি হুগলি জেলায় প্রথম এই ধরনের চিকিৎসা কেন্দ্র হল। উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। এখানে বিশিষ্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা রোগীর চিকিৎসা করবেন।

ক্যানিং ষ্টেশনে উদ্ধার ৫ শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে শিয়ালদহ থেকে একটি ট্রেন এসে থামলো ক্যানিং স্টেশনে। মানুষের ভীড়ে ৫ জন শিশু উদভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করছিল ষ্টেশন চত্বরে। বয়স ৮ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। এমন ঘটনা নজরে পড়ে স্টেশনে কর্তব্যরত আরপিএফের নজরে। আরপিএফ জওয়ান তাদেরকে উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে আসে। তাদের কে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেও তথ্য

না পাওয়ায় আরপিএফের এসআই আশুতোষ কুমার গৌতম, এসআই হরিশঙ্কর রাম ও এএসআই এ কে রাম এর নেতৃত্বে উদ্ধার হওয়া ৫ জন শিশুকে একটি হোমে তুলে হয়।

আরপিএফ সুত্রের খবর ৫ জন শিশুর বাড়ি বারুইপুরের বেলেগাছি, বেতবেড়িয়া চাকদা, জীবনতলার দক্ষিণ নাগোরতলা, মল্লিকপুর এলাকায়। অন্যদিকে উদ্ধাকৃত শিশুদের কি কোথাও পাচার করা হচ্ছিল? ওই ৫ জন শিশু কিভাবে একত্রিত হল? কিংবা কাদের সাথে এসেছিল? এমন সব প্রশ্নের উত্তর পেতে তদন্ত শুরু করেছে আরপিএফ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে আহত ৮

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফেব্রুয়ারি রাতে বাসন্তীর চুড়িবাজারে বাজার করছিল তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কর্মী সমর্থক। এমন সময় হঠাৎই তৃণমূলেরই আরো এক দল কর্মী এসে অতর্কিতে আচমকা তাদের উপর চড়াও হয়। লোহার রড কোঁদালের বাঁট সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তাদেরকে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে পুলিশের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি বাধে বলে খবর। দু পক্ষের মারামারিতে ৮ জন আহত হয়েছে। যাদের মাথায় হাতে কপালে আঘাতের চিহ্ন আছে। পুলিশ ঘটনাস্থালে গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয়দের অভিযোগ বেশ কয়েকটি বোমার আওয়াজ পাওয়া যায়। তবে পুলিশ বোমবাজির কথাও অস্বীকার করেছে। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত। তবে এখন কেও গ্রেপ্তার হয়নি। আক্রান্তদের দাবি, পুরনো শত্রু তাকে কেন্দ্র করে তাদের উপর চড়াও হয়েছে তৃণমূলের অন্যগোষ্ঠীর সমর্থকরা। কিন্তু পুরনো শত্রুতা কি? তাও সঠিক ভাবে বলতে পারছে না।

এক্তেশ্বর শিব মন্দিরের উদ্যোগে রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়ার শিব ভক্তদের উদ্যোগে বিশাল রক্তদান শিবির। শ্রীশ্রীএক্তেশ্বর শিব মন্দির উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে ১১ জন মহিলা সহ ১৬১ জন রক্তদান করেন। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক এই রক্ত সংগ্রহ করে। মন্দির উন্নয়ন কমিটির অন্যতম প্রধান সক্রিয় সদস্য সত্যেন

দত্ত জানান, আমরা মন্দির প্রাঙ্গণ এবং এলাকা উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক ভাবে শিব ভক্ত তথা সাধারণ মানুষের পাশে থাকার জন্য, বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি নিয়ে থাকি। এই রক্তদান শিবির তার মধ্যে অন্যতম একটি কর্মযজ্ঞ। তিনি আরো জানান, তাদের লক্ষ্য রয়েছে, আগামীদিনে এই শিব মন্দির প্রাঙ্গণে যেসব বিয়ের অনুষ্ঠান হবে। তাদের সচেতন করে, বিয়ের আগে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাঞ্ছনীয় বলে কড়া নির্দেশিকা জারি করবেন। লক্ষ্য, আগামীদিনে যেন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কোনো শিশুই জন্মগ্রহণ না করে।

জিএমআইটিতে ট্রাইয়ের গ্রাহক সচেতনতা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেতাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অব ইন্ডিয়া(ট্রাই) ৫ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে গার্গী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি বা জিএমআইটি–তে একটি সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মশিবিরে টেলিকম পরিষেবার গুণমান এবং গ্রাহক সুরক্ষার মত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিএমআইটি–এর রেজিস্ট্রার ড. নিবেদিতা মুখোপাধ্যায় বণিক, পশ্চিমবঙ্গের সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের সাইবার বিশেষজ্ঞ শুভেন্দু চক্রবর্তী।

ট্রাই কলকাতার আঞ্চলিক দপ্তরের যুগ্ম উপদেষ্টা অসীম দত্ত ভারতে টেলিকম পরিষেবা পরিচালনায় প্রযোজ্য আইনগত কাঠামো ব্যাখ্যা করেন এবং ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষায় ট্রাই–এর ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন। ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস, অননুমোদিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, ট্যারিফ ও ডেটা পরিষেবা সংক্রান্ত ক্রেতাকেন্দ্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত

করা হয়। পাশাপাশি, গ্রায়কদের ক্ষমতায়নের জন্য ট্রাই–এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ও পোর্টাল ব্যবহারের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সাইবার প্রতারণা প্রতিরোধ এবং টেলিকম দপ্তরের সঞ্চার সাথী পোর্টাল সম্পর্কেও উপস্থাপনা দেওয়া হয়। এই পর্বে চক্ষু, সিইআইআর এবং ট্যাফকপ–এর মতো বিভিন্ন সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেন ট্রাই এবং টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

বিশ্ব ক্যান্সার দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউনিয়ন ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কন্ট্রোলের নেতৃত্বে প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জুড়ে পালিত হয় বিশ্ব ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সমবেত প্রয়াসে বিশ্বব্যাপী ক্যান্সারের বোঝা কমানো। ২০২৫–২৭ সালের থিম 'ইউনাইটেড বাই ইউনিকে'র ভাবনাকে সামনে রেখে যেখানে রোগীকেই চিকিৎসার কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়েছে এবং সমান চিকিৎসা–সুযোগের আহবান জানানো হয়েছে। সেই ভাবনাকে ধারণ করে ঠাকুরপুকুরের সরোজ গুপ্তা ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ৪ ফেব্রুয়ারি এসজিসিসিআরআই বিশ্ব ক্যান্সার দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৭৩ সালে ডা. সরোজ গুপ্তার হাতে গড়ে ওঠা এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটি আজ ২৫ শয্যার একটি কল্যাণ নিবাস থেকে ৩১১ শয্যার একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। যেখানে প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসাই প্রধান লক্ষ্য। অন্তর্বিভাগের ২০ শয্যা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং প্রায় অর্ধেক রোগী সাধারণ শ্রেণির হওয়ায় মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চিকিৎসার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন কণ্ঠসংগীত শিল্পী শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি 'হিল ইন হারমনি'র প্রদর্শন। যেখানে চিকিৎসাধীন শিশু ও ক্যান্সার জয়ীদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং হৃদয়স্পর্শী মতবিনিময়।

মাঘ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতি বছরের মত এবারও ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল ঐতিহ্যবাহী মাঘ মেলা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য আধিকারিক, শিক্ষক–শিক্ষিকা, কর্মী ও পড়ুয়ারা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ মাঘ মেলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা তাঁর ছাত্রজীবনের স্মৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ছাত্র অবস্থায় মাঘ মেলাকে ঘিরে যে অনুভূতি ছিল, উপাচার্য হিসেবে আজ সেই অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছাত্রজীবনে কৃষিজ প্রদর্শনী থেকে কাঁচা শাকসবজি তুলে খাওয়ার অভিজ্ঞতা আজও তাঁর মনে গভীরভাবে গেঁথে আছে, যদিও বর্তমানে সেই সুযোগ আর নেই।' উপাচার্য বলেন, আগের তুলনায় বর্তমানে আরও উন্নত জাতের ও উন্নত মানের শাকসবজি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। মেলায় প্রদর্শিত শাকসবজি সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকেই আনা হয়েছে, যা কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে। শ্রীনিকেতনের মাঘ মেলা শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক মেলা নয়, বরং এটি গ্রামীণ জীবন, কৃষি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মিলনক্ষেত্র। চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

নিজের হাতে চিকিৎসা করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট : গরিবের ভরসা, মানুষের ডাক্তার মুরারই জুড়ে ডাঃ মোশারফ হোসেনের সেবাযজ্ঞ 'আরোগ্য অভিযান' মুরারই বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক ডাঃ মোশারফ হোসেন যিনি রাজনীতির পাশাপাশি আজও নিজেকে একজন মানবিক চিকিৎসক হিসেবেই পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ২০২১ সালে ৯৮,২৪৬ ভোটের ব্যবধানে বিপুল জয়লাভ করে খবরের শিরোনাম এসেছিলেন। ক্ষমতার আড়ম্বর নয়, বরং বিনয় ও শৃঙ্খলার মাধ্যমেই তিনি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। বিধায়ক হওয়ার পরেও দুঃস্থ–দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি তিনি বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক রাজনীতির অনুপ্রেরণা ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি শুরু করেছেন 'মুরারই জুড়ে আরোগ্য অভিযান'।

এই আরোগ্য অভিযানের মূল লক্ষ্য– মুরারই বিধানসভার প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এক ছাদের নিচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান–

বিশেষজ্ঞ, জেনারেল ফিজিশিয়ান ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। শিবিরে তৎক্ষণাৎ রক্ত পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। রাজনীতির ব্যস্ততার মাঝেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ডাঃ মোশারফ হোসেন যেন আবারও প্রমাণ করলেন, জনপ্রতিনিধি মানেই শুধুই নেতা নন, তিনি মানুষের সেবক।

সমাজসেবায় ডক্টরেট সম্মান বনকুমারকে

উত্তম কর্মকার, কুলপি : সমাজ পরিবর্তনের পথে নীরবে কাজ করে যাওয়া মানুষদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে প্রকৃত সমাজনায়কের পরিচয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের চকদুলালপুর গ্রামের এমনই এক নিবেদিত প্রাণ সমাজকর্মী ড. বনকুমার হালদার। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মানবসেবাকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে তিনি নিরলসভাবে সমাজের নানা স্তরে কাজ করে চলেছেন। ২০০৭ সালে কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর থেকে আজ পর্যন্ত নিষ্ঠা, সততা ও মানবিকতার

সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন ডঃ হালদার। কর্মক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ও সহানুভূতিশীল মনোভাব তাঁকে সর্বমহলে সুপরিচিত ও প্রশংসিত করেছে। শৈশবকাল থেকেই সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ ও মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে সমাজসেবার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। গ্রামীণ জীবনের দারিদ্র, অজ্ঞতা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই তাঁর কর্মজীবনের দিশা নির্ধারণ করে।

প্রায় ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন, শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী ও শিশু কল্যাণ–সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই দীর্ঘদিনের সমাজসেবার স্বীকৃতি স্বরূপ গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে দিল্লির অশোক হোটেলে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে ভারত গৌরব রত্নশ্রী সম্মান অ্যাওয়ার্ড কাউন্সিল–এর পক্ষ থেকে সম্মানীয় অতিথিদের হাত থেকে তিনি উন্নত ডক্টরেট সম্মানে ভূষিত হন। কোভিড–১৯ অতিমারির সময় তাঁর ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ৪ বার নিজে কোভিড আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং মাত্র ১০ দিনের ব্যবধানে দুই দাদাকে হারিয়েও তিনি সমাজসেবা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে কোভিড যোদ্ধা হিসেবে রূপক পদক ও সার্টিফিকেটে সম্মানিত হন। কুলপি গ্রামীণ হাসপাতালে কাজ করার পাশাপাশি তিনি চকদুলালপুর 'অরুণোদয়ের সংঘ'–এর সেক্রেটারি হিসেবেও সমাজকল্যাণমূলক নানা কর্মসূচি পরিচালনা করছেন। পাশাপাশি ইউনিসেফ–এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পোলিও এডুকেশন প্রোগ্রাম ও এসবিসিসি প্রকল্পের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ, অল্পবয়সি মাতৃত্ব প্রতিরোধ এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। টিএন সাউথ ২৪ পরগনার অধীনে কুলপি ব্লকে তাঁর এই কর্মকাণ্ড বহু মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

সমাজকে আত্মনির্ভরতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় ভ্যান বিতরণ কর্মসূচি, গ্রামীণ এলাকায় শৌচালয় নির্মাণসহ একাধকি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। যদিও দীর্ঘ সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন থেকে একাধকি সম্মাননা লাভ করেছেন, তবুও তাঁর কথায়–মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসাই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ড. বনকুমার হালদারের জীবন ও কর্ম আগামী প্রজন্মের কাছে নিঃস্বার্থ সমাজসেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

মানব উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূমিকা

সোমনাথ পাল : সম্প্রতি কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কে অনুষ্ঠিত হল প্রফেসর এস. কে. চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজের দ্বিতীয় সংস্করণ। ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন পুদুচেরির বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ শ্রদ্ধালু রানাড়ে অরবিন্দ আশ্রম। তিনি 'মানব উন্নয়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিপ্লবী প্রভাব' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাজ, শিক্ষা ও প্রশাসনে দ্রুত পরিবর্তন আনছে। তবে প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশও জরুরি।'

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বিদ্যুৎ কুমার সরকার বলেন, বর্তমান সময়ে শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, নিজেকে পরিচালনা করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের সহায়ক হওয়া উচিত, বিকল্প নয়। এই উপলক্ষে প্রফেসর শিতাংশু কুমার চক্রবর্তীর জীবন ও দর্শনভিত্তিক একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

জল অপচয় ধরতে মিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকদের বক্তব্য, কলকাতা শহরে নিত্য সরবরাহ করা পরিশ্রুত পানীয় জলের একটা বড়ো অংশ অপচয় হয়। এর ফলে কলকাতার কিছু ছোটও এলাকায় পানীয় জলের চাপ নিয়েও সমস্যা রয়েছে। ফলে অনেক এলাকায় সরু হয়ে জল পড়ে। সকালে বিকেলে কলে জল আসা–যাওয়ার সময় নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধকি আধিকারিক জানান, পৌরবাসীদের এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে এবার পৌরসভার তরফে ধারাবাহিক ভাবে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। জল অপচয় বন্ধের জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার কিছু কিছু এলাকায় জলের মিটার বসানোর কাজ চলছে। এতে সফল হলে গোটা কলকাতা শহরে এই পদ্ধতি চালু হবে বলে কলকাতা পৌরসংস্থা জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা আভাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতায় একজন পৌরবাসী প্রতি নিত্য গড়ে ১৩৫ লিটার জল সরবরাহ করা হয়। এই নজির ভারতবর্ষের অধিকাংশ শহরেই নেই বলে পৌর আধিকারিকরা জানান।

স্কুলে আসুক ডিজিটাল লিটারেসি

প্রিয়ম গুহ : ভারতবর্ষ এখন ডিজিটালের গাড়িতে পা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সবক্ষেত্রেই ডিজিটালের জয়জয়কার। ঘরে বসে ফোনের এক ক্লিকে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলা থেকে শুরু করে টাকা পাঠানো সবই কয়েক মিনিটে করে ফেলা যায়। এই নিয়েই সাইয়ার্ড–এর আয়োজিত 'ফিনটেক' নিয়ে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন

আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল ৩১ জানুয়ারি। বিকশিত ভারতে প্রযুক্তির অন্বেষণ করেছেন এবিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, এছাড়াও এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব দুসিয়ান্ত নারিওয়ালা। তিনি আলোকপাত করেন, ডিজিটালে আমরা গা ভাসিয়েছি যার ভালো–খারাপ উভয়ই রয়েছে তবে কোনও বিষয়কেই খুব বেশি দীর্ঘায়িত করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। খুবই সহজ সরল ভাবে মানুষের কাছে প্রযুক্তি তুলে ধরলে তা গ্রহণযোগ্য হবে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নাগাল্যান্ড সরকারের বিধায়ক মাওতোষি লাঙ্কুমেয়ার, সিকিম সরকারের অর্থ দপ্তরের সচিব রাজেন্দ্র শর্মা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব সুভাঞ্জন দাস, সাইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরী, সংস্থার অনুঠান নির্দেশক অন্তরা কুন্ডু।

বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং রাজ্য তথ্য সুরক্ষা আধিকারিক তথা অতিরিক্ত সচিব সঞ্জয় কুমার দাস বলেন, অবিলম্বে ডিজিটাল এবং ফিনটেক বিষয়ক সব কিছু স্কুলের পাঠ্যক্রমে আনা জরুরি। তা হলে সেখান থেকেই পদ্ধতি এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যত ভারতের ক্ষেত্রে লাভবান হবে।

নাবার্ডের পক্ষ থেকে জেনারেল ম্যানেজার মৃণাল কান্তি দে বলেন, কৃষি ক্ষেত্রেও ডিজিটালের সুবিধা পেতে শুরু করেছে কৃষকরা। ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে ডিজিটাল পোর্টাল যেখান থেকে ই–কেসিসি(কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড)–র সুবিধা পাচ্ছেন তারা। কলকাতা মেট্রো রেলের স্বাত্যকী নাথ বলেন, মেট্রো এখন পুরোটাই ডিজিটাল টিকিটের উপর নির্ভর। **ছবি : প্রীতম দাস**

কম্প্যাক্টর মেশিনের আয়ু ১০ বছর

বরুণ মণ্ডল : বেহালার ১৪ নম্বর বরোর ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে এতদিন কোনও সায়েন্টিফিক ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর স্টেশন ছিল না। সেইসূত্রে ওই ওয়ার্ডের ১, রাজা রামমোহন রায় রোডে একটি সায়েন্টিফিক ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর স্টেশন নির্মাণের সিভিল ওয়ার্কসের কাজ শেষ করে, ইলেকট্রিক্যাল কাজও করে কম্প্যাক্টর মেশিনও বসানো হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ উদ্বোধনের অপেক্ষায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে দীর্ঘদিনের মতো নিত্য বেহালার এই ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণ কাজে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এই ওয়ার্ডের বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ পাশের অন্য ওয়ার্ডস্থিত কম্প্যাক্টরে পাঠাতে হচ্ছে। ফলে এক ওয়ার্ডের বর্জ্য পদার্থ অন্য ওয়ার্ডের কম্প্যাক্টর স্টেশনে নিয়ে যেতে গিয়ে অতিরিক্ত সময় লেগে যাচ্ছে। ফলে এই বৃহৎ ক্ষেত্রমানের ওয়ার্ডের জঞ্জাল অপসারণ কাজে নিত্য ব্যাঘাত ঘটছে। বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, শহরে বসানো অধিকাংশ ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর মেশিনের গড় আয়ু ফুরিয়ে আসার মুখে। তাই প্রথম দফায় ৬৭টি এবং দ্বিতীয় দফায় ২৩টি কম্প্যাক্টর মেশিন কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দরপত্র ডাকা হয়ে গিয়েছে। নতুন কেনা কম্প্যাক্টর মেশিন এলেই ১২১ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এই কম্প্যাক্টর স্টেশনটি চালু করা হবে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী মার্চ মাসের মাঝামাঝি এটি চালু করা হবে।

দেবব্রত মজুমদার আরও বলেন, বর্তমানে কলকাতায় জঞ্জাল অপসারণ কাজে সমস্যা দেখা দিয়েছে। কলকাতায় প্রথম কম্প্যাক্টর স্টেশন চালু হয়েছিল প্রায় ১৫ বছর আগে। আর কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ কাজে ব্যবহৃত কম্প্যাক্টর মেশিনগুলির গড় আয়ু কমবেশি ১০ বছর। ফলে ভারতবর্ষে প্রথম চালু করা কলকাতায় যতো স্টেশনারি ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর আছে এখন চালু রয়েছে, তার মধ্যে কিছু মেশিন খুব শীঘ্রই পরিবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছে। কলকাতায় বেশ কয়েকটি কম্প্যাক্টর স্টেশন তৈরি হয়ে রয়েছে, কিন্তু নতুন করে আর কম্প্যাক্টর স্টেশন উদ্বোধন করা হচ্ছে না। কারণ কলকাতায় আপাতত যে সংখ্যায় কম্প্যাক্টর মেশিন আছে, তাতে নতুনটা তৈরি করতে গেলে, তাতে পুরো সিস্টেমটাই অসুবিধায় পড়তে পারে। ইতিমধ্যেই তিন জোনের স্টেশনারি ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর মেশিন কেনার টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। তার প্রথম দফায় ৬৭ স্টেশনারি কম্প্যাক্টর এবং ২৩ প্লোব্যাক কেনার জন্য ২২ জানুয়ারি ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সেগুলি এসে যাবে। তারপর উদ্বোধনের অপেক্ষায় থাকা নতুন কম্প্যাক্টর স্টেশন গুলি চালু করা হবে।

এদিকে কলকাতা পৌরসংস্থা জঞ্জাল অপসারণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় অতিরিক্ত ১০টি আধুনিক সায়েন্টিফিক ওয়েস্ট কম্প্যাক্টর স্টেশন রয়েছে। ৭০টি চলমান কম্প্যাক্টরের মাধ্যমে কলকাতা শহরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। এরসঙ্গে নতুন কম্প্যাক্টর মেশিন যুক্ত হলে শহরের দৈনন্দিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গতি আসবে বলে পৌর আধিকারিকদের বক্তব্য।

সাইকেল–স্কুটির কি আলাদা লেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সমস্ত মেন রোডের ধারে স্কুটি ও বাইকের আলাদা লেন কী করা সম্ভব? এবং পথচারী থেকে টু হুইলার ও চার চাকা গাড়ির নির্দিষ্ট লেন ব্যবহারে কড়া নির্দেশিকা কী কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের কাছে চাইতে পারে?

উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা বিশেষত একটি অপরিকল্পিত মহানগর। তাই সাইকেল–স্কুটির মতো দু চাকার ছোটও যানবাহনের জন্যে পৃথক কোনও বাইলেন বা লেন কলকাতা মহানগরে করা সম্ভব নয়। কারণ কলকাতার অধিকাংশ রাস্তা খুবই অপ্রশস্ত। একটি আধুনিক শহরে যেমন পূর্ব কলকাতার নিউটাউনে ৩০ শতাংশ খোলা জায়গা আছে। সেখানে কলকাতায় রাস্তাসহ খোলা জায়গা আছে মাত্র ৭ শতাংশ। কলকাতার রাস্তায় সাইকেল ট্রাক করার জন্য একটি সংস্থাকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা এতোই অপ্রশস্ত আবার ট্রাফিক সমস্যা তাই তার পাশে সাইকেল ট্র্যাক করার মতন প্ল্যানিং সেটা করা গেল না।

আর কলকাতার রাস্তায় টু–হুইলারদের নির্দিষ্ট লেন ব্যবহারে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথাও হয়েছিল। কিন্তু এটা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় অতিরিক্ত প্রশ্নে বলেন, প্রত্যেকে নিজনিজ লেন ব্যবহার না করার জন্য কলকাতার রাস্তা অ্যাকসিডেন্টের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর কলকাতার রাস্তায় স্কুটি–বাইক ব্যাপক সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মহানাগরিক উত্তরে বলেন, আসলে কলকাতার রাস্তায় ছোটো গাড়ির সংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটেছে। একটা পরিবারের দুটি তিনটি করে ছোটও গাড়ি আছে। ফলে এটা কলকাতা শহরে করা সম্ভব নয়। কলকাতায় টু–হুইলার লেন এটা করতে গেলে ট্রাফিক মুভমেন্ট আটকে যাবে। তবে রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যেখানে যেখানে নতুন–নতুন প্ল্যানমাফিক টাউনশিপ করা হচ্ছে, সেখানে নিশ্চিত ভাবে এই সাইকেল ট্র্যাক করা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা একটি তিনশো সাড়ে তিনশো বছরের শহর আগে থেকে এখানে অপ্রশস্ত রাস্তা হয়ে রয়েছে, ফলে এখানে এটা করা সম্ভব নয়। এদিকে যদিও কলকাতার সাইকেলপ্রেমীরাও দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিতে সরব।

অস্বচ্ছতা: বজবজ বিধানসভার চরিয়াল বাজারে ড্রেন আবর্জনায় ভর্তি, নজর নেই প্রশাসনের। **ছবি : অরুণ লোধ**

অবস্থান : তৃণমূল কংগ্রেস আদিবাসী সেল আয়োজিত অনশন অবস্থান কর্মসূচি পালিত হল বর্ধমান শহরে। ৯ দিনের মাথায় ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের রাজ্য শীর্ষ নেত্রী তথা বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। এদিন তিনি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ডাক দিয়ে যান। **ছবি : নিজস্ব**

অভিযান : বাঁকুড়া জেলাশাসকের দপ্তরের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ। অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা ইচ্ছে করে এসআইআর ফর্ম ফিলাপে ছোটখাটো ভুল করে মানুষকে হয়রানি করছে। **ছবি : নিজস্ব**

ইতিহাস : দামোদরের বুকে লুকিয়ে যুদ্ধের ছায়া—রাঙ্গামাটি ফেরিঘাটে মিলল তনটি মর্টার শেল। সব কটিকেই নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। **ছবি : সুকান্ত কর্মকার**

বই পার্বণ: একেবারে জমজমাট ,শেষ বেলার বই মেলা, আসছে বছর কিন্তু ৫০। **ছবি : অভিজিৎ কর**

চিংড়িঘাটার সমস্যায় থমকে মেট্রো : রেলমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২ ফেব্রুয়ারি মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রেল বাজেটের ওপর একটি সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি ভারতের রেল পরিকাঠামো রূপান্তরের লক্ষ্যে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ এবং প্রধান সম্প্রসারণ উদ্যোগগুলি তুলে ধরেন। মন্ত্রী তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেন, বর্তমান বাজেটে ভারতীয় রেলের জন্য ২,৭৮,০০০ কোটি টাকার রেকর্ড বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আধুনিকীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রকাশ করে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৪,২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একটি যুগান্তকারী ঘোষণায় পাটনা হয়ে বারাণসী এবং শিলিগুড়ির মধ্যে উচ্চ–গতি সম্পন্ন করিডোর চালুর কথা জানানো হয়েছে, এই করিডোরটি ভবিষ্যতে গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২০১৪ সালের পর কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্কের দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগর রেল পরিবহনেও নতুন গতি এসেছে। যেখানে ১৯৭২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে ৪০ বছরে মাত্র ২৭ কিমি মেট্রো লাইন নির্মিত হয়েছিল, সেখানে ২০১৪ পরবর্তী মাত্র ১১ বছরে আরও ৪৫ কিমি মেট্রো লাইন যুক্ত করা হয়েছে, যা উন্নয়নের দ্রুত গতিকে নির্দেশ করে। মন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্য

সরকার হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে এখনও পর্যন্ত চিংড়িঘাটার জায়গা সমস্যা সমাধান করতে ইচ্ছুক নয়। তাই কলকাতা মেট্রোর এই পর্যায়ের কাজ থমকে রয়েছে। তিনি আবেদন করেন অবিলম্বেই যেন রাজ্য সরকার এ বিষয়ে দ্রুততার সাথে নজর দেয়।

এছাড়াও, অমৃত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ১০০টিরও বেশি রেলওয় স্টেশনকে আধুনিক যাত্রী পরিষেবা এবং উন্নত পরিকাঠামো দিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা এবং বিশ্বমানের স্টেশন সুবিধা তৈরি করা। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্করও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং পূর্ব রেলের বিশেষ উন্নয়নমূলক কাজ ও সাফল্য এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রেলের বিষয়ে আন্তরিক আলোচনা করেন।

বীরভূমের বেলুটি সরস্বতী মন্দির আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল

শুভেন্দু দাস

কথিত আছে মূর্খ কালিদাস এখানেই মা সরস্বতীর বরে মহাকবি কালিদাস হয়ে উঠেছিলেন। আজও এখানে সরস্বতীর নিত্যপূজা হয়। আগে দেবীর শিলামূর্তি ছিল। ছিল এক প্রাচীন মন্দির। আর মন্দিরের পাশে ছিল এক সরোবর। জনশ্রুতি অনুযায়ী নিজের মূর্খতা ও অজ্ঞতার দুঃখে কালিদাস যখন এই সরোবরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন তখন মা সরস্বতী তাঁকে দর্শন দিয়ে সমস্ত বিদ্যায় সিদ্ধিলাভের বর প্রদান করেন।

পাঠান আমলে কালাপাহাড় এই অঞ্চল আক্রমণ করে সেই মন্দির ধ্বংস করেন। মা সরস্বতীর মূর্তি ৬ খণ্ড করে সরোবরে ফেলে দেন। এরপর বর্গি হাঙ্গামার সময় আবার আক্রান্ত হয় এই অঞ্চল। দীর্ঘদিন জলের তলায় থাকার পর গ্রামবাসীদের চেষ্টায় মায়ের ওই খণ্ডিত শিলা উদ্ধার করা হয়। অতীতের সেই সরোবর আজ অনেকগুলো ছোটো পুকুরে পরিণত হয়েছে। সেই প্রাচীন মন্দির আজ দেউলের ঢিবি নামে পরিচিত। আর সেই ৬ টি শিলাখণ্ডেই আজও পূজিত হচ্ছেন গুপ্তযুগের মহাকবি কালিদাসের আরাধ্যা মা সরস্বতী। সম্ভবত বেলগাছের প্রাচুর্য থেকেই এই গ্রামের নাম বালুটিয়া। এখানে গুপ্ত ও পাল–সেনযুগের মুদ্রা, শ্রীমাধব মূর্তি উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কাছেই আরেক প্রাচীন জনপদ নানুর, মা বাশুলীর পূজারী পদকর্তা চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনীর গ্রাম।

কালিদাসের জন্মস্থান নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। তবে তাঁর সাথে প্রাচীন বঙ্গের সংযোগ

সরস্বতী পুজোর সময় বেলুটি গ্রামে অন্য কোন মূর্তি পূজা হয় না, এমনকি গ্রামের স্কুল দু'টিতেও আলাদা করে হয় না বাগদেবীর আরাধনা। সকলে পূজা করেন এই মন্দিরের শিলামূর্তিকেই। বহু দূর থেকে প্রচুর ভক্তের আগমন হয় বছর ভর। কালিদাসের জন্ম যেখানেই হোক না কেন, তাঁর সঙ্গে বেলুটির যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, বেলুটির সরস্বতী মন্দির স্বমহিমায় উজ্জ্বল। সমগ্র ভারতবর্ষে আজ মাত্র কয়েক জায়গায় এমন সরস্বতী মন্দির আছে, যেখানে

অসম্ভব নয়। মুর্শিদাবাদের গড্ডা সিঙারি গ্রাম(প্রাচীন নাম গড় সিংহপুর) এর প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী কালিদাস এই গ্রামে বাস করতেন। নলিনীরঞ্জন দাশগুপ্ত সিংহলের একটি উপকথায় উল্লিখিত দেশজ ভাষায় কালিদাসের লেখা একটি পদের অংশ উদ্ধার করেছিলেন। পদটির ভাষা গুপ্তযুগের বঙ্গভাষা। আবার কালিদাসের সমসাময়িক বরাহমিহিরের স্মৃতিবিজড়িত খনা মিহিরের ঢিবি আজও আছে উত্তর ২৪ পরগনার চন্দ্রকেতুগড়ে। বেলুটির মতো মায়ের নিত্যপূজা হয়। কোনও প্রামাণ্য তথ্য বা নথি থাকুক বা না থাকুক, এখানকার সাধারণ মানুষের বিশ্বাস, বেলুটির এই সরস্বতীই এক সময় মহাকবি কালিদাসের আরাধ্যা!

বেলুটি সরস্বতী মন্দির যাওয়ার পথনির্দেশ : হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনযোগে বোলপুর স্টেশন। সেখান থেকে বাসে করে ১৫ কিমি দূরে নানুর নেমে তারপর টোটোযোগে ৫ কিমি দূরে বেলুটি সরস্বতী মন্দির।

বৈষ্ণবতীর্থ মুক্তিনাথ

মাধব মুখার্জী

নেপালের কাঠমান্ডু থেকে পোখরা পৌঁছে সেখান থেকে বেনি ৭৫ কিমি। বেনি থেকে গণ্ডকী নদীর পাড় ধরে জোমসম ৯০ কিমি। এই ৯০ কিমি রাস্তা ভীষণ খারাপ। পোখরা থেকে জোমসম ছোট ছোট প্লেনও (চপার) যায়। গাড়িতে মুক্তিনাথ যেতে গেলে পোখরা থেকে ভোর ৪টায় বেরোতে হবে, বিকেলে দর্শন করে জোমসনে রাত্রিবাস করে পরের দিন ভোরবেলায় পোখরার উদ্দেশে রওনা দিতে হবে ফিরতে বিকাল হয়ে যাবে। আবার চপারে পোখরা থেকে জোমসম যেতে ২০ মিনিট সময় লাগে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে প্লেনগুলি চলাচল বন্ধ থাকে। বেনি থেকে শুরু হয়ে যায় অত্যাধিক দুর্গম রাস্তা গণ্ডকী নদীর পাড়। গাড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে। বোল্ডারগুলি ছুটে ছুটে গাড়িতে এসে লাগছে। নদীর মধ্যে দিয়ে জল পেরিয়ে ভয়ঙ্কর সে রাস্তা। এই এলাকাটা ধস প্রবণ। মাঝে মাঝে জেসিবি দিয়ে রাস্তা সারায়ের কাজ চলছে। জমসমে থাকার অল্প সংখ্যক হোটেল আছে। খাবার পাওয়া যায়। নিচ দিয়ে গণ্ডকী নদী বয়ে চলেছে। এর জল কোথাও পরিষ্কার আবার কোথাও ঘোলাটে।

জোমসম থেকে মুক্তিনাথের দূরত্ব ২৫ কিমি। মুক্তিনাথের গাড়ি স্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে, ২ কিমি হাঁটা পথ অবশ্য ঘোড়ার ব্যাবস্থাও আছে। তারপর মন্দিরে যাওয়ার প্রায় ২৫০ সিঁড়ি বেয়ে বাবা মুক্তিনাথের মন্দির। এখানে তাপমাত্রা –৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট।

গাছ গাছালি তেমন নেই। ন্যাড়া পাহাড়। অনেকের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে দেখলাম। মন্দিরের সামনে দুটি কুণ্ড আছে, এবং সহস্রধারা হইতে অবিরত বরফ গলা জল

পড়ে চলেছে। এই জল খুবই ঠাণ্ডা। খুব কম দর্শনার্থী এই জলে স্নান করে বাবার পুজো দিচ্ছে।। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা যায়না, সামনে থেকে দর্শন ও পূজা দেওয়া যায়। মন্দির খোলার সময় সকাল ৬ থেকে দুপুর ১২ টা, আবার দুপুর ১ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পযন্ত। মাঝের এই ১ ঘন্টা বাবার ভোগ ও বিশ্রাম। এখানে বাবা মুক্তিনাথ হচ্ছেন নারায়ণ। তার পাশে আছেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, নাগ, গরুর, নারায়ণ শিলা। পাশে একটি হোমকুণ্ড আছে। মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে পাহাড় কেটে বানানো বুদ্ধদেবের বড় মুর্তি আছে। পাশেই নেমে বাঁদিকে সতী মায়ের মন্দির। এটা একটা পীঠস্থান।

কিছু প্রয়োজনীয় কথা : অনেক উঁচুতে যাদের শ্বাসকষ্ট হয় তাদের মুক্তিনাথ না যাওয়ায় ভালো, কারণ মুক্তিনাথ প্রায় ৪ হাজার মিটার উঁচু। বছরের অধিকাংশ সময় বরফে ঢাকা থাকে এবং অক্সিজেন কম সেই জন্য এখানে গাছ–গাছালি নাই। অসুস্থ হলে বিপদ। কাছাকাছি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। আবহাওয়া খারাপ হলে চপার চলে না। আর গাড়ির রাস্তায়ও ধস নামে মাঝে মধ্যেই। মুক্তিনাথ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে আবহাওয়া দেখে, হুইল লাগেজ, গরম পোশাক, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আর ১–২ দিন বাড়তি সময় নিয়ে যেতে হবে।

বিকশিত ভারত উন্নয়নের চড়াই উতরাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৪ জানুয়ারী শনিবার প্রকাশিত হল ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল রচিত দুটি গবেষণা গ্রন্থ – একটি বাংলায় লেখা ও অন্যটি ইংরাজীতে। গ্রন্থ দুটি প্রকাশ করেন ডায়মণ্ডহারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন উপাচার্য সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাজকুমার কোঠারী এবং যাদবপুর বিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপিকা প্রফেসর ঈশানী নস্কর। প্রথম গ্রন্থ– বিকশিত ভারতের মডেল–এর প্রকাশক মান্না পাবলিকেশন এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ – ইণ্ডিয়ান্স ডেভেলপমেন্ট পলিসি: ফ্রম প্রি–ইনডিপেনডেন্স টু পোষ্ট ইনডিপেনডেন্ট–এর প্রকাশক অ্যাভেনেল প্রেস, কলকাতা। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অনিল কুমার বিশ্বাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডি, সিমলার একজন অ্যাসোসিয়েট; প্রফেসর সৌম্যজিৎ পাত্র, সিধু–কানহু–বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক; প্রফেসর দেবাশীষ নন্দী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং গলসী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর অভিষেক কর্মকার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইপি ফিউচার ইনষ্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানেজমেন্টের অধ্যাপিকা ড. মৌ মুখার্জী দাস।

বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন 'বিকশিত ভারত' নির্মাণের নিঁখুত নীলনকশা তৈরী করা হয়েছে এই গ্রন্থ দুটিতে। বাংলা ভাষাভাষি পাঠককূলের জ্ঞান তৃষ্ণা পুরণের জন্য 'বিকশিত ভারতের মডেল' লিখিত হয়েছে। আর সর্ব ভারতীয় স্তরে এবং পৃথিবীতে ভারতের বর্তমান শক্তি ও পরাক্রম সহ কিভাবে ভারত গত ১০ বছরে দশম বৃহত্তম অর্থব্যবস্থা থেকে পঞ্চম বৃহত্তম অর্থব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ জাতীয় নীতি এবং স্বাধীনোত্তর ও মোদী–পরবর্তী ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ ও সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। পুস্তক দুটির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হ'ল বর্তমানে ভারতের সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের সম্পর্ক বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, গ্রেট বিটেনের সম্পর্ক যা কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের চাহিদা মেটাবে। এছাড়াও গ্রন্থ দুটিতে তুলে ধরা হয়েছে কিভাবে ভারতবর্ষ আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ ট্রিলিয়ান ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে – তার নিখুঁত বর্ণনা। গ্রন্থ দুটির বিশেষত্ব এই যে– এখানে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন–ই তুলে ধরা হয়নি; বরং কিভাবে তা অর্জন করা সম্ভব হবে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চায়না, জার্মানী ও ইজরায়েল থেকে কি কি লিখতে পারি তারও উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু তাই–ই নয়, এই বিরাট লক্ষ্য অর্জনের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে পুস্তক দুটিতে। অবশেষে প্রায় ৩১টি পলিসি সুপারিশ করা হয়েছে, সরকার, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার উদ্দেশ্যে। তবে গ্রন্থ দুটিতে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ভারতের ছাত্রছাত্রী ও যুব সমাজের উপর যারা আগামীদিনে ভারতকে ৩০ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার প্রধান চালিকা শক্তি হবে। লেখক বিশ্বাস করেন যে, আগামী ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত অবশ্যই বর্তমানের 'উন্নয়নশীল দেশ' থেকে 'উন্নত দেশে' পরিণত হবে।

রাজ্যপালের বিশেষ সম্মানে ভূষিত লেফটেন্যান্ট ড. বিবা সমাদ্দার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালদহের মাটি থেকে কলকাতার রাজভবনের মঞ্চে। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজভবনে গভর্নরস স্কুল অব অনার–এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড(বন্দে মাতরম্ পুরস্কার) পেলেন রাজ্যের গৌরব লেফটেন্যান্ট ড. বিবা সমাদ্দার(এনসিসি অফিসার)। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবসের কলকাতার রাজভবনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মালদহ জেলার কৃতী কন্যা ড. বিবা সমাদ্দার এ রাজ্যের রাজ্যপাল ড. সি ভি আনন্দ বোসের হাত থেকে পেলেন গভর্নরস স্কুল অব অনার–

এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড(বন্দে মাতরম্ পুরস্কার)। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এনসিসি অফিসার শিক্ষাবিদ হিসাবে দেশ গঠনে দীর্ঘ নিরলস অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ড.বিবা সমাদ্দারকে এই বিরল সম্মান প্রদান করা হল। ড. সমাদ্দারের প্রশিক্ষণে এনসিসি ক্যাডেটরা জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, এদিনের এই অনুষ্ঠানে ড.সমাদ্দারের মেন্টরশিপে গড়ে ওঠা এসইউও দীপক ব্যাপারী 'এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হন। যিনি গত বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে কন্টিনজেন্ট কমান্ডারে"র দায়িত্ব পালন করেন। এই সাফল্য প্রসঙ্গে ড. সমাদ্দার আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, 'এই সম্মান তাঁর একার নয়, বরং তাঁর জন্মভূমি মালদহ জেলাবাসী এবং তাঁর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের যৌথ প্রাপ্তি। এই সম্মাননা মালদহ জেলার তরুণ প্রজন্মের কাছে এক শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণা হয়ে রইলো।

অনু নাট্যোৎসবে 'রোদ্দুর'

শুভাশীষ চক্রবর্ত্তী : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ বাওয়ালী সত্যপীরতলার যশোদা গার্ডেনের সবুজ ঘাসের গালিচায় একাধিক শাখা সমন্বিত নাট্য সংস্থা 'রোদ্দুর' তাদের ২৫তম বর্ষপূর্তিতে বিকেলে শুরু করে তাদের অনু নাট্যোৎসব। শীতের পড়ন্ত বেলায় রোদ্দুর ছড়িয়ে দিল পরবর্তী ২ ঘন্টা যাবৎ ৭টি অনু নাটকের তাপ। মূলত কলকাতা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৬টি রোদ্দুর শাখা। নাট্যোৎসাহী ৭০–৭৫ জন আমন্ত্রিত দর্শকের উপস্থিতিতে পরিবেশন করে মোট ৭টি অনু নাটকের ডালি। প্রথমটি বিদ্যানগর শাখা উপস্থাপন করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডাকঘর নাটকের নির্বাচিত অংশ 'অমল' ও দ্বিতীয় শিরাকোল শাখার নিবেদন ছিল 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে', তৃতীয়টি বুড়ুল শাখার 'সত্যি একটি মিথ্যে শব্দ', চতুর্থ নাটক উপস্থাপন করে বাওয়ালী শাখা– 'না বলিয়া পরের দ্রব্য', এর

পরের পঞ্চম নাটকটি পরিবেশিত হয় যাদবপুর শাখার 'পশ্চাদ্দেশ বিদারক', ষষ্ঠ নাটক 'ফোঁৎফরর' প্রদর্শন করে দমদম শাখা, সর্বশেষ ও সপ্তম নাটকটি নিবেদন করে বাওয়ালী শাখা, নাটক 'স্বদেশের স্বপ্ন'। সমগ্র অনুষ্ঠানে মিতব্যায়িতার মধ্যে দিয়ে সংক্ষিপ্ত আয়োজনে থিয়েটারের প্রচলিত শর্তের বাইরে বেরিয়ে অনাড়ম্বরে মুখ্যতঃ অভিনয় শৈলী ও কাহিনীর বার্তাবহ অভিনবত্ব উপজীব্য করে উপস্থাপিত হয়। এই ৭টি অনু নাটক যার পিছনে রচনা, রূপদান, নির্দেশনা সাংগঠনিক নেতৃত্ব ইত্যাদির অসামান্য ভূমিকা শুভাশিস খামারুর। সামগ্রিক আয়োজন বাহুল্য বর্জিত হলেও আন্তরিক ও পরিচ্ছন্ন। অনুষ্ঠানের সাফল্য অনুভূত হয়েছে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলীর স্বতঃ স্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায়। অভিনয়ের মান বেশ ভালো যদিও উন্নতির অবকাশ আছে। সামগ্রিক ভাবে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ে ও দক্ষতায় দাগ কেটেছে দমদম শাখার কৌশিক চ্যাটার্জী এবং বাওয়ালী শাখার শ্যাম সুন্দর গাঙ্গুলী ও চন্দন চক্রবর্তী (না বলিয়া পরের দ্রব্য)। অনু নাটকের এমন প্রযোজনা উপভোগ করে মনে হয় এমনি করে দিন যদি যায় যাক না...। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা স্নিগ্ধ রোদ্দুরের চলমানতায় বসন্তের বাতাস লাগুক প্রাণে।

ফুল মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হর্টিকালচার সোসাইটির উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় ৪২ তম উত্তরবঙ্গ ফুল মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্গা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গনে। ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ ফুল মেলার শুভ উদ্বোধন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত

ছলিনে শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রয়েছে বাহারি ফুলের মেলা, জবা,গোলাপ,গাঁদা, ডালিয়া থেকে শুরু করে আরও রকমারি ফুল। মেলার প্রথম দিনে দেখা গেল প্রচুর মানুষের ভিড়। প্রতিবছরই উত্তরবঙ্গ ফুল মেলা কে ঘিরে মানুষের আগ্রহ তুঙ্গে থাকে। মেলা চলবে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মেলার মাঝখানে রয়েছে মঞ্চ, সেই মঞ্চে প্রত্যেকদিন চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অথ লোকনাট্য কথা/ পর্ব ১

কৃষ্ণচন্দ্র দে

'লোকনাট্য' এই শব্দটার ভিতরেই একটা কেমন যেন আকর্ষণীয় মাটির গন্ধ আছে, যা অনেকটাই প্রান্তিক মানুষের জীবনচর্চার কাহিনি বা উপাখ্যান। একে সেই অর্ধশিক্ষিত প্রান্তিক মানুষের রোজনামচাও বলা যেতে পারে। এর মধ্যে নোনা মাটির সোঁদা গন্ধ গন্ধ একটা ভাব তো আছেই। সেই কারণেই এই লোকনাট্য জনমানসে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়। অতি পুরাতন নাট্য আঙ্গিক আমাদের বাংলার যাত্রাশিল্প এই লোকনাট্যেরই একটা বলিষ্ঠ আঙ্গিক বলেই মনে করি।

বহুকাল ধরে এই যাত্রাই আমাদের বিশেষত গ্রাম বাংলার অগণিত মানুষের বিনোদন বলে মনে করা হত। শহরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে ১৮ শতক থেকে ১৯ শতকের গোড়া পর্যন্ত যাত্রা এদের কাছে একরকম একঘরেই ছিল। আধুনিক থিয়েটারের প্রভাবে যাত্রাও ক্রমশ রূপান্তরিত হতে থাকে। এর রূপ অনেকটা মার্জিত যুগোপযোগীও হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি থেকে জানতে পারি যে জনৈক গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো শিক্ষিত

সমাজ যখন যাত্রা দেখে থিয়েটারে উদ্বুদ্ধ হন, তখন তাদের ক্ষমতার গুণেই যাত্রা শিল্প বহুদিন পর্যন্ত থিয়েটারের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিল। আধুনিক নাট্যকারগণ এবং নির্দেশকেরা এর অমোঘ আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকতে পারেননি। তাই তারা তাদের নাটক লোকনাট্যের আঙ্গিকে ঢেলে সাজিয়ে মঞ্চায়িত করে প্রভূত যশ খ্যাতির অংশীদারও হয়েছেন। এর আঙ্গিকটা মূলতঃ লোকায়ত। গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষ বা কোনো কোনো গোষ্ঠীর নিজস্ব সভ্যতা–সংস্কৃতিকে সম্বল করে বা তাদের কোন কাহিনি বা উপকাহিনিকে কেন্দ্র করে নাটক গড়ে ওঠে, যার ফলে নাটকগুলো মানুষের অন্তরকে অনায়াসে ছুঁয়ে যেতে পারে যদি প্রয়োগ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ত্রুটি না থাকে। কর্মসূত্রে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন ঘুরেছি তেমনি ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত গ্রামেগঞ্জে এমনকি অধুনা বাংলাদেশেও ঘুরে বেড়িয়েছি। ফলতঃ আসাম, বিহার, রাজস্থান, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, কেরল, ঢাকা, ময়মনসিং, খুলনা, যশোর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল, সিলেট প্রভৃতি অঞ্চলের লোকনাট্যের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিতি লাভ করেছি। সেইসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছি। তেমনি নিজেকেও ঋদ্ধ করতেও পেরেছি।

প্রত্যেক অঞ্চলের লোকনাট্যের কিছু কিছু নিজস্ব স্বকীয়তা বা বৈশিষ্ট্য থাকে বা আছে। সেটা কোন অঞ্চলের সাথে হয়তো মিল নাও খেতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটি আঙ্গিকই নিজস্ব স্বকীয়তায় ভরপুর। কিছু কিছু সামান্য অমিল থাকলেও তা কখনই মহীরুহ আকার ধারণ করার মতো নয়। আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি হাবিব তনবির সাহেবের নাটকগুলি দেখে। হাবিব সাহেবের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকই লোকনাট্যের আঙ্গিকের একেবারে ঠাসা বুনোট। হাবিব কন্যা নাগিন এখন ভোপাল কেন্দ্রিক দলটিকে দেখভাল করছে। নাগিন দু দু বার তাদের চরণ দাস চোর তপন থিয়েটারে প্রদর্শন করে গিয়েছে। এই দলটি প্রায় সারা বছর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাটক করে বেড়ায় এবং দলের সমস্ত কুশীলবেরাই মাসিক মাহিনা করা শিল্পী। হাবিবের নাটকে সেটের সেরকম ঘনঘটা থাকে না বললেই চলে এবং তাতে করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে অনেক সুবিধা হয়। নয়া থিয়েটার অনেকটা থিয়েটার কমিউনের ধাঁচে গড়ে তোলা সংগঠন। তিজন বাঈ–এর পাণ্ডবাণী একটি বিশেষ আঙ্গিকের লোকনাট্য বলে মনে হয়েছে আমার। তিজন বাঈ ও তার দলবল নিয়ে তপন থিয়েটারে অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন। এছাড়া বিহারের নোটঙ্কি আমি দেখেছি। রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন পর্বকে কেন্দ্র করে তারা তাদের পারফরম্যান্স দেখিয়ে চলেছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছে তারা এই সুবিশাল এপিক দুটিকে নিজেদের মতো করে নিজস্ব আঙ্গিকে এমনকি ভাষা সংলাপ পর্যন্ত নিজেদের মতন করে গড়ে নিয়েছে। এটা একটা ভাল দিক। আবার বিহার–উত্তর প্রদেশের এমন কতগুলি দল বা অপেরা টাইপের গোষ্ঠী আছে যারা একটা নির্দিষ্ট সময়ে প্রায় মাসাধিক কাল ধরে রামায়ণ–মহাভারত–এর নানা পর্ব অভিনয় প্রদর্শন করে থাকে এবং স্থানীয় ক্লাব বা কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। একটা ঘটনার কথা কিঞ্চিৎ মজা করেই বলছি – বিহারের একটি অঞ্চল ছোটমুরি গ্রাম ঝালদা তুলিন–এর বাংলা–বিহার সীমান্ত অঞ্চল এটা। বর্তমানে এই অঞ্চলটা ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে।

সেখানে রামলীলা হবে সকাল থেকে ঢেরা পিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। খোলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমি দু'একজন আত্মীয়কে সঙ্গে নিয়ে যথারীতি দেখছি। কিছুক্ষণ পর আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে সবেমাত্র একটা টান দিয়েছি, এমনি সময় পাশ থেকে একজন স্থানীয় মানুষ টান মেরে আমার সিগারেট ফেলে তো দিলই, প্রায় ধমকের সুরে বললো – ''হিয়ামে মেরে রাম রাজা ভি হ্যায়, অউরতুম বিড়ি পিয়াতা।'' আমি তো একেবারেই চুপ। ওদের ইনভলভমেন্ট দেখে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি পশ্চিমবঙ্গেও এমন দলের সন্ধান পাওয়া যেত। আমি বাটানগরে প্রতি বছর এমন একমাস ব্যাপি রামায়ণ–মহাভারত পালা বহুবার দেখেছি। অভিনয়ের মাঝখানে মালা ডাক হতো এবং দেখেছি রামের মালা, সীতার মালা, হনুমানের মালা কেনার জন্য কি ধুম পড়ে যেত শ্রোতাদের মধ্যে। বর্তমানে এইসব শিল্পীদের বা দলের খুব একটা খোঁজ পাওয়া যায় না, বোধ করি কালের স্রোতে হারিয়ে গিয়েছে। নগরায়ণ সভ্যতা, লোকসংস্কৃতির শিকড়ে গ্লোবালাইজেশনের থাবা এইসব লোক শিল্পীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে, যেমন করে নাচনী সম্প্রদায় একালে হারিয়ে গিয়েছে বলা যায়। তবু নান্দীকারকে ধন্যবাদ জানাই তারা নাচনীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন এবং সফল প্রযোজনা। এক কথায় সুপার হিট পালা।

ক্রমশ

পুস্তক সমালোচনা

স্মৃতির মণিকোঠায় রত্ন সমাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার হরিদেবপুর অঞ্চল থেকে প্রকাশিত শিশু কিশোর সাহিত্য পত্রিকা কচি কাঁচা সবুজ সাথীর সম্পাদক ছিলেন বিমল মুখোপাধ্যায়। তাঁরই অনুরোধে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে : ইতিহাসের পাতা থেকে বিভাগে লিখতে শুরু করেন ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়। বেশ কিছুদিন ধরে এই বিভাগে বহু মনীষীর জীবন কথা ছোটদের মত পরিবেশন করেন লেখক। সম্পাদকের অসুস্থতার কারণে বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। ততদিনে অনেক মনীষীর জীবনী ছাপা হয়ে গেছে। স্মৃতির সরণি বেয়ে গ্রন্থের লেখকের নিবেদন অংশে ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় শুরুতেই মনীষীদের জীবনী লেখার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন।

সর্বশেষে লেখকের মনের আক্ষেপ ঝরে পড়েছে তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণে, ... অনেক মহাপুরুষের জীবনী ও অনেক স্মৃতির মানুষের কথা বলা হল না, তাই অসম্পূর্ণ অবস্থায় এটি প্রকাশ করা হল। এঁদের বেঁধে দেওয়া পরিসরের মধ্যে আমাকে লিখতে হয়েছে।

স্মৃতির সরণি বেয়ে গ্রন্থটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বের শিরোনাম ইতিহাসের পাতা থেকে। এই পর্বে ঠাঁই পেয়েছে ৩৫টি জীবনী। সর্বপ্রথমে মহাত্মাগান্ধী এবং সর্বশেষে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুভাষ চন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিধানচন্দ্র রায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ মনীষীর জীবনী তুলে ধরেছেন লেখক। যেহেতু ছোটদের পত্রিকা, সেহেতু একেবারেই ছোটদের উপযোগী করে সহজ সরল ভাষায় জীবনীগুলো লেখা হয়েছিল। এক্ষেত্রে লেখকের সাফল্য ষোলআনা।

দ্বিতীয় পর্বের শিরোনাম স্মৃতির মানুষ। লেখক যাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন সেরকম ৩৬ জনের কথা তুলে ধরেছেন। সেইসব ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটন দেখতে পাই রচনাগুলোর মধ্যে। ব্যক্তিগত আলাপচারিতা রচনাগুলোকে উপভোগ্য করে তুলেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অমলেন্দু মিত্র, হরিবিলাস চট্টোপাধ্যায়, ডঃ দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ডঃ কিশোরী রঞ্জন দাশ, বীথিকা গুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ধরা পড়েছে রচনাগুলোতে। বাহুল্য বর্জিত স্বল্প পরিসরে রচনাগুলো সুখপাঠ্য হয়েছে।

গ্রন্থের তৃতীয় পর্বের শিরোনাম চিঠি চাপাটি। লেখককে লেখা বিভিন্ন জনের ১৯টি চিঠি এই পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ ঘোষ, সমীর রায়চৌধুরী, বিজিত কুমার দত্ত, বিজয়ানন্দজী, বিপ্লব চক্রবর্তী, সুধীর করণ প্রমুখের লেখা চিঠি রয়েছে এই পর্বে। চিঠিগুলো পাঠ করলে প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষাপট মূর্ত হয়ে ওঠে। লেখকের পরিচয়ও ফুটে ওঠে সহজ ভাবে। চিঠিগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই।

প্রণতোস্মি নন্দীর রঙিন প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। মনীষী ও প্রকাশিত ব্যক্তিদের ছবি থাকলে খুব মন্দ হত না। গ্রন্থের বোর্ড বাঁধাই প্রশংসনীয়।

স্মৃতির সরণি বেয়ে– ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক: দীপালি চট্টোপাধ্যায়, অণুপত্রী প্রকাশন, সিউড়ি, বীরভূম –৭৩১১০১, মূল্য– ২৫০ টাকা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানকে সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানকে সম্মান জানাতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল জেআইএস গ্রুপের মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক সম্মাননা অনুষ্ঠান 'জেআইএস সম্মান ২০২৬'। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি কৃতী ছাত্রছাত্রী, গবেষক, শিক্ষক ও জেআইএস গ্রুপের কর্মীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করা হয়।

এই বছরের সর্বোচ্চ সম্মান 'জেআইএস মহা সম্মান ২০২৬' প্রদান করা হয় ডিআরডিও–এর ডিরেক্টর জেনারেল ড. বিনয় কুমার দাসকে। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়। ড. দাস ডিআরডিওর ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন সিস্টেমস বিভাগের

ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি 'অপারেশন সিন্দুর'–এর অন্যতম প্রধান রূপকার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আকাশতীর, আকাশ মিসাইল ও ব্রহ্মোস–এর মতো অত্যাধুনিক দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সফল প্রয়োগে তাঁর কৌশলগত নেতৃত্ব ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা, প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা ও জাতীয় নিরাপত্তাকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

অনুষ্ঠানে জেআইএস গ্রুপের শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করে। উপস্থিত ছিলেন জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরদার তরনজিৎ সিং, জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরদার হরনজিৎ সিং, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর সরদার অমরিক সিং এবং জেআইএস গ্রুপের সিইও সরদারনি মনপ্রীত কৌর। এছাড়াও গ্রুপের বিভিন্ন পরিচালক ও উর্ধ্বতন আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

'জেআইএস মহাসম্মান ২০২৬'–এ আরও যাঁরা সম্মানিত হন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হরিয়ানার প্রাক্তন সাংসদ ও ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ–এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সরদার তারলোচন সিং। জনজীবনে তাঁর অবদান, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রখ্যাত শিল্পী সঙ্গীতশিল্পী হৈমন্তী শুক্লা–কে সম্মানিত করা হয় ভারতীয় সংগীত, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় তাঁর অনন্য অবদানের জন্য। একইসঙ্গে ভারতীয় জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ও গোলরক্ষক ভাস্কর গাঙ্গুলিকে সম্মান জানানো হয় ভারতীয় ফুটবলে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান, নেতৃত্বগুণ ও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের জন্য।

অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে খ্যাতনামা সুফি ব্যান্ড 'বল্লি সুফি'–র মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশনা। তাঁদের পরিবেশিত সুফি সুর অনুষ্ঠানকে এক অনন্য সাংস্কৃতিক আবেশে ভরিয়ে তোলে।

শৈলেনবাবুর স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সম্পাদক শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই–এর জীবনাবসান ঘটে গত ৩০ ডিসেম্বর। অত্যন্ত জনপ্রিয়, সদা হাস্যময়, স্বজ্জন মানুষটির প্রয়াণে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এই আবহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ (বাওয়ালী শাখা)–এর ব্যাবস্থাপনায় গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ বাওয়ালীতে একটি ভাব গম্ভীর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রারম্ভিক ভাষণটি দেন আয়োজক সংস্থার পক্ষে বাসুদেব কাবড়ি। স্যার শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই এলাকায় শৈলেনবাবু নামে সমধিক জনপ্রিয় ও খ্যাত ছিলেন। স্যারের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই সভায় ৭০–৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভায় আগত সকলে স্যারের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ্য ও মাল্যদান করে। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর পূর্বে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্ট, অর্থাভাব, স্থানাভাব, বিরোধিতা, সম্মানহানি ইত্যাদি জয় করেও অদম্য জেদ ও লক্ষে অবিচল থেকে ১৯৫৬ সালে বাওয়ালীতে নারী শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয় শ্রীসারদা রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠের শুভযাত্রা শুরু হয় মাত্র ১২ জন ছাত্রীকে নিয়ে। এই ছাত্রীদের মধ্যে দুজন (প্রতিমা মণ্ডল ও কল্পনা হালদার) এই সভায় উপস্থিত ছিলেন– যাদের বক্তব্য থেকে বিদ্যালয়ের সূচনা পর্বের অনেক হারিয়ে যাওয়া তথ্য ও বিবরণ পাওয়া যায়। অন্যান্য বক্তারা ডাক্তার তরুণ রায়, মধুসূদন লাটু, মনোতোষ চৌধুরী, রামচন্দ্র মণ্ডল, সুভাস চক্রবর্ত্তী, করুণাশীষ চক্রবর্ত্তী, প্রদীপ দাস প্রমুখ স্যারের স্মৃতি চারণায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। স্যারের অত্যন্ত গুণমুগ্ধ কবি ও সাহিত্যিক বসন্ত পরামানিক স্যারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শৈলেনবাবুর অনন্য কর্মজীবন নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা কর্মযোগী শৈলেন্দ্রনাথ পাড়ুই চূড়ান্ত পর্যায়ে যা অনতি বিলম্বে প্রকাশিতব্য। ভাবে, ভাবনায়, মর্যাদা ও আবেগে অনুষ্ঠানটি শোকে ও গাম্ভীর্যে সম্পন্ন হয়। বিদ্যালয়ের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠাতা, শিক্ষক শৈলেনবাবু থাকবেন চিরস্মরণীয় হয়ে। জয়তু পূণ্য জীবন শৈলেনবাবু স্যার। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক উত্তম কুমার মণ্ডল, তমাল কুমার মালিক, সাংস্কৃতিক কর্মী শুভাশীষ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মণ্ডল, ভাগ্যধর মণ্ডল, দিব্যেন্দু মণ্ডল, শিল্পী কোকেন পাত্র শিক্ষানুরাগী অভিজিৎ আদক, স্বপন মান্না, প্রদীপ সামন্ত, শ্যামল মণ্ডল, প্রিয়ব্রত গায়েন, সুপ্রকাশ সাঁতরা, সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ। নিজের লেখা গান পরিবেশন করেন সুকুমার দাস।

রূপম কলা চক্রের অনুষ্ঠান

সৃজিতা মালিক : ১১ জানুয়ারি কলকাতার সুজাতা সদনে দক্ষিণ শহরতলীর বজবজের রূপম কলাচক্র তাদের ৪০ তম বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক কুমার দেব। ৪০ তম বাৎসরিক অনুষ্ঠানে রূপম কলাচক্রের ছাত্রছাত্রীরা সংগীত এবং নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে। আমন্ত্রিত সংস্থা আলাপন কবিতা আলেখ্য পরিবেশন করে। নৃত্য নির্মাণে ছিলেন শিল্পা অধিকারী, তেজস্বিনী ব্যানার্জি, কৃষ্ণা অধিকারী, উপাসনা দাস মিত্র। আলাপন বাচিক সংস্থা কবিতালেখ্য পরিবেশন করে। পরিচালনায় ছিলেন মৌসুমী সরকার। একক আবৃত্তি নিবেদন করেন মলয় বাগ, সোনালী কর এবং মিঠু নস্কর। একক ও সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন রূপম কলাচক্রের ছাত্রছাত্রীরা। সংগীতের প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মৌসুমী রায় বিশ্বাস এবং শ্রীমানী ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন রুমা দাস, সঙ্গীতা সিংহ, মৌসুমী সরকার এবং অনামিকা ব্রম্ভ। সমগ্র অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছিলেন সংস্থার অধ্যক্ষ সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী। প্রসঙ্গত ১৯৮৬ সাল থেকে রুপম কলাচক্র সাংস্কৃতিক চর্চা এবং পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে আসছে। সুপর্ণা মিত্র চক্রবর্তী জানান, সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি সংগীত নৃত্য ও আবৃত্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে সংস্থা আগামীদিনেও আমাদের এই প্রয়াস চালু থাকবে।

আঁতশ কাচে

ক্রীড়া বাজেট

ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ক্রীড়া ভিত্তিক কর্মসংস্থানের প্রসারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেটে একাধকি ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে। খেলো ইন্ডিয়া মিশন শুরু করতে চলেছে কেন্দ্র, আগামী ১০ বছর ধরে চলবে এই মিশন। ক্রীড়াক্ষেত্রে ৪ হাজার ৪৭৯.৮৮ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ক্রীড়া সরঞ্জাম শিল্প খাতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

ফ্রাঙ্ক ওরেল ডে

ফ্রাঙ্ক ওরেল দিবসে কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় মোট ৭৪১ জন রক্তদান করেছেন। ইডেনে ডাক্তার বি সি রায় ক্লাব হাউসে এক শিবিরের ৪৭৩ জন রক্ত দান করেন। বিভিন্ন জেলায় ২৬৮ জন রক্ত দিয়েছেন। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল সিএবি এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ওয়েস্ট বেঙ্গলের সহযোগিতায় ইডেনে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের টি-২০ দলের অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদবের স্বাক্ষরিত শংসাপত্র রক্তদাতাদের দেওয়া হয়।

সৌরভদের জয়

সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সিএবির ৯৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়। সৌরভ গাঙ্গুলির নেতৃত্বে সিএবির সভাপতি একাদশ ৬ উইকেটে সচিব একাদশকে পরাজিত করেছে।

আলকারাজের রাজ

সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচকে হারিয়ে স্পেনের কার্লোস আলকারাজ প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জয় করেছেন। মেলবোর্নে পুরুষদের সিঙ্গলসের ফাইনালে চার সেটের লড়াইয়ের শেষে আলকারাজ জোকোভিচকে ২-৬, ৬-২, ৬-৩, ৭-৫ সেটে হারিয়ে দিয়েছেন। এই ম্যাচে পরাজয়ের ফলে জোকোভিচের রেকর্ড ২৫ টি গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয় অধরা রইলো। ২২ বছর বয়সী আলকারাজ কনিষ্ঠতম টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ওপেন যুগে কেরিয়ার গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়ের রেকর্ড করলেন। আলকারাজের এটি সপ্তম গ্র্যান্ডস্ল্যাম জয়।

রিবাকিনার জয়

মহিলাদের সিঙ্গলসে দুবারের চ্যাম্পিয়ন বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে হারিয়ে কাজাখস্তানের এলিনা রিবাকিনা প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন খেতাব জয় করেছেন। মেলবোর্নে মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে রিবাকিনা তিন সেটের লড়াইয়ের শেষে আরিয়ানা সাবালেঙ্কাকে ৬-৪, ৪-৬, ৬-৪ সেটে হারিয়ে দ্বিতীয়বার গ্র্যান্ডস্ল্যাম খেতাব জয় করেছেন।

ভারতের সিরিজ

ভারত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি -২০ সিরিজ ৪-১ এ জিতে নিয়েছে। তিরুবনন্তপুরমে শেষ টি-২০ ম্যাচে ভারত ৪৬ রানে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। অধিনায়ক সূর্য কুমার যাদব সিরিজের সেরা হয়েছেন।

দীঘায় ভলিবল

৬৯ তম মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় স্কুল বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতায় জয়ী হল বাংলা। ফাইনালে তামিলনাড়ুকে ১৪-২১, ২১-১৯ ও ১৫-৭ পয়েন্টে হারায় বাংলা। অন্যদিকে, তৃতীয় স্থানাধিকারীর ম্যাচে গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশকে হারিয়ে দেয়।

প্রয়াত জিমন্যাস্ট

কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল গেমসে চোট পেয়ে মৃত্যু হল এক কিশোর জিমন্যাস্টের। ঘাড়ে চোট পেয়ে কলকাতার এক হাসপাতালে ১২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর প্রয়াত হন মধ্যপ্রদেশের উজায়ির আলি। জানা গেছে ১৬ জানুয়ারি টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ওয়ার্ম আপ করার সময় চোট পায় সে।

বিদেশি প্রতিযোগীদের লড়াইয়েও ভারতই সেরা

সুমনা মণ্ডল: কলকাতায় আয়োজিত হল ২৭ তম বঙ্গভূমি কাপ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। এই প্রতিযোগীতার মাধ্যমে মার্শাল আর্ট বা ক্যারাটে অঙ্গনে আন্তর্জাতিক স্তরে আবারও উজ্জ্বল হল কলকাতার নাম। বিশ্বের ৪ টি দেশ থেকে প্রায় ৬৬০ জন প্রতিযোগী তাদের দক্ষতা প্রর্দশন করেন। এ বছর আয়োজক দেশ ভারত ছাড়াও শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ চারটি দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতার প্রধান আয়োজক কিয়োশি জয়ন্ত কুমার কর্মকার বলেন, এই ইভেন্টটি শুধু পদক

জেতার লড়াই নয়। বরং এটি বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ।

আয়োজকরা বর্তমান সময়ে আত্মরক্ষার কৌশল শেখা কতটা জরুরি, সে বিষয়ে আলোকপাত করেন। পুরো অনুষ্ঠানটি তত্ত্বাবধান করেন রেনশি টুম্পা কর্মকার। অংশ নিয়েছিল বিদেশি প্রতিযোগীরাও। উপস্থিত ছিলেন মডার্ন অ্যাকাডেমি কলকাতার পরিচালক রত্না মিত্র ও অধ্যক্ষ শুভ্রা পাল। ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল-এর সভাপতি ও কেআইও রেফারি কমিশন চেয়ারম্যান হানশি প্রেমজিৎ সেন। এ বারের বঙ্গভূমি কাপে প্রথম স্থান পায় ভারত। দ্বিতীয়স্থানে মালয়েশিয়া, তৃতীয় স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চতুর্থ স্থানে শেষ করে শ্রীলঙ্কা।

বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত ইডেন, দেখলেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি-২০ বিশ্বকাপ ৭ টি ম্যাচ পেয়েছে ইডেন গার্ডেন্স। শহরে ফিরেই কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস সহ বাকি কর্তাদের নিয়ে ইডেন পরিদর্শনে হাজরি সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ঢেলে সেজে উঠেছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। বাংলাদেশ বয়কট করেছে, ভারতে খেলতে আসবে না ফলে বাংলাদেশের জায়গায় স্কটল্যান্ড খেলবে ইডেনে। ইডেন বিশ্বকাপে মোট ৭ ম্যাচ পেয়েছে।

৭ ফেব্রুয়ারি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম স্কটল্যান্ড (বিকেল ৩টে)
৯ ফেব্রুয়ারি: স্কটল্যান্ড বনাম ইতালি (সকাল ১১টা)
১৪ ফেব্রুয়ারি: ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড(বিকেল ৩টে)
১৬ ফেব্রুয়ারি: ইংল্যান্ড বনাম ইতালি (বিকেল ৩টে)
১৯ ফেব্রুয়ারি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি (সকাল ১১টা)
১ মার্চ: সুপার এইটে ভারতের ম্যাচ (সন্ধ্যা ৭টা)
৪ মার্চ: প্রথম সেমিফাইনাল কলকাতা/কলম্বো (সন্ধ্যা ৭টা)

যোগাতে সাফল্য পেল কালনার ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীঘাতে অনুষ্ঠিত স্কুল গেম ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত ৬৯ তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে আর্টিস্টিক যোগা, ট্র্যাডিশনাল যোগা ও রিদিমিক যোগা পেয়ারে প্রথম স্থান অর্জন করেছে কালনা অম্বিকা মহিষমর্দিনী বয়েজ স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজদীপ দালাল। রাজদীপের বদ্যিালয়রে পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধিত করে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। তার

এই সাফল্যে খুশি সে, তার গোটা পরিবার ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। রাজদীপ বলেন, অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে তিনটি প্রতিযোগিতাতেই দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণ তাদের মধ্যে তিনটি বিভাগেই প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

জলের দরে সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএসএল সম্প্রচারের বিড পেপার খুলতেই যেন চমক অপেক্ষা করছিল ফেডারেশনের জন্য। এবারের আইএসএল সম্প্রচার করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল এবিপি ডিজিটাল, ফ্যান কোড বা ইউরো স্পোর্টসের মতো একাধকি সংস্থা। পাশাপাশি, বিগত কয়েক বছর ধরে আইএসএল সম্প্রচার করা জিও হটস্টারও এই দৌড়ে ছিল। কিন্তু, সবাইকে ছাপিয়ে এবারের আইএসএল সম্প্রচারের স্বত্ব পেল ফ্যান কোড। তারা মূলত ডিজিটাল মাধ্যমের জন্যই এই বিড জমা দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বিড পেপার খোলার পর দেখা গেছে বেশিরভাগ সংস্থাই ডিজিটাল মাধ্যমে আইএসএল সম্প্রচারে বিশেষ আগ্রহী। তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল 'বিড' জমা দিয়েছিল ভারতীয় সংস্থা 'ফ্যানকোড'। সম্প্রচার স্বত্বের জন্য ফেডারেশন মোট ৫টি প্যাকেজের ব্যবস্থা রেখেছিল। তার মধ্যে তিনটি প্যাকেজে আগ্রহ দেখিয়েছিল ফ্যানকোড। যাতে বিশ্বব্যপী সম্প্রচারের ব্যবস্থা, টিভি সম্প্রচার, ডিজিটাল সম্প্রচার ছিল। একইসঙ্গে, ওয়ার্ল্ডফিড প্রোডাকশনের দায়িত্ব পেল কেপিএস ষ্টুডিও। কেপিএস স্টুডিও হচ্ছে সেই সংস্থা, যারা ইতিমধ্যেই তিনবার আই লিগ, পর পর ৬বার ডুরান্ড কাপ করার পাশাপাশি গত মরসুমে কলকাতা লিগেরও প্রোডাকশন করেছে।

১৮ জানুয়ারি সম্প্রচারের জন্য বিডের আহ্বান করেছিল ফেডারেশন। যার শেষদিন ছিল ১ ফেব্রুয়ারি। তবে জল্পনা থাকা সত্ত্বেও এই বিডে অংশগ্রহণ করেনি দুই বড় সংস্থা সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক এবং জি এন্টারটেইনমেন্ট। বিড খোলার পর মূলত সম্প্রচারের অভিজ্ঞতা, ক্যামেরা, পরিকাঠামো জনপ্রিয়তার পাশাপাশি অর্থপ্রাপ্তির নিরিখে এগিয়ে থাকা সংস্থাকে সম্প্রচারের জন্য বেছে নেওয়া হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল। মোট মূল্যায়নে ৭০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয় টেকনিক্যাল দক্ষতাকে এবং ৩০ শতাংশ গুরুত্ব দেওয়া হয় আর্থিক প্রস্তাবকে।

এক্ষেত্রে, প্রায় ৮.৮২ কোটি টাকার বিড জমা দিয়েছিল ফ্যানকোড। ফুটবল, ক্রিকেটের পাশাপাশি টেনিস সহ একাধকি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সম্প্রচারের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের। তাই সবদিক বিচার করে ফ্যানকোডকেই আইএসএল সম্প্রচারের জন্য বেছে নিল ফেডারেশন। ফ্যানকোড ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আইএসএল-এর ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। ফ্যানকোডে ম্যাচের অনলাইন স্ট্রিমিং হলেও তাঁদের পক্ষে ব্রডকাস্টিং সম্ভব নয়।

ফ্যানকোডের হাতে থাকছে বিশ্বব্যপী সম্প্রচার, ডিজিটাল স্ট্রিমিং এবং টিভিতে সম্প্রচারের স্বত্ব। টিভিতে সম্প্রচারের দৌড়ে এগিয়ে সোনি স্পোর্টস। উচ্ছ্বসিত ফ্যানকোড সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা ইয়ানিক কোলাসো বলেন, আইএসএল ফ্যানকোডের খাতায় একটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি। যা ভারতীয় ফুটবলের সেরা দিকটি তুলে ধরে।' জানা গেছে ডিজিটাল স্ট্রিমিংয়ের জন্য ৫ কোটি টাকার বিড জমা করেছিল জিওহটস্টার। ফলে লড়াই থেকে ছিটকে যায়।

ফ্যানকোডকে ২০২৫-২৬ আইএসএল মরশুমে ৯১ ম্যাচের জন্য ৮.৬০ কোটি টাকায় সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ২০২৪-২৫ মরসুমে ১৬৩ ম্যাচের লিগের সম্প্রচার স্বত্ব ২৭৫ কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছিল। যা কিনেছিল জিও/ভায়াকোম। প্রতি ম্যাচের হিসেবে শতাংশের নিরিখে চুক্তির অঙ্কটা কমল ৯৫ শতাংশের মতো। গত মরসুমে যেখানে একটি ম্যাচ সম্প্রচারের পিছনে খরচ ছিল ১.৬৮ কোটি টাকার মতো। সেখানে এবার সংক্ষিপ্ত আইএসএলের একটি ম্যাচের সম্প্রচার মূল্য কমে দাঁড়াচ্ছে ৯.৫০ লক্ষ টাকায়। মনে করা হচ্ছে, সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড-এর মধ্যে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় ফুটবলের গোটা ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলেই এই পতন।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট। প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী, উদ্বোধনী দিনে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হবে কেরালা ব্লাস্টার্স। এ ছাড়াও এবং এফসি গোয়া বনাম ইস্টার কাশির ম্যাচ রয়েছে। তবে সম্প্রচারকারীর প্রয়োজন অনুযায়ী সূচিতে পরিবর্তন হতে পারে। মোট ৯১টি ম্যাচে প্রতিটি দল খেলবে ১৩টি করে ম্যাচ।

বেঙ্গল সুপার লিগের প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হাওড়া হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল সুপার লিগের প্রথম আসর কল্যাণী স্টেডিয়ামে এক জমজমাট ফাইনালের মধ্য দিয়ে শেষ হল। খেলার একেবারে শেষ মিনিটে কৌস্তভ দত্তের গোলে হাওড়া/হুগলি ওয়ারর্য়িস অতিরিক্ত সময়ে ৩-২ ব্যবধানে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি মালদা/মুর্শিদাবাদকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

একটি দীর্ঘ এবং অত্যন্ত সফল উদ্বোধনী মরসুমের পর, এই লিগ তৃণমূল স্তরের প্রতিভা অন্বেষণের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, যেখানে বিভিন্ন জেলার খেলোয়াড়রা উঠে এসে একটি প্রতিযোগিতামূলক, পেশাদার মঞ্চে নিজেদের ছাপ রেখেছেন। নির্ধারিত সময় ড্র হয়। অতিরিক্ত সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে (১২০তম মিনিটে) কৌস্তব দত্তের সরাসরি কর্নার থেকে আসা গোলে হাওড়া হুগলি ওয়ারিয়র্স নাটকীয়ভাবে ৩-২ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে। ম্যাচ হারলেও, অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য মহম্মদ সুমিত ম্যাচ সেরার পুরস্কার লাভ করেন।

হাফ ম্যারাথনে সেরা উত্তরপ্রদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : তমলুকে সাড়ম্বরে আয়োজিত হল হাফ ম্যারাথন। ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতার চমকে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের প্রতিযোগীরা। প্রথম ১০-এ উত্তরপ্রদেশের ছিল ৪ জন। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড বিহার ও ওড়িশার প্রতিযোগীরাও ছাপিয়ে যায় অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে। জেলার ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি ভিন রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে তমলুকের এই হাফ ম্যারাথন দৌড়ে।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুকের ইয়ুথ স্পোটিং ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ২১ কিমি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরু হয় মেচেদা কেটিপিপি মোড় থেকে। তমলুক শহর ঘুরে শেষ হয় তমলুকের তমলুক ইউথ স্পোর্টিং ক্লাব সংলগ্ন শংকরআড়া বাসপুলে। প্রায় ২০০-এর বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এই হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ৩১ বছরে পড়ল। প্রতিযোগিতায় প্রথম হন উত্তরপ্রদেশের আরফি আলি, তাঁর সময় লেগেছে ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ২৭ সেকেন্ড। ১ ঘণ্টা ১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড সময় নিয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অনুপম মাহাতো।১ ঘন্টা ২ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে তৃতীয় হয়েছেন উত্তরপ্রদেশের গণেশ কুমার। প্রথম পুরস্কার ছিল ৪০ হাজার টাকা এবং ট্রফি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার যথাক্রমে ৩০ ও ২০ হাজার টাকা এবং ট্রফি। এই প্রতিযোগিতায় দশম স্থান পর্যন্ত আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মহিলাদের মধ্যে প্রথম তৃতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনূর্ধ্ব ১২ স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যালকাটা ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে পল্টু দাস মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মধ্য কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলের মাঠে আয়োজিত হল তিনদিনের অনূর্ধ্ব ১২ স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্ট। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দেবব্রত সরকার, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত সহ অন্যান্যরা। চ্যাম্পিয়ন হয় মেদিনীপুরের গোদাপিয়াশাল মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাইস্কুল।

ইস্টবেঙ্গলের স্কুল অফ এক্সেলেন্স এবার উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্নের ফুটবল এবং ক্রিকেট উড়ানে গতি বাড়ছে। স্কুল অফ এক্সেলেন্স ফুটবল, ক্রিকেটের শৈশবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক অন্যতম মাইলফলক। এর হাত ধরেই ভারতীয় বিকাশের কর্মসূচি নিয়ে।

উদ্বোধন পর্বে কচি-কাঁচা থেকে কিশোররা যথেষ্ট সংখ্যায় হাজির ছিল। যারা আগামীদিনে ভারতীয় ফুটবলের আনাচ-কানাচে নিজেদের জায়গাকে প্রতিষ্ঠিত করতে মুখিয়ে

ফুটবল ক্রিকেটের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল আলোয় পৌঁছে দেওয়াই ইস্টবেঙ্গলের স্বপ্ন। আর এই পথ ক্রমশ চওড়া রাজপথের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কলকাতার উপকণ্ঠ পেরিয়ে স্কুল অফ এক্সেলেন্স উত্তরবঙ্গে পাহাড়ের কোলে পৌঁছে গেল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে শিলিগুড়ির দুন হেরিটেজ স্কুল যৌথ উদ্যোগে তাদের হাত বাড়িয়ে দিল সেখানকার মাটির ফুটবল কুঁড়ির রয়েছে। কারণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এমন উদ্যোগের সিঁড়িতে পা ফেলাটা তাদের কাছে স্বপ্নপূরণের সামিল। অনুষ্ঠানে দুন হেরিটেজ স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ড: এম কে দাস, ডাইরেক্টর শিবম ভট্টাচার্য্য, যুগ্ম ডাইরেক্টর সঞ্জনা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের পক্ষে ছিলেন সচিব রূপক সাহা, কর্মসমিতির সদস্য রাজীব রায় এবং প্রাক্তন লাল হলুদ অধিনায়ক সঞ্জু প্রধান।

আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে হয়ে গেল ৩ দিনব্যাপী ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২০২৬। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এডুকেশন ডিরেক্টরেট -এর পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় মহিষাদল রাজ গ্রাউন্ডে। এই প্রতিযোগীতার উদ্বোধন করেন মহিষাদল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা ড.অঞ্জলি মণ্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট ডি.পি.আই ড.আশীষ কুমার ঘোষ, দিনহাটা কলজেরে অধ্যক্ষ ড. বাদশা ঘোষ, মহিষাদলের বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তবর্গ। প্রায় ২১টি বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে ২১টি কলেজের বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরিচালনায় ৮৭ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ইছাপুরে। এই প্রতিযোগিতায় ৮০০-এর বেশি অ্যাথলিট অংশগ্রহণ করেন।

বারাসাত এস ডি এ এর অ্যাথলিটরা সর্বোচ্চ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। রানার্স বেলঘরিয়া অ্যাথেলেটিক ক্লাবের সদস্যরা।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস, উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ এবং উপপুরপ্রধান শ্রীপর্ণা রায়।

এই ক্রীড়া উৎসবের সার্থক রূপ দেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য্য।

ইন্টার কলেজ স্পোর্টস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২-৪ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজ অফ কমার্স-এর আয়োজিত দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস এবং গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হল। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রথমদিন অনুষ্ঠিত হয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা। এদিন মোট ১৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ছিল ফুটবল প্রতিযোগিতা, লীগ পর্যায়ের খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষ দিন অর্থাৎ বুধবার অনুষ্ঠিত হয় খো খো প্রতিযোগিতা এবং ফুটবল লিগের ফাইনাল ম্যাচ। দার্জিলিং এবং কার্শিয়াং জেলার বিভিন্ন কলেজ থেকে প্রতিযোগিতারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

কোয়ার্টারেই বিদায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্ধারিত সময়ের পর এক্সট্রা টাইম। তাতেও নরহরি, রবি হাঁসদারা গোলমুখ খুলতে পারলেন না। ফলাফল গোলশূন্য। অগত্যা, টাইব্রেকারে এসে স্বপ্নভঙ্গ। সন্তোষ ট্রফিতে সার্ভিসেসের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালেই এবার বিদায় নিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন দল বাংলা।

টাইব্রেকারে ৩-২ ফলে জিতে শেষ হাসি হাসল সার্ভিসেস। টাইব্রেকারে প্রথম ২টি শট মিস ট্রফিতে ছন্দে ছিল না। বলা যেতে পারে, পচা শামুকেই পা কাটা গেল সঞ্জয় সেনের ছেলেদের।

সন্তোষ ট্রফিতে বিতর্ক ছড়িয়েছিল টানা ম্যাচ খেলা নিয়ে। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালের আগে ৭২ ঘণ্টা সময় পাওয়া গিয়েছিল। তাতেই উজ্জীবিত ফুটবলের জায়গায় একাধিক ভুল করে বসলেন বাংলার ফুটবলাররা। একাধকি ভুল পাস তো ছিলই। সেইসঙ্গে ছিল সহজ সুযোগ নষ্ট। ভুল বোঝাবুঝিতে প্রথমার্ধেই

করেন চাকু মাণ্ডি ও করণ রাই। সার্ভিসেসের দু'টি পেনাল্টি বাঁচিয়ে জয়ের আশা জিইয়ে রেখেছিলেন বাংলার গোলকিপার গৌরব শা। যদিও শেষরক্ষা হয়নি। পঞ্চম শটে গোল করতে ব্যর্থ হন নরহরি শ্রেষ্ঠা। তাতেই বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে সার্ভিসেস। মাথা নীচু হয় গতবারের সন্তোষ জয়ী কোচ সঞ্জয় সেনের।

৫ ম্যাচে অপরাজিত থেকেই সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টারে পৌঁছেছিল বাংলা দল। সার্ভিসেস চলতি সন্তোষ জালে বল ঢোকায় সার্ভিসেস, তবে তা অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। সার্ভিসেসের ধারাবাহিক আক্রমণ সামলাতে হয়েছে বাংলার গোলকিপারকে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩০মিনিটেও ডেডলক ভাঙতে ব্যর্থ গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। টাইব্রেকারের আগে গোলকিপার বদল করে বাংলা। সোমনাথের জায়গায় নামেন গৌরব। দুটো সেভ করেও বাংলাকে জয়ের মুখ দেখাতে পারলেন না তিনি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com